সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায়
বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী
উদ্‌যাপন উপলক্ষে রচিত ৫০টি

নির্বাচিত প্রবন্ধ

৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা - ১৩৪৩

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে রচিত ৫০টি
নির্বাচিত প্রবন্ধ

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা - ১৩৪৩

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায়
বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী
উদ্‌যাপন উপলক্ষে রচিত ৫০টি

নির্বাচিত প্রবন্ধ

৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায়

বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী

উদ্‌যাপন উপলক্ষে রচিত ৫০টি

নির্বাচিত প্রবন্ধ

৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা - ১৩৪৩

প্রধান উপদেষ্টা : রমেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, রেক্টর (সচিব)

সম্পাদনা পর্ষদ

- **আবু মমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদ**, এমডিএস — আহ্বায়ক
- **ড. মোঃ মহসীন আলী**, এমডিএস — সদস্য
- **মোহাম্মদ রাজিবুল ইসলাম**, পরিচালক — সদস্য
- **ডক্টর মোহাম্মদ রেজাউল করিম**, উপপরিচালক — সদস্য
- **ড. মোঃ মশিউর রহমান**, উপপরিচালক — সদস্য
- **মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম**, প্রকাশনা কর্মকর্তা — সদস্য-সচিব

ব্যবস্থাপনায় :

- কোর্স প্রশাসন
- গবেষণা ও উপদেশনা বিভাগ

প্রকাশকাল : আগস্ট ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব :

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

সূচিপত্র

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীঃ বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের আসন্ন ভবিষ্যৎ ১১
নাভিদ সারওয়ার, রোল নং- এ-১৩৫

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীঃ "তলাবিহীন ঝুড়ি" থেকে "রাইজিং টাইগার অব এশিয়া" ১৫
অতীশ সরকার, রোল নং- এ-১১৩

স্বপ্নযাত্রার ৫০ বছর ১৯
মোহাম্মদ ইকবাল আহমেদ, রোল নং- এ-১৩৪

৫০ বছরে মৎস্য খাতে বাংলাদেশের অভাবনীয় অর্জন ২৩
মোঃ সাজ্জাদ জাহিদ রাতুল, রোল নং- এ-১২০

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২৭
এম. জে. সোহেল, রোল নং- বি-২০২

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও অগ্রগতির সুবর্ণরেখা ৩১
বারাসাত নাজিয়া, রোল নং- বি-২১৮

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ৩৫
ইসরাত জাহান, রোল নং- বি-২২৯

সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতা ৩৯
সাকিব মুকতাসিদ, রোল নং- বি-২৩৯

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ৪৩
এ.এন.এম নিয়ামত উল্লাহ, রোল নং- সি-৩০১

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে অতিক্রান্ত মাইলফলক ৪৭
খান আসিফ তপু, রোল নং- সি-৩০৭

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ৫৩
মোঃ শামীম হোসেন, রোল নং- সি-৩২২

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ৫৭
তানভীর হায়দার, রোল নং- সি-৩২৫

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ৬৩
মোঃ মামুন সরকার, রোল নং- ডি-৪৩২

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ৬৭
আজহারুল ইসলাম, রোল নং- ডি-৪১০

"সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী" ৭১
জুয়েল রানা, রোল নং- ডি-৪১১

"সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী" ৭৫
ইসমত জাহান তুহিন, রোল নং- ৪২৮

অর্ধ-শতে বাংলাদেশঃ অর্জন ও চ্যালেঞ্জ ৭৯
খান মাহমুদুল হাছান, রোল নং- ই-৫১১

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ৮৩
ফাইরুজ তাসনিম, রোল নং- ই-৫১৬

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ৮৭
এস. এম. ফুয়াদ, রোল নং- ই-৫১৭

৫০ বছরে মৎস্য খাতে বাংলাদেশের অভাবনীয় অর্জন ৯১
এ কে এম হাসানুর রহমান, রোল নং- ই-৫৪০

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন ও রুপকল্প-২০৪১ অর্জনের বাস্তবতা ৯৫
জান্নাতুল নাইম, রোল নং- এফ-৬০৫

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ৯৯
মোঃ কামরুল ইসলাম, রোল নং- এফ-৬১২

স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে স্বাধীনতার ৫০ বছর ১০৩
নাসরিন সুলতানা প্রমা, রোল নং- এফ-৬১১

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীঃ বাঙালির প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি ১০৯
এইচ এম গোলাম রাব্বি, রোল নং- এফ-৬২৩

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী ১১৩
সৌমেন্দ্র কুমার বাইন, রোল নং- ৮৩৯

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ১১৭
মোঃ রাসেল রানা, রোল নং- ৮০১

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ১২১
ইসফাকুল কবির সরকার, রোল নং- ৮০২

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ১২৫
মোঃ রাসেল হোসেন, রোল নং- ৮১১

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ১২৯
মোঃ শাওন শেখ, রোল নং- ১৩১৬

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ১৩৩
মুহাম্মদ আরাফাত হুসাইন, রোল নং- ১৩২১

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্নজয়ন্তী ১৩৭
রেজাউল গনি, রোল নং- ১৩০৮

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ১৪১
দীপক ত্রিপুরা, রোল নং- ১৩২৯

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী: ফিরে দেখা স্বাধীনতার ৫০ বছর ১৪৫
মো: মেহেদী হাসান, রোল নং- ৭২৪

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ১৪৯
লাকী দাস, রোল নং- ৭৪৩

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ১৫৩
সিরাজাম মুনীরা ফাইমান, রোল নং- ৭৪৬

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ১৫৭
মোঃ রিয়াদ আনসারী, রোল নং- ৭২৭

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ১৬১
মোঃ শামছুজ্জামান আসিফ, রোল নং- ১১৩৭

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ১৬৫
মোঃ খায়রুজ্জামান, রোল নং- ১১৩০

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী
মোঃ সাজ্জাদুর রহমান, রোল নং- ১১০৮ **১৬৯**

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী
মোঃ শফিকুল ইসলাম, রোল নং- ১১০৬ **১৭৩**

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী
জান্নাতুল ফেরদৌস উর্মি, রোল নং- ৯২৪ **১৭৭**

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী
মোঃ তাজবির উদ্দিন, রোল নং- ৯২৮ **১৮১**

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী
লুৎফা বেগম, রোল নং- ৯২৭ **১৮৫**

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী
মাহফুজা আক্তার, রোল নং- ৯১০ **১৮৯**

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী
নাজমুল হাসান, রোল নং- ১০০১ **১৯৩**

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী
মো: সায়েম ইউসুফ, রোল নং- ১০২২ **১৯৭**

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী
মোঃ আতিকুর রহমান, রোল নং- ১০৪৬ **২০৩**

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী
মোঃ মাইনুল ইসলাম খান, রোল নং- ১২৩১ **২০৯**

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী
সাকিব হাসান খান, রোল নং- ১২৩৮ **২১৩**

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী
নাবিলা ফেরদৌস, রোল নং- ১২৩৬ **২১৭**

মুখবন্ধ

বর্ণময় ঐতিহ্য আর সোনালী সময়ের ডানায় ভর করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ অর্জনের লক্ষ্যে বাঙালি আজ এক ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। একদিকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী, অন্যদিকে তাঁরই নেতৃত্বে পাকিস্তানি শাসকদের শোষণের বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। এর পাশাপাশি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার সোনালী বার্তা। ইতিহাসের এ মাহেন্দ্রক্ষণে, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের ৫০টি অনুপ্রেরণামূলক লেখার সমন্বয়ে একটি বিশেষ প্রকাশনার উদ্যোগ সত্যিই এক আনন্দ-সংবাদ।

বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত এক বাংলাদেশের; সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলার। সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় অনুক্ষণ নিয়োজিত তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত, উন্নয়নের রোল মডেল। ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ, ২০৭১ সালে এক বিস্ময়কর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এবং ২১০০ সালের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তমান প্রজন্মের নবীন কর্মকর্তাবৃন্দের উপর ন্যস্ত। উন্নয়নের সুফল জনগণের দোঁরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে সকল নবীন কর্মকর্তাকে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। সৃজনশীলতা, জ্ঞান ও নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশকে পরিচালিত করে তাঁরা নতুন দিনের পথ দেখাবেন।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ৩৮তম বিসিএস ব্যাচের ৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী নবীন কর্মকর্তাদের স্মৃতি-চিন্তা-অনুভূতি সমৃদ্ধ এ প্রকাশনাটি তাঁদের চাকরি ও চাকরি-পরবর্তী জীবনে একটি অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যস্ত সূচির

মধ্যেও এ অসাধারণ সৃজনশীল প্রয়াশের জন্য এর সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ নবীন কর্মকর্তাগণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ২০৪১ সনের উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা রাখবেন। আমি সকল প্রশিক্ষণার্থীর সুস্বাস্থ্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

রমেন্দ্র নাথ বিশ্বাস

রেক্টর
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীঃ বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের আসন্ন ভবিষ্যৎ

নাভিদ সারওয়ার
রোল নং- এ-১৩৫

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। বাঙালির হাজার বছরের পরাধীনতার শৃংখল, গোলামীর জিঞ্জির ভেঙ্গে স্বাধীনতার লাল সূর্যের রঙের সাথে মিশে আছে ত্রিশ লাখ শহীদের রক্ত, দুই লাখ মা বোনের সম্ভ্রম হারানোর বেদনা এবং বিপুল সম্পদ ক্ষতির মাশুল। বিশ্বের অন্যকোনো জাতি, অন্যকোনো দেশের স্বাধীনতা অর্জনে এত ত্যাগের নজির ইতিহাসে বিরল এবং অনন্য।

১৯৭১ সালের লাখ লাখ মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছেন স্বাধীনতার বেদীমূলে! তারা তাদের বর্তমান উৎসর্গ করেছিলেন আমাদের ভবিষ্যৎ রচনা জন্য। আজ পেছন ফিরে তাকালে কোটি কোটি মানুষের দুঃখ-দুর্দশার ছবি ভেসে ওঠে। আপন জন্মভূমি মৃত্যুগুহা হিসেবে দেখতে বাধ্য হওয়া অগণিত মানুষের অশ্রু আর রক্তের মর্মস্পর্শী সেই ঘটনাপ্রবাহ স্মৃতিকে আপ্লুত করে দেয়।

একাত্তরে বাংলাদেশ যে কঠিন মূল্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, তার সোনালি ফসল আজ ঘরে তুলছে বাংলাদেশ। একদিন সাম্রাজ্যবাদীরা যে বাংলাদেশের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দিহান ছিল, ‘তলাবিহীন ঝুড়ি’ বলে অপমানের অপচেষ্টা করেছিল আজ তারাই বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে দেখার জন্য স্বল্পোন্নত ও দারিদ্র্য দেশসমূহকে পরামর্শ দিয়েছে। আজ বাংলাদেশ আপন দক্ষতায় স্বনির্ভর উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় ভূষিত। বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসাধারণ নেতৃত্বে গত একযুগে বদলে গেছে বাংলাদেশ। আজ বাংলাদেশ এক দ্রুত উন্নয়নশীল বিকাশমান অর্থনীতির দেশ। প্রগতিশীল আধুনিক রাষ্ট্রদর্শন থাকলে দেশের জনসাধারণের কল্যাণ কীভাবে নিশ্চিত করা যায়। গত একযুগে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে যে অকল্পনীয় সাফল্য অর্জন করেছে তা বিশ্ববাসীর কাছেও বিস্ময়।

এবারের স্বাধীনতা দিবসের বিশেষ তাৎপর্য হচ্ছে, এ বছর স্বাধীনতার ৫০ বছর, রাষ্ট্রীয়ভাবে উদযাপিত হচ্ছে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। এ উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানরা ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশে আসছেন। অংশ নিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর যৌথ অনুষ্ঠানে। গত ১৭ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত ১০ দিন ব্যপী বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তবে সুবর্ণ জয়ন্তীর উদযাপন উপলক্ষে আগামী ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন করা হবে।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের এই দেশ স্বাধীন হলেও একটি দেশ পুনর্গঠন করলে অনেক চাপ সামাল দিতে হয়। স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশের পুনর্গঠন বলতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন ধ্বংস হওয়া অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, বিচার ব্যবস্থা সহ দেশ পরিচালনার সমস্ত দিক কি করে পুনঃ নির্মাণ করতে হয় সে প্রক্রিয়া কে বোঝানো হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। সার্বিক পরিস্থিতি বিঘ্ন ঘটে তাছাড়া সত্তরের বিশাল ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণ হারায় আড়াই লক্ষ বাঙালি। সেই দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই শুরু হয়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধ যাতে প্রায় ৩০ লক্ষ বাঙালি শহিদ হন। সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী অবস্থা ছিল ভয়াবহ। শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রেও ধস নামে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে বাংলাদেশ নতুন পথ খুঁজে পায়। গড়ে ওঠে নতুন গৌরবের আশা।

কিন্তু বাংলাদেশ যখন গুটি পায়ে তার স্বপ্ন বোনার কাজে এগিয়ে চলছে পথে তখনই একদল কুচক্রী মহল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। সাময়িকভাবে রুদ্ধ হয়ে যায় দেশ গড়ার সকল পথ। কিন্তু বাঙালি তো মাথা নোয়াবার জাতি নয়। বাঙালি স্বপ্নকে গড়ে তোলার জাতি। তাই পরবর্তী সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশের কাছে পরিচিত হয় উন্নতির রোল মডেল হিসেবে। মাথাপিছু আয়, গড় আয়ু, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিদ্যুৎ, বিনিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে যায় পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশকে। কিসিঞ্জারের সেই তলাবিহীন ঝুড়ি আজ পরিণত হয়েছে উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য এক দৃষ্টান্তে।

দেশরত্ন শেখ হাসিনা ভিশন ২০২১ অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য দিয়েছিলেন তা আমরা অর্জন করেছি। আমাদের বর্তমান লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া। এজন্য বর্তমানে বাংলাদেশে মেট্রোরেল, পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এর মত মেগা প্রোজেক্টসহ ফ্লাইওভার, রেলওয়ে এর কাজ। অন্যান্য দেশের কাছ থেকে অনুদান বা আর্থিক সহায়তা নেয়া বাংলাদেশ আজ পদ্মাসেতুর মত বৃহৎ প্রকল্প নিজেই অর্থায়ন করতে পারে!

সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের কাছে ঈর্ষণীয় হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রোহিঙ্গা ইস্যু। বর্তমান সময়ে রোহিঙ্গা ইস্যু বিশ্বের প্রভাবশালী দেশগুলোর জন্য আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। মায়ানমার এর সামরিক জান্তা সরকার যখন নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির

প্রেক্ষাপটে রোহিঙ্গাদের নিজস্ব আবাসস্থল থেকে উৎখাত করে এবং গণহত্যা শুরু করে তখন বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দেয় এবং রোহিঙ্গাদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনের বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির ভ্রমণ করে এবং সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করে যা ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি বিরল অর্জন। আমরা জানি যে বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। তারপরেও মানবিকতার খাতিরে রোহিঙাদের আশ্রয় দেয়া এবং তাদের আহারের বিষয়টি নিশ্চিত করা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজের সুনাম কুড়িয়ে নেয়।

বতমান সময়ে বাংলাদেশে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি আইটি সেক্টর, ডিজিটালাইজেশন এর ক্ষেত্রে সুনাম কুরিয়েছে। সাধারণ জনগণকে উন্নত সেবা দেয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে সরকারি কর্মচারীরা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি বদ্ধপরিকর ও দায়িত্বশীল আচরণ করছে। তারা এসেছে জবাবদিহিতার আওতায়। দেশে বিদেশি বিনিয়োগ ক্রমশ বাড়ছে। তাই আশা করা যায় আসন্ন সময়গুলোতে বাংলাদেশ আরো দ্রুতগতিতে উন্নতি করবে এবং সাফল্যের সিড়ি উৎরানোর গতি আরো বৃদ্ধি পাবে।

আসন্ন সময়গুলোতে বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলা করা। বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের উপকূল বেষ্টিত একটি বদ্বীপ এবং বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে এখানে বন্যা ও অন্যান্য সময়ে এখানে ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছাস হয়ে থাকে। এছাড়াও বাংলাদেশের বেশিরভাগ নদীর উৎপত্তিস্থল ভারত হওয়ার কারণে আমরা অনেকাংশে পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী দেশের উপর নির্ভরশীল। আসন্ন সময়গুলোতে তাই জলবায়ু মোকাবেলা করা আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।

আসুন স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই দেশকে ভালোবাসার, দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার। যতটুকুই কমতি আছে আমাদের আমরা তা ডিঙিয়ে উন্নতির শিখরে আরোহন করবো। পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে দেখিয়ে দিব যে বাংলাদেশে মাথা নোয়াবার নয়; বাঙালি জাতি মাথা নোয়াবার জাতি নয়। তাই হয়তো কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের সাথে তাল মিলিয়ে বলতে হয়-

'সাবাস, বাংলাদেশ, এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয় : জ্বলে পুড়ে-মরে ছারখার/তবু মাথা নোয়াবার নয়।'

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীঃ "তলাবিহীন ঝুড়ি" থেকে "রাইজিং টাইগার অব এশিয়া"

অতীশ সরকার
রোল নং- এ-১১৩

৫৬,০০০ বর্গমাইল আয়তনবিশিষ্ট দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ নামক ভূখন্ডের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে যাওয়া মানুষটির নাম শেখ মুজিবুর রহমান। পারিবারিকভাবে আদর করে ডাকা হতো খোকা, আপামর জনতার দেয়া নাম 'বঙ্গবন্ধু', কেউ বলে স্বাধীনতার মহানায়ক, কেউ বলে রাজনীতির কবি, বাংলাদেশের সংবিধান দিয়েছে জাতির পিতার স্বীকৃতি।

২০০৪ সালে বিবিসি বাংলার জরিপে বঙ্গবন্ধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।"

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নেয়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর আয়ুষ্কালের ৫৫ বছরের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেছেন বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামে। বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালি জাতিসত্তা, স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশ এক ও অভিন্ন। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য আজীবন লড়াই করেছেন। এ দেশের মানুষ যাতে আত্মমর্যাদা নিয়ে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাড়াতে পারে এজন্য তিনি তীর জীবন উৎসর্গ করেছেন।

তার রাজনীতির মূলমন্ত্রই ছিল আদর্শের জন্য সংগ্রাম, আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ। যে আদর্শ, বিশ্বাস ও স্বপ্ন নিয়ে তিনি রাজনীতি করতেন, শত কষ্ট ও প্রচণ্ড চাপেও তিনি তাতে অটল ছিলেন–এটা আমরা দেখতে পাই তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই। ১৯৩৯ সালে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধ প্রতিবাদ করে তাঁর কারাবরণ শুরু। বস্তুত জেল-জুলুম ও নিপীড়ন বঙ্গবন্ধুর জীবনে এক নিয়মিত অধ্যায়ে পরিণত হয়েছিল। জনগণের জন্য,

দেশের জন্য তিনি তাঁর ৫৫ বছরের জীবনে ৪ হাজার ৬৮২ দিন কারাগারে ছিলেন, যা তাঁর মোট জীবনকালের প্রায় এক-চতুর্থাংশ।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর থেকে বাংলাদেশে ঐতিহাসিক যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রয়েছে, প্রতিটি ঘটনার মুখ্য চরিত্র বঙ্গবন্ধু। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন; ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের সাধারণ নির্বাচন; ১৯৬২ সালে শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন; ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন; ১৯৬৮ সালের আগরতলা মামলা; ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান; ১৯৭০ সালের নির্বাচন; ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ; ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা; ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ–পুরোটাই বঙ্গবন্ধুময়।

জাতির পিতার অন্যতম স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা বিনির্মাণ। কিন্তু স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণযাত্রা ছিল নানাভাবে কণ্টকাকীর্ণ ও বিপৎসংকুল। একদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ, ভৌত-অবকাঠামো, রাস্তাঘাট-ব্রিজ-যানবাহন, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, প্রায় সবকিছুই বিনষ্ট–বিধ্বস্ত। প্রশাসন ছিল অসংগঠিত। বৈদেশিক মুদ্রার শূন্য ভান্ডার ও ভারসাম্যহীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, নিঃস্ব ও সহায়-সম্বলহীন কোটি শরণার্থীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন চ্যালেঞ্জ, বন্যা, খাদ্যাভাব। অন্যদিকে বিশ্বমন্দা ও নানা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে সামাজিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল।

এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু যখন খাদ্যাভাব দূরীকরণ, সামাজিক অস্থিরতা নিরসন, আইন- শৃঙ্খলার উন্নতিতে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমুখী নীতি ও আইন প্রণয়ন করে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে দেয়নি ঘাতকেরা। ওরা ভেবেছিল মুজিবকে হত্যা করলেই হয়ে যাবে সব শেষ কিন্তু ওরা বুঝতে পারেনি মুজিব মানেই বাংলাদেশ। একজন ব্যক্তি মুজিবকে হত্যা করা যায়, কিন্তু তাঁর আদর্শ এবং স্বপ্নকে হত্যা করা যায় না।

জাতির পিতার অসমাপ্ত স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করে চলেছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা। স্বাধীনতার পরাজিত শক্তিরা বলেছিল–আগামী ১০০ বছরের মধ্যেও বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১ হাজার ডলার ছাড়াবে না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মাত্র ৫০ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ২০৬৪ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। অথচ ১৯৭০-এ মাথাপিছু গড় আয় ছিল ১৪০ ডলার। হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে “তলাবিহীন ঝুড়ি” আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু অতি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ৫০ বছরে বাংলাদেশ নামক ঝুড়িটি আর তলাবিহীন নয়; ঝুড়ি এখন সাফল্যে পরিপূর্ণ । বর্তমানে বাংলাদেশের রিজার্ভ ৪৪ বিলিয়ন ডলার।

মহামারি করোনাকালীন সময়ে বিশ্বের সব দেশে যখন প্রবৃদ্ধির হার কমে যাচ্ছে, তখন বাংলাদেশে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার নির্ধারণ করা হয়েছে ৮.২ শতাংশ এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বলছে, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ অর্জিত হতে পারে। করোনাকালীন কঠিন সময়েও বাংলাদেশে গত ফেব্রুয়ারি, ২০২১ -এ ১৭৮ কোটি ডলার রেমিটেন্স এসেছে; যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ঘটনা। ১৯৭২-১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের আকার ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা অথচ জাতীয় সংসদে ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি ৮১ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১.২ বিলিয়ন ডলার। একই সঙ্গে বেড়েছে রপ্তানি পণ্যের সংখ্যাও। স্বাধীনতার পর রপ্তানি আয়ের সত্তর ভাগ ছিল পাটের দখলে। বর্তমানে মোট রপ্তানির ৮২ শতাংশই তৈরি পোশাক খাতের দখলে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ভিশন ২০২১ দিয়েছেন এবং বাস্তবায়ন করেছেন যার মধ্য দিয়ে আমরা উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছি এবং ভিশন ২০৪১ এর মাধ্যমে আমরা আধুনিক এবং উন্নত দেশে পরিণত হব। বাংলাদেশ অনেক উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে, বড় বড় ফ্লাইওভার করা হয়েছে, মেট্রোরেল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হযেছে, মহাকাশে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হযেছে, সারা দেশজুড়ে রাস্তাঘাট কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে, দেশের সর্ববৃহৎ পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ নিজস্ব অর্থায়নে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। কৃষি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ, নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থ- সামাজিক প্রতিটি সূচক ও জরিপে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণেই দক্ষতার সাথে মহামারি করোনা মোকাবেলা করা সম্ভব হচ্ছে এবং বিশ্বের বহু বড় বড় দেশকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ প্রথম সারির দেশ হিসেবে কোভিড-১৯ এর টিকাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে এবং প্রয়োগ চলছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন চলমান আছে এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপিত হচ্ছে। ‘মুজিব চিরন্তন’ শিরোনামে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করার জন্য বিশ্বের অনেক দেশের সরকার এবং রাষ্ট্রপ্রধান বাংলাদেশ সফর করছেন। গত ১৭ মার্চ বাংলাদেশে এসেছিলেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহাম্মদ সালেহ; ১৯ মার্চ বাংলাদেশ সফর করেছেন শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী মাহেন্দ্র রাজাপাকসে; ২২ মার্চ বাংলাদেশ সফর করেছেন নেপালের প্রেসিডেন্ট বিদ্যাদেবী ভান্ডারী; ২৪শে মার্চ বাংলাদেশ সফর করেছেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রীী ডা: লোটে শেরিং এবং সর্বশেষ ২৬ মার্চ বাংলাদেশ সফরে এসেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভিডিও বার্তায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইউশিহিদে সুগা ও কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আরব আমিরাতের দুবাইয়ে বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবন বুজ আল খলিফায় ঘণ্টাব্যাপী বঙ্গবন্ধুর ছবি প্রদর্শন ও আলোকসজ্জার আয়োজন করা হয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পাঠানো ভিডিও বার্তায় পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য, ভাষা নিয়ে সহাবস্থানে এক আধুনিক নাগরিকের দেশ বাংলাদেশ, যার আরেকটি পরিচয় সোনার বাংলা। এই সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশকে শুভেচ্ছায় সিক্ত করছেন; বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রাকে অভিনন্দিত করছেন। উন্নয়নের বিস্ময়, বিস্ময়ের বাংলাদেশ স্বচক্ষে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করছেন যা বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে মহিমান্বিত করছে। একাত্তরে স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি, আর তাঁরই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গড়ে তুলতে চলেছি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, আধুনিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ; বিস্ময়ের বাংলাদেশ!

স্বপ্নযাত্রার ৬০ বছর

মোহাম্মদ ইকবাল আহমেদ
রোল নং- এ-১৩৪

দৃশ্যপট ১

সত্তরের দশকের শেষ দিক, আফজাল সাহেব ব্যাক্তিগত কারণে গ্রাম হতে ঢাকায় আসবেন। বেশ কিছুটা পথ পায়ে হেটে, কিছুটা পথ গরুর গাড়িতে এসে রেল স্টেশন থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। দীর্ঘ ক্লান্তিকর সফর শেষে পরের দিন ঢাকা পৌছলেন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত শহর, তার উপর জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকান্ডের পর রাজনৈতিক নানা টানা পোড়েনে সারা দেশের মত রাজধানী শহরেরও করুন চিত্র দেখে মুক্তিযুদ্ধা আফজাল সাহেব ব্যাথিত হলেন। জরাজীর্ণ জীবন দেখে তিনি হতাশ। গ্রাম গুলোর অবস্থা তার জানাই ছিল, কিন্তু শহর এমনকি রাজধানী শহরের এমন হাল তিনি প্রত্যাশা করেননি। যাই হোক বুকভরা কষ্ট নিয়ে তিনি আবার গ্রামে ফিরে গেলেন।

দৃশ্যপট ২

নব্বয়ের দশক, কামাল সাহেব একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পেয়ে ঢাকা এসেছেন। জনসংখ্যার পাশাপাশি ঢাকায় দালান কোঠার সংখ্যা বেড়েই চলছে, গাড়ি-ঘোড়াও বেড়ে চলছে। কিছুদিন চাকুরী করার পর তার পরিবার নিয়ে আসেন। ছোট একটি বাসা নিয়ে থাকতেন। বেতনের টাকা দিয়ে কোনমতে কেটে যাচ্ছিল, সঞ্চয় তেমন কিছু না। শহরের দুষণের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলছে যা গ্রামের নির্মল আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠা কামাল সাহেবকে আহত করে। মন পড়ে থাকে সাধের গ্রামের বাড়িতে, কিন্তু ইচ্ছা করলেই যেতে পারে না। এটা তো আর ইউরোপ আমেরিকার মত না চাইলেই ঘুরে আসবেন গ্রাম থাকে, যেতে আসতেই অনেক সময় লেগে যায়। অত ছুটি তো অফিস থেকে পাওয়া যায় না। ঈদের মধ্যে যেতে হয়, তাতেই যা হয়রানি। শহর অঞ্চলে মানুষের স্রোত বাড়তেই থাকে, সারা দেশে তো আর পর্যাপ্ত উপার্জনের ব্যবস্থা নাই। এতে করে শহরের উপর বিশেষ করে ঢাকার উপর মারাত্বক চাপ বাড়তে থাকে। ফলাফল ঢাকার মত বড় শহর গুলোর আবাসন সমস্যা, পরিবেশগত সমস্যা, যানজট, দ্রব্যমূল্য বাড়তেই থাকে। কামাল সাহেব তার বেতনের টাকা দিয়ে সংসার

চালাতে হিমশিম খেতে থাকেন। এরমধ্যে তার সন্তানরা স্কুলে যেতে শুরু করে, শত সমস্যার মধ্যে তারাই তার আশা, তার ভবিষ্যৎ। দেশ এগিয়ে যাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু সমন্বিত পরিকল্পনার অভাবে দেশের সার্বিক উন্নতি দৃশ্যমান হচ্ছিল না। বিদ্যুৎ সংকট, ড্রেনেজ ব্যবস্থার বেহাল দশা, বিশুদ্ধ পানি ও গ্যাসের সংকট শহরবাসির জীবনকে দুর্বিষহ করে দিচ্ছে। তবুও শহরের দিকে জনস্রোত বাড়ছে। বাড়বেই তো গ্রামে শিক্ষা ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান সবই তো অপ্রতুল। অনেক অনেক সমস্যার মধ্যেও দেশের জিডিপি বেড়েই চলছে, নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে, শিক্ষার হার বাড়ছে, গড় আয়ু বাড়ছে!

দৃশ্যপট ৩

২০২০ সাল, ফয়সাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে স্নাতক শ্রেণিতে ক্লাস শুরু করেছে। তার বাবা গ্রামের একজন কৃষক, বড় দুই ভাই বিদেশে থাকে। গ্রামের স্কুল কলেজ সম্পন্ন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। তার মত অনেকেই গ্রাম থেকে এসেছে। সময় পাইলেই বাড়ি থেকে ঘুরে আসে, বন্ধুদের সাথে দেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ঘুরতে যায়| যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় দেশের এক যায়গা থেকে আরেক যায়গায় যেতে খুব একটা সমস্যা হয় না। বাবার মুখে শুনা ঢাকার বর্ণনার সাথে এখনকার ঢাকার অনেক অমিল। স্থাপত্য, রাস্তাঘাটে এসেছে আধুনিকতার ছোয়া। ফয়সাল বন্ধুদের সাথে মাঝে মাঝেই বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে যায়, দেশি বিদেশি নানান ধরনের খাবার খেতে।

উপরের তিনটি দৃশ্যপট থেকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্রমাগত উন্নতির চিত্র উপলব্ধি করা যায়। বাংলাদেশ আজ আর গরিব দেশ নয়, উন্নয়নশীল দেশের কাতারে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল এই ছোট্ট দেশটি। ১৯৭১ সালে স্বাধীন হওয়ার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত যে দেশকে তলা বিহীন ঝুড়ি আখ্যা দেওয়া হয়েছিল সেটিই আজ উন্নয়নের রোল মডেল। জাতিসংঘ এই দেশকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকাতে প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভূক্ত করেছে, বিশ্বব্যাংকের হিসেবে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ অন্যান্য যেকোন দেশের চেয়ে ভাল অবস্থানে। হাজার বছরের কৃষি নির্ভর অর্থনীতি থেকে বের হয়ে আজ বাংলাদেশ উৎপাদন বান্ধব দেশে পরিণত হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে কৃষি জমি কমে গেলেও উন্নত চাষ পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ আজ খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। ইতোমধ্যে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বেশিরভাগ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সক্ষম হয়েছে। এখন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে।

মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি ভরত চন্দ্র রায়গুনাকর স্বপ্ন দেখেছিলেন ক্ষুধামুক্ত সুখী বাঙ্গালী জাতির। আকাঙ্খা করে বলেছিলেন-

"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে"

ব্রিটিশদের বঞ্চণার শিকার বাঙ্গালির স্বপ্ন দু মুঠো মোটা চালের ভাতের মধ্যেই আটকে যায়, দুধে-ভাতে থাকাই তখন সুখী জীবনের সংজ্ঞা হয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতা, জাতিয়তাবোধ, আত্বমর্যাদা এসব তারা ভূলে যায়। একসময় বুঝতে পারে স্বাধীনতা ছাড়া ক্ষুধামুক্ত সুখী জীবন মিলবে না, প্রতিবাদি হয়ে ওঠে। যাইহোক ব্রিটিশরা চলে যায়, ভারত বিভক্ত হয়ে নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান জন্মের পর থেকেই বাঙ্গালি আবার নতুন ভাবে শোষিত হতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা। বঙ্গবন্ধু জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাতে থাকে, তার যোগ্য নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়। বাংলাদেশ নামে একটি নতুন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে বিশ্ব মানচিত্রে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে তখন নানামুখী সমস্যা। বঙ্গবন্ধু এই কঠিন মুহূর্তে হাল ধরলেন, বিভিন্ন যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। সমবায় ব্যবস্থার উপর জোড় দিলেন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। দেশের অর্থনীতির চাকা আস্তে আস্তে সচল হতে থাকল। বাঙ্গালিকে আবার ক্ষুধামুক্ত সুখী সমৃদ্ধির সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখালেন। তিনি বলতেন, 'এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না দি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।'

বঙ্গবন্ধু তার স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারলেও সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবয়ন করার সময় পান নি। কিছু দেশদ্রোহী হায়েনা তাদের হীন স্বার্থ বাস্তবায়নের জন্য বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে, বাঙ্গালির স্বপ্ন আবারও ভঙ্গ হয়। নানা রাজনৈতিক অস্থিরতায় মধ্য দিয়ে সময় বয়ে যায়। সাধারণ কর্মঠ মানুষের অক্লান্ত প্রয়াসে অল্প অল্প করে দেশ এগিয়ে যেতে থাকে, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন সোনার বাংলা বহুদূর রয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রাধানমন্ত্রী হাল ধরেন, তিনি জাতিকে আবার স্বপ্ন দেখান। স্বপ্ন দেখান উন্নত দেশ হওয়ার। তার নানামুখী পদক্ষেপে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে এসেছে তার ভিশন ২০২১ এ তিনি দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার অঙ্গিকার করেন, যা ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। এখন লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যাওয়া, এরজন্য প্রয়োজনীয় নানা পদক্ষেপ এরমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে। বতমান প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে এ স্বপ্ন অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

হাজার বছরের নানা উত্থান পতনের নীরব স্বাক্ষী হিমালয়ের পলিজমা শত শত নদী বিধৌত এই ভূখন্ড। এই মাটির সন্তান বাঙ্গালিরা বারে বারে স্বপ্নভঙ্গ হয়েও আবার নতুন স্বপ্ন দেখেছে, ঘুরে দাড়িয়েছে নতুন উদ্দ্যমে। উর্বর এ ভূমি ঢেলে দিয়েছে দু হাত ভরে। মাঝে মাঝে আবার প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগ কেড়ে নিয়েছে স্বপ্নের ফসল, আশার বসতি করে দিয়েছে লন্ড ভন্ড। সংগ্রামী এ জাতি কিছুতেই দমে যায়নি। প্রাচুর্যে ভরা সুজলা সুফলা এ দেশের সম্পদ লুন্ঠন করেছে অনেকে, নানা ষড়যন্ত্র হয়েছে শান্তিকামী এই দেশের মানুষের উপর। সব বাঁধা পেরিয়ে আজ বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে, সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন যাত্রায় আগিয়ে গেছে বহুদুর।

৫০ বছরে মৎস্য খাতে বাংলাদেশের অভাবনীয় অর্জন

মোঃ সাজ্জাদ জাহিদ রাতুল
রোল নং- এ-১২০

"মাছে ভাতে বাঙালি"

এসেছে মহিমাময় স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। এই ৫০ বছরে বাংলাদেশের উন্নয়নের জয়যাত্রার ঝুড়িতে রয়েছে অসংখ্য অর্জন প্রতিটি খাতে। এর মধ্যে মৎস্য খাতের অর্জন বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এ খাতে বাংলাদেশ দেখিয়েছে বিস্ময়কর সাফল্য।

২০০৫ সালে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) বাংলাদেশকে পৃথিবীতে ষষ্ঠ বৃহত্তম মৎস্য উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে ঘোষণা করে। ২০১৫-১৬ সালেই বাংলাদেশ হয়ে যায় বিশ্বের ৫ম বৃহত্তম মৎস্য উৎপাদনকারী দেশ। ২০১৮ সালে অভ্যন্তরীণ মৎস্য আহরণে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় স্থান দখল করে নেয় এবং একুয়াকালচারে হয় ৫ম। ২০২০ সালে এফএও বাংলাদেশকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হারে বিশ্বে ২য় ঘোষণা করে। এফএও-এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার এমন পরিসংখান দেখে গর্বে বুক ভরে ওঠে। বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র একটা দেশের (১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিমি., বিশ্বে ৯২তম) জন্য এহেন উত্তরোত্তর উন্নতি এক অভাবনীয় ব্যাপার।

এরই কারণ উদ্ঘাটনে যখন ইতিহাস ঘাঁটি তখন বাংলাদেশের জন্ম লগ্নেই মৎস্য খাত উন্নয়নের দিকনির্দেশনা নিয়ে এক মহাপুরুষের কথা মনে পড়ে যায়। অবাক বিস্ময়ে ভাবি আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে যখন দেশ সম্পূর্ণ যুদ্ধবিদ্ধস্ত, অর্থনীতি ধ্বংসপ্রাপ্ত, জনগণ খাদ্যাভাব ও অপুষ্টিতে জর্জরিত, "তলাহীন ঝুড়ির" অপবাদ নিয়ে দেশ হতাশাগ্রস্ত, তখন কী করে একজন মহান পুরুষ নিরন্তর ঘরে ঘরে আশার প্রদীপ জালিয়ে গেছেন। মৎস্য খাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি এক দূরদর্শী নেতা হিসাবে ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে কুমিল্লার এক জনসভায় ঘোষণা করেন "মাছ হবে বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ"। তিনি শুধু বলেই বসে থাকেননি; জনগণকে মৎস্য চাষে উৎসাহ দেওয়ার জন্য নিজ হাতে গণভবনের জলাধারে মাছের পোনা অবমুক্ত করে সবার জন্য এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেন। দেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি লগ্নে এবং সেই ক্ষণজন্মা পুরুষের শততম জন্মবার্ষিকীতে প্রাণঢালা ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাভরে তাঁকে স্মরণ করি। তিনি আমাদের

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, মৎস্য চাষিদের আলোক বর্তিকা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

পরে বাংলাদেশের বেশ কিছু খাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন সরকারের যে বিনিয়োগ ও ভর্তুকি দেখা গেছে, মৎস্য খাতের ব্যাপারে তেমনটি লক্ষ করা যায়নি। ফি বছরের বাজেট তার সাক্ষী। এমনকি কৃষি কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সরকারের ভর্তুকি থাকলেও মৎস্য চাষে তা নেই। তবে দেশের আপামর জনগণ সেই মহান ব্যক্তির ভালোবাসার প্রতিদান হিসাবে আপন মনে তাকে অনুসরণ করে মাছ চাষে রচনা করেছে ‘নীরব নীল বিপ্লব’। এখানে কিছু তথ্য উল্লেখ করা সঙ্গত হবে বলে মনে হয়। বিশ্ব খাদ্য সংস্থার সুপারিশ মতে আমিষের অভাব পূরণের লক্ষ্যে জনপ্রতি বার্ষিক কম করে হলেও ১৮ কেজি মাছ খাওয়া উচিত। মাছে- ভাতে বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমাদের বার্ষিক মাছ খাওয়ার হার ছিল মাত্র ১৩ থেকে ১৪ কেজি। অথচ ২০২০ সালেই আমাদের জনপ্রতি বার্ষিক হার হয়ে গেছে ২৩ কেজি, যেখানে পৃথিবীতে ২০২০ সালে মাথাপিছু গড় হার ছিল ২০.৫ কেজি। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মৎস্য খাতে উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ মৎস্য পরিদপ্তরের ২০১৭ সালের পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে দেখা যায়, ৩৮৪৭০০ হেক্টর পুকুর এলাকায় ২০১৬-১৭ সালে মাছ উৎপাদন হয় ১৮৩৩১১৮ টন অর্থাৎ হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন মাত্র ৪.৭৬ টন। ময়মনসিংহে গুটিকয়েক খামারে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ও অধিক উৎপাদনশীল পাঙ্গাশ ও তেলাপিয়া মাছ চাষ করে হেক্টরপ্রতি উৎপাদন ৬০ টনে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে। অথচ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভিয়েতনামে হেক্টরপ্রতি উৎপাদন হয় ৩০০ টনেরও বেশি। যা আমাদের পক্ষেও সম্ভব। এখন যে কেউ প্রশ্ন করতেই পারেন যে এত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বে ও আমরা কেন পারছি না? সংক্ষেপে এর উত্তর হলো, অধিক ঘনত্বে মৎস্য চাষ না করা ও রপ্তানি বৃদ্ধি না হওয়া। আমাদের দেশে সাধারণভাবে ট্রাডিশনাল, এক্সটেনসিভ, ইমপ্রুভড এক্সটেনসিভ ও নগণ্য পরিমাণে সেমি ইনটেনসিভ পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হয়। অপরদিকে ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেমি ইনটেনসিভ, ইনটেনসিভ ও সুপার ইনটেনসিভ পদ্ধতিতে অর্থাৎ অধিক ঘনত্বে মাছ চাষ করে থাকে। অধিক ঘনত্বে মাছ চাষের জন্য সর্বাগ্রে সার্বক্ষণিক বিদ্যুতের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হতে হবে যা বর্তমান সরকার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ বিতরণের মাধ্যমে এ কঠিন কাজটা খুবই সহজ করে দিয়েছেন। বাকি পদক্ষেপগুলোর কোনোটিই উচ্চ বিনিয়োগনির্ভর নয়। পানির গুণাগুণ বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন অক্সিজেন এরেটর, পানি প্রবাহের জন্য পাম্প, পানি ও মাছের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন কিছু স্মার্ট টেকনোলজি যা ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ কনসেপ্টের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর মাছের বৃদ্ধি ও রোগমুক্ত রাখার জন্য প্রয়োজন প্রাবায়োটিকসহ কিছু ওষুধ। এগুলোর সঙ্গে সঙ্গে উন্নত জাতের পোনা, মানসম্পন্ন মাছের খাবার, মৎস্য চাষিদের জন্য প্রশিক্ষণ ও দরিদ্র চাষিদের অর্থ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে, বিপণন ব্যবস্থা ও

রপ্তানির পথ সুগম করতে হবে। তবে এ ব্যাপারে সরকার ও নীতিনির্ধারকদের বিপণন ব্যবস্থা ও রপ্তানির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। কেননা উৎপাদন ও সরবরাহের সমতা বজায় না রাখতে পারলে মাছের দাম কমে যাবে। ফলে কৃষকরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমরা দেশে কী পরিমাণ মৎস্য উৎপাদন বাড়াতে পারি তা বোঝার সুবিধার্থে বাংলাদেশ মৎস্য অধিদপ্তরের ২০১৭ সালের প্রতিবেদনের উপাত্ত নিয়ে একটি সহজ হিসাব করা হলো। ৩৮৪৭০০ হেক্টর পুকুর এলাকায় যদি ১০০ টন হারে মাছ উৎপাদন করতে পারি তাহলে ৩,৮৪,৭০,০০০ টন মাছ উৎপাদিত হবে যা বর্তমান উৎপাদনের তুলনায় ২১ গুণ। আর ভিয়েতনামের সমপরিমাণ হেক্টরপ্রতি ৩০০ টন উৎপাদন করলে দাঁড়াবে ১১,৫৪,১০,০০০ টন যা বর্তমানের চেয়ে ৬৩ গুণ। এ হিসাবে যেসব পুকুরে মৎস্য চাষ হচ্ছে শুধু সেগুলোই ধরা হয়েছে। দেশের বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী বিভিন্ন জলাশয় ও সদ্য অর্জিত বঙ্গোপসাগরের ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন হিসাবেই আনা হয়নি। খোলা জলাশয়ে অধিক মৎস্য উৎপাদন ও সমুদ্র থেকে মৎস্য আহরণের অপার সম্ভাবনার কথা সবারই জানা। এ ছাড়া কয়েকটি কারণে ভবিষ্যতে মাছ চাষ এলাকার ব্যাপ্তি আরও বাড়বে বলে আমি মনে করি।

এক. প্রচুর সরকারি ভর্তুকির পরও বিভিন্ন কারণে চাষিরা ধান চাষে অনাগ্রহ প্রকাশ করছে এবং সঙ্গত কারণেই মাছ কিংবা অন্য উচ্চমূল্যের ফসলে আগ্রহী হয়ে উঠছে। সে কারণেই অনেক ধানী জমি খনন করে পুকুরে রূপান্তর করা শুরু করে। সরকারি বিধিনিষেধের কারণে এ রূপান্তর কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

দুই. বিবিএস ২০১৭-এর পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে জনপ্রতি দৈনিক ভাত খাওয়ার পরিমাণ ক্রমেই কমে আসছে (২০১০ এ ৪২৬ গ্রাম থেকে ২০১৬ সালে ৩৬৭ গ্রাম) যার কারণে অনেক ধান ক্ষেত পুকুরে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

তিন. অনেকেই, বিশেষ করে শিক্ষিত যুবক শ্রেণি নিজের বাড়ির ছাদ, আঙিনা, পরিত্যক্ত জায়গায় বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে বিরাট সফলতা অর্জন করছে। যা আমাদের অত্যন্ত আশাবাদী করে তুলছে।

সরকার যদি মাছ রপ্তানিতে বাধাগুলো দূর করে দিতে পারে, তবে এমনও হতে পারে বাংলাদেশ হবে পোশাকশিল্প, মাছ আর উচ্চমূল্যের ফসলের দেশ। মাছ এবং উচ্চমূল্যের ফসল রপ্তানি করে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার অংশবিশেষের বিনিময়ে হয়তোবা চাল আমাদানি করবে। এটা যদিও একটা আন্দাজ তবে ভবিষ্যতে সময়ই সাক্ষ্য দেবে। এ পর্যায়ে স্মরণ করতে চাই যে বাংলাদেশ পোশাক খাত শুরু হয়েছিল শুধু সস্তা শ্রমকে পুঁজি করে। যেখানে দেশীয় ২০ ভাগ শ্রম বাদ দিলে বাকি ৮০ ভাগই কাঁচামাল হিসাবে বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো! সেখান থেকে পোশাকশিল্প আজ বর্তমান ঈর্ষণীয় অবস্থানে। অথচ মৎস্য রপ্তানিতে ৯৫ ভাগই দেশীয় কাঁচামাল

ব্যবহার করা যাবে। কাজেই উৎপাদন খরচ বাদ দিলে মৎস্য রপ্তানি খাতের পরিমাণ তুলনামূলক বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। আর্থ-সামাজিক উন্নতিও হবে অভাবনীয় হারে। উল্লেখ্য, মাছ রপ্তানির সঙ্গে অনেক মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাও গড়ে উঠবে যা হতে হবে বিশ্ব মানসম্পন্ন। প্রক্রিয়াজাত করতে গিয়ে যে বর্জ্য বের হবে সেটিই আবার ফিশ মিল হিসাবে মাছের খাবারের সঙ্গে যোগ হবে। ফলে ফিশমিল আমদানি কমে যাবে এবং অনেক বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। তবে নীতিনির্ধারকসহ খামার মালিক, পরিচালনাকারী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় প্রতি এক টন মাছ উৎপাদন করতে এক টন বর্জ্য উৎপাদিত হয়। এ বিশাল পরিমাণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সুচারুভাবে সম্পন্ন না হলে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। তবে আশার কথা হলো আমাদের দেশের তরুণ মৎস্য চাষিরা যথাযথ প্রযুক্তির মাধ্যমে এ বর্জ্য অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা সীমিত আকারে হলেও শুরু করেছে। আমাদের দেশের বিশেষজ্ঞরাও উৎপাদিত বর্জ্যরে লাভজনক ব্যবহারের জন্য একুয়াপনিক, হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে সবজি চাষ অথবা জমিতে সার হিসাবে ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করছে।

তবে এটাও মনে রাখতে হবে, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে যে জাতি স্বাধীনতা অর্জন করেছে সে জাতির জন্য অসম্ভব নয়। আমরা জানি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যেও সেই মহাপুরুষ বঙ্গবন্ধুর রক্ত বইছে এবং বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ নেতৃত্বের অনেক গুণাবলীই বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দেখা যায়। বাংলাদেশকে সোনার বাংলা হিসাবে গড়ে তোলার জন্য এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিবানিশি আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, মৎস্য চাষ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন একদিন বাস্তবায়ন হবেই। বাঙালি মৎস্য চাষিদেরও কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না। মৎস্য চাষিরা অত্যন্ত আশাবাদী।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

এম. জে. সোহেল
রোল নং- বি-২০২

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।
কে আছ জাগিয়া পুরবে চাহিয়া,
বলো 'উঠ উঠ' সঘনে গভীর নিদ্রাগমনে ॥
হেরো তিমিররজনী যায় ওই, হাসে উষা নব জ্যোতির্ময়ী-
নব আনন্দে, নব জীবনে.........

ফেলো জীর্ণ চীর, পরো নব সাজ, আরম্ভ করো জীবনের কাজ-
সরল সবল আনন্দমনে, অমল অটল জীবনে ॥
– (আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে, কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

প্রত্যেক জাতির চরম এবং পরম পাওয়া হলো স্বাধীনতা। এই পাওয়া পূর্ণতা পায় জাতি গঠনে তার সফলতা, আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার সমৃদ্ধির মাধ্যমে। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার ছন্দের মতোই আজ বাঙ্গালী জাতি আনন্দধ্বনিতে মেতেছে, আজ আমরা সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় আমাদের পদচিহ্ন এঁকেছি, আজ লাল-সবুজের বাংলাদেশ বিশ্বমঞ্চে তার সফলতার আভা ছড়াচ্ছে। ১৯৭১ সালে জন্ম নেওয়া সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশকে পশ্চিমা বিশ্বের অনেকেই 'A Basket Case' বলে অভিহিত করেছিলেন (এম এম আকাশ, ইত্তেফাক, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২১)। তারা ভাবতেন যে, বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে এমন কতকগুলো বাধা রয়েছে, যা ডিঙিয়ে উন্নয়নের নতুন কাব্য লেখা অসম্ভব একটি ব্যাপার। স্বাধীনতার পঞ্চাশতম বছরে এসে আমরা অতীতের সব প্রহসনের ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করেছি। বিশ্বের যে ১১টি দেশকে ভবিষ্যত উন্নয়নের জন্য 'উদীয়মান এগারো' (Emerging Eleven) বলে অভিহিত করা হয়, তাদের মধ্যে আমরা অন্যতম (দ্য ডেইলি স্টার, নভেম্বর ২৪, ২০২১)। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এসে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। যা জাতির জন্য এক মহান গৌরবের বিষয়। ইতোমধ্যেই আমরা

অর্থনৈতিকভাবে নিম্ন-আয়ের দেশ থেকে মধ্যম-আয়ের দেশে উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছি। ১৯৭৫ সাল থেকে বয়ে বেড়ানো 'স্বল্পোন্নত' দেশের তকমা ঝেড়ে ফেলাও এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

"এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে, যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না, যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি আমার যুবক শ্রেণি কাজ না পায়।"

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ধ্বংসস্তুপের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে সদ্য স্বাধীন দেশের বিজয়ী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভাবেই তার দ্বিতীয় স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে। তার সেই সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। জাতির পিতার স্বপ্ন, আদর্শ পুঁজি করেই তার উত্তরসূরির নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছেন সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লড়াই। ফিনিক্স পাখির মতো ধ্বংসস্তূপ জেগে ওঠেছে বাংলাদেশ।

১৯৭০ থেকে ২০২১, বাংলাদেশের এ ৫০ বছরকে নানা সূচকে বিশ্লেষণ করলে আমাদের অর্জন অসামান্য। বঙ্গবন্ধু সামাজিক-অর্থনীতি, কূটনৈতিক-কৌশলগত এবং পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তির যে বীজ রোপণ করে গিয়েছিলেন বাংলাদেশ এখন তার সাফল্য ভোগ করছে (একে আব্দুল মোমেন, বণিকবার্তা, আগস্ট ৩০, ২০২১)।তার দেখানো পথে চলেই আমরা এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ, উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করছি।আর সেখানে সবচেয়ে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করছেন তার যোগ্য কন্যা, রক্তের উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। 'তলাবিহীন ঝুড়ি'র তকমাকে মিথ্যা প্রমাণ করে বাংলাদেশ এখন 'উন্নয়নের রোল মডেল' ও 'পরবর্তী এগারো' এর বিশষণে বিশেষায়িত হয়েছে। ১৯৭০ সালে স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে বাংলাদেশের জিডিপি ছিল শুধু ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৯ সালে তা দাঁড়ায় ২৭৫ বিলিয়ন ডলার। ৪৯ বছরে যা বৃদ্ধি প্রায় ৩০ গুণ (Atiur Rahman, The Business Standard, January 21, 2020)। ১৯৭০-এ মাথাপিছু গড় আয় ছিল ১৪০ ডলার, ২০২০-এ তা ২০৬৪-এ উন্নীত হয়। এই সময়ে মাথাপিছু আয় বেড়েছে ১৪ দশমিক ৭৫ গুণ। ১৯৭২-১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের আকার ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা, ২০২০-২০২১ সালের বাজেট ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকা যা বেড়েছে প্রায় ৭২২ গুণ। ১৯৭২-১৯৭৩ সালে উন্নয়ন বাজেটের আকার ছিল ৫০১ কোটি টাকা, যা বেড়ে ২০১৮-২০১৯ সালে হয়েছে ১ লাখ ৭৩ হাজার কোটি, যা ৩৪৫ গুণ বেশি। এসব কিছুর প্রতিফলন দেখা যায় বিদ্যুতায়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন, শিল্পায়ন, গৃহায়ণ, নগরায়ণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, দারিদ্র্য বিমোচন প্রভৃতি ক্ষেত্রে (Fahmida Khatun, The Daily Star, March 15, 2021)। সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও আমাদের ৫০ বছরের অগ্রগতি স্বস্তিদায়ক। যেমন সার্বিক সাধারণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য তথা শিশুমৃত্যু, মাতৃমৃত্যু, গড় আয়ু, ইপিআই, নারীর ক্ষমতায়ন, জন্ম ও মৃত্যুহার হ্রাস ইত্যাদিতে অগ্রগতির উল্লেখ করা যেতে পারে (বাংলাদেশের অর্জন,বাংলাদেশ জাতীয় তথ্যবাতায়ন)। বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি ৮০ গুণ বেড়ে

দাঁড়িয়েছে ৩১ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলারে। একই সঙ্গে বেড়েছে রপ্তানি পণ্যের সংখ্যাও। তৈরি পোশাকে বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক, রেমিট্যান্স প্রবাহে সপ্তম দেশ হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ (অগ্রযাত্রার দশ বছরঃ২০০৯-২০১৮,অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অক্টোবর ২০১৮)। ব্রিটেনের অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর ইকোনমিক্স এন্ড বিজনেস রিসার্চ তাদের সর্বশেষ এক রিপোর্টে ধারণা দিয়ে বলেছে বাংলাদেশ এখন যে ধরণের অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা অব্যাহত থাকলে ২০৩৫ সাল নাগাদ দেশটি হবে বিশ্বের ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতি (বিবিসি বাংলা, ২৬ মার্চ ২০২১)।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ৮৮ ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক হলিস বি. শেনারি ১৯৭৩ সালে বলেছিলেন, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ৯০০ ডলারে পৌঁছাতে সময় লাগবে ১২৫ বছর। কিন্তু স্বাধীনতার ৪০ বছরে ২০১১ সালে এদেশের মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় ৯২৮ ডলারে। ১৯৭৬ সালে অর্থনীতিবিদ জাস্ট ফালান্ড এবং জন রিচার্ড পারকিনসন বাংলাদেশ : দ্য টেস্ট কেস ফর ডেভেলপমেন্ট গ্রন্থে লিখেছিলেন, উন্নয়ন প্রত্যয়টি যদি বাংলাদেশে সফল হয়, তাহলে পৃথিবীর সব জায়গায় সফল হবে। উন্নয়নের ‘টেস্ট কেস’ নামে আলোচনায় আসা দেশটি সব বাধা পেরিয়ে এখন উন্নয়নের বিস্ময়কর রোলমডেল হিসেবে বিশ্ব দরবারে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর অন্যতম দ্রুততম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দেশ। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনন্য সব অর্জন নিয়ে ২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছর উদ্যাপন করেছে প্রিয় বাংলাদেশ (মো. মোরশেদুল আলম, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দাপ্তরিক ওয়েবসাইট)। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের নাম আজ বারংবার উচ্চারিত হচ্ছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে আমাদের সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। বৈশ্বিক পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং জলবায়ু অভিযোজনে বাংলাদেশ এখন অন্যান্য রাষ্ট্রের জন্য “রোল মডেল” হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে (প্রতীক মাহমুদ, যুগান্তর,আগস্ট ১৫,২০২১)। বিশ্ব মানবতার প্রতি বাংলাদেশের সহানুভূতিবোধ এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের অনুসৃত আইন ও নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে (Rabindranath Trivedi, “International Relations of Bangladesh and Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman: Documents, Messages and Speeches,” Volume 2, 1999)। অধিকন্তু, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে পরিচিতি দিয়েছে।

আজ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে এসে অতীতের সব প্রহসনের/পরিহাসের ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে নবউদ্দমে এগিয়ে যাচ্ছে প্রিয় বাংলাদেশ। ইতোমধ্যেই আমরা অর্থনৈতিকভাবে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছি। ১৯৭৫ সাল থেকে বয়ে বেড়ানো ‘স্বল্পোন্নত’ দেশের তকমা ঝেড়ে ফেলাও এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। একদা বৈদেশিক অনুদান ও লোন ছাড়া মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন অকল্পনীয় ছিল। এখন আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা বহুমুখী সেতুর

মতো বড় বড় প্রকল্প আমরা বাস্তবায়ন করতে পেরেছি।মাথাপিছু আয় সম্মানজনক ২ হাজার মার্কিন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছে; দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে; দেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে; মানুষের গড় আয়ু ৭৩ বছরে উন্নীত হয়েছে (Atiur Rahman, The Business Standard, January 21, 2020)। আর্থ-সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেছে। এসবই সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে।'যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের এই উত্তরণ - যেখানে রয়েছে এক বন্ধুর পথ পাড়ি দেওয়ার ইতিহাস এটি সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাহসী এবং অগ্রগতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে এসেছে।বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে (বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন)। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জন বাংলাদেশের জন্য এখন সময়ের ব্যাপার।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও অগ্রগতির সুবর্ণরেখা

বারাসাত নাজিয়া
রোল নং- বি-২১৮

শোষণ-বঞ্চনার পথ পেরিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত যে দেশ ‘তলাবিহীন ঝুড়ি’র তকমা নিয়ে শুরু করেছিল যাত্রা; সেই বাংলাদেশ উন্নতির গতিতে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে পূর্ণ করল ৫০ বছর। ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর নয়মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের কাছ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ৫০ বছরপূর্তি পালনের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত একটি বার্ষিক পরিকল্পনা - স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী।

সরকার ২৬ মার্চ ২০২১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের ঘোষণা দিয়েছে। এরই সঙ্গে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ‘মুজিব বর্ষ’ পালিত হবে। *“উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ প্রাপ্তি মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর সন্ধিক্ষণে জাতির জন্য এক অনন্য উপহার। টেকসই উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি উন্নত- সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, ইনশাআল্লাহ।”*

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে কিসিঞ্জার যে দেশটিকে আখ্যায়িত করেছিলেন ‘বটমলেস বাস্কেট’ বা 'তলাবিহীন ঝুড়ি' হিসাবে, সেই দেশটি চলতি ২০২১ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হতে সব ধারা অতিক্রম করবে। উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি আসবে ২০২৬ সালে। ২০৩৫ সালে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৫তম অর্থনীতির দেশ। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান হবে ভারতের পর দ্বিতীয়। এটা আমাদের জন্য বড় অর্জন। সুবর্ণজয়ন্তীতে (২০২১) বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান ৪১তম, পাকিস্তান ৪৮, আর ভারতের ৬। উচ্চ প্রবৃদ্ধি, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে ওঠা, দারিদ্র্যের হার কমিয়ে আনা, নারীর ক্ষমতায়নসহ নানা সূচকে অগ্রগতির পর বাংলাদেশের লক্ষ্য এখন উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশের কাতারে পৌঁছানো।

পাঁচ দশকে বাংলাদেশের রয়েছে অভাবনীয় সাফল্যঃ

- ১৯৭৪ সালে দেশটির রিজার্ভের পরিমাণ যেখানে ছিল মাত্র ৪২.৫ মিলিয়ন ডলার (CEYTC Data.com), সেখানে ফেব্রুয়ারি (২০২১) মাসে এসে রিজার্ভের পরিমাণ ৪৪ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছে। অথচ পাকিস্তানের রিজার্ভের পরিমাণ ২০.৫১২ বিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ বাংলাদেশের অর্ধেকেরও কম। যদিও ভারতের রিজার্ভের পরিমাণ অনেক বেশি, ৫৮১ বিলিয়ন ডলার।
- ১৯৭২-৭৩ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ১২৯ ডলার, ২০১৯-২০ সালে তা বেড়েছে ২০৭৯ ডলারে।
- জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার যেখানে ছিল শতকরা ২.৭৫ ভাগ (১৯৭২-৭৩), সেখানে ২০১৮-১৯ সময়সীমায় উন্নীত হয়েছিল শতকরা ৮.১৫ ভাগে। এডিবির মতে, জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২০২০ সালে প্রাক্কলন করা হয়েছিল শতকরা ৫.২ ভাগ, আর ২০২১ সালে শতকরা ৬.৮ ভাগ।
- স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে মূল্যস্ফীতি ছিল শতকরা ৪.৭ ভাগ, ৫০ বছরের ব্যবধানে মূল্যস্ফীতি শতকরা ৫.৫ ভাগ।
- ডলারপ্রতি বিনিময় মূল্য ছিল ৭.৩০ টাকা, ৫০ বছরের ব্যবধানে প্রায় ৮৬ টাকা ডলার প্রতি মূল্য
- রপ্তানি আয় ছিল ৩৩ কোটি টাকা, ৫০ বছরের ব্যবধানে রপ্তানি আয় বেড়েছে ৩৬০০ কোটি ডলারে
- আমদানিব্যয় ছিল ২৮.৭৩ টাকা, ৫০ বছরের ব্যবধানে আমদানিব্যয়ও বেড়েছে ৫৪০০ কোটি ডলারে।
- রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ০.৮৩ কোটি ডলার, ৫০ বছরের ব্যবধানে রেমিট্যান্সের পরিমাণও বেড়েছে ৪৫০০ কোটি ডলারে।

১৯৭৩-১৯৭৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের রফতানি আয় ছিলো মাত্র ২৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সেসময় জিডিপি'র আকার ছিলো ৭ হাজার ৫৭৫ কোটি টাকা। মাথাপিছু আয় মাত্র ১২৯ ডলার। দারিদ্রের হার ৭০ শতাংশ। রফতানি আয় বহুগুণে বেড়ে মিলিয়ন ডলার থেকে এসেছে বিলিয়ন ডলারের ঘরে। ২০২০ সালের হিসেবে যা ৩৯.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। জিডিপি আকার ১৯৭৩-১৯৭৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে এসে বেড়েছে ৩৬৯ গুণ। পরিমাণে যা প্রায় ২৭ লাখ ৯৬ হাজার কোটি টাকা। মাথাপিছু আয় বেড়েছে ১৬ গুণ অর্থাৎ ২০৬৪ ডলার। দারিদ্রের হার কমে হয়েছে ২০.৫ শতাংশ।

পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বদলে এখন স্থান করে নিয়েছে তৈরি পোশাক ও জনশক্তি। খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ সাড়ে চার কোটি টন।

মানবসম্পদ সূচকে অগ্রগতিঃ

- বাংলাদেশের স্কোর ৭৩.২ শতাংশ।
- বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ছিলো ১৫৩ জন। যেটি ২০১৮ সালে এসে প্রতি হাজারে মাত্র ২২ জনে নেমে আসে।
- ১৯৯১ সালে মাতৃ মৃত্যুর হার ছিলে ৪.৭৮ শতাংশ। সেটি এখন ১.৬৯ শতাংশে নেমে এসেছে।
- প্রাথমিক শিক্ষায় নিট ভর্তির সংখ্যা এখন শতকরা ৯৭.৯ ভাগ।
- এইচডিআই সুচকে ২০০০ সালে বাংলাদেশের অবস্থান যেখানে ছিল শূন্য দশমিক ৪৫, ২০১৯ সালে অবস্থান ছিল ০.৬৩-এ।
- ৭০ বছরের ওপরের বয়স্ক নাগরিকদের সাক্ষরতার হার এখন শত ভাগ।
- গড় আয়ুষ্কাল ২০১৯ সালে তা বেড়েছে শতকরা ৭২.৪ ভাগে।

এশীয়-প্যাসিফিক অঞ্চল ক্রমান্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এ ক্ষেত্রে আগামী দিনে বাংলাদেশের গুরুত্ব বাড়বে। গোল্ডম্যান স্যাক্স পরবর্তী যে উঠতি ১১টি শক্তিশালী অর্থনীতির কথা বলেছেন (এন-১১), বাংলাদেশ রয়েছে তার শীর্ষে।

নিকোলাস ক্রিস্টফ তার প্রবন্ধ “Look to Bangladesh” এ লিখেছেন *“What was Bangladesh's secret? It was education and girls – শিক্ষা বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের শিক্ষার ওপর গুরুত দিয়েছে বাংলাদেশ। আর এভাবেই অনেক দেশকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ”*

The World Bank calls Bangladesh an inspiring story of reducing poverty – with 25 million Bangladeshi lifted from poverty over 15 years. The share of children stunted by malnutrition has fallen by about half in Bangladesh since 1991 and is now lower than in India.

বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। ভারসাম্যমূলক কূটনীতি অনুসরণ বাংলাদেশের কুটনীতির একটি অন্যতম দিক। বাংলাদেশের স্ট্র্যাটেজিক অবস্থান ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাংকের গবেষণায় বলা হচ্ছে, বাংলাদেশ ভৌগোলিক কারণে কৌশলগতভাবে ভারত, নেপাল, ভুটান ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর গেটওয়ে। বিশ্ব শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ তার সক্ষমতা প্রমাণ করেছে। সমুদ্রসীমানা বিরোধ ছিল মায়ানমার ও ভারতের সাথে, তা বাংলাদেশ যথাক্রমে ২০১২ ও ২০১৪ সালে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করেছে। ভারতের সঙ্গে সীমান্ত

বিরোধের সমাধান হয়েছে। বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানিবন্টন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ছিটমহল সমস্যার সমাধান করেছে।

আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা উন্নীত করেছে। সিয়েরা লিওনকে সামনে রেখে আফ্রিকায় বাংলাদেশি পণ্যের একটা বাজার গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্কের উদ্যোক্তা। এছাড়াও বিমসটেক (১৯৯৭ সালে গঠিত) Developing 8, APTA - Asia Pacific Trade Agreement, এর উদ্যোক্তা। বাংলাদেশ ASEAN Regional Forum (ARF)-এ যোগদান করেছে। ইসলামি বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির একটি অন্যতম দিক। ২০১৫ সালের ১৫ ডিসেম্বরে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন Islamic Military Counter Terrorism Coalition (IMCTC)- এ যোগ দিতে। বাংলাদেশ আঞ্চলিক সহযোগিতাকে গুরুত্ব দেয়।

২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে "রূপকল্প ২০২১" ঘোষণা করে, যেখানে ২০২১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নশীল, ডিজিটাল ও আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রত্যয় দেয়া হয়।

সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচ শীর্ষ নেতা - ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম সলিহ, নেপালের প্রেসিডেন্ট বিদ্যা দেবী ভান্ডারী, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং ও শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে। বাংলাদেশ সুবর্ণজয়ন্তী পালন করে এখন হীরকজয়ন্তী (৬০ বছর) পালনে একধাপ এগিয়ে গেল। সামনে রয়েছে প্লাটিনামজয়ন্তী ৭৫), তারপর শতবর্ষজয়ন্তী। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে একটা “সফট পাওয়া” হিসেবে বিশেষ পরিচিত করতে প্রস্তুতিটা নিতে হবে এখন থেকেই।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন,

“আসুন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এ মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা শপথ নিই- মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে ধারণ করে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতামুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলব।”

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

ইসরাত জাহান
রোল নং- বি-২২৯

বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে যাওয়া মানুষটির নাম শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর থেকে বাংলাদেশে ঐতিহাসিক যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রয়েছে, প্রতিটি ঘটনার মূখ্য চরিত্র বঙ্গবন্ধু। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নেয়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার আয়ুষ্কালের ৫৫ বছরের প্রতিটি মুহূর্তে ব্যয় করেছেন বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামে। জনগণের জন্য, দেশের জন্য তিনি তার ৫৫ বছরের জীবনে ৪,৬৮২ দিন কারাগারে ছিলেন, যা তার মোট জীবনকালের প্রায় এক-চতুর্থাংশ।

আমাদের জাতির পিতার অন্যতম স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা বিনির্মাণ। কিন্তু স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণযাত্রা ছিল নানাভাবে কণ্টকাকীর্ণ ও বিপৎসংকুল। একদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ, অসংগঠিত প্রশাসন এবং ভৌত-অবকাঠামো, রাস্তাঘাট-ব্রিজ-যানবাহন, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, প্রায় সবকিছুই ছিল বিনষ্ট আর বিধ্বস্ত। অন্যদিকে বিশ্বমন্দা ও নানা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে সামাজিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে তার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে দেয়নি ঘাতকেরা। ওরা ভেবেছিল মুজিবকে হত্যা করলেই হয়ে যাবে সব শেষ কিন্তু ওরা বুঝতে পারেনি মুজিব মানেই বাংলাদেশ। একজন ব্যক্তি মুজিবকে হত্যা করা যায়, কিন্তু তার আদর্শ এবং স্বপ্নকে হত্যা করা যায় না।

জাতির পিতার অসমাপ্ত স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করে চলেছেন তারই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা। স্বাধীনতার পরাজিত শক্তিরা বলেছিল, আগামী ১০০ বছরের মধ্যেও বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১ হাজার ডলার ছাড়াবে না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মাত্র ৫০ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ২০৬৪ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। অথচ ১৯৭০-এ মাথাপিছু গড় আয় ছিল ১৪০ ডলার।

হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে "তলাবিহীন ঝুড়ি" আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু অতি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ৫০ বছরে বাংলাদেশ নামক ঝুড়িটি আর তলাবিহীন নয়; ঝুড়ি এখন সাফল্যে পরিপূর্ণ। বর্তমানে বাংলাদেশের রিজার্ভ ৪৪ বিলিয়ন ডলার।

মহামারি করোনা কালেও বিশ্বের সব দেশে যখন প্রবৃদ্ধির হার কমে যাচ্ছে, তখন বাংলাদেশে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার নির্ধারণ করা হয়েছে ৮.২ শতাংশ এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বলছে, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ অর্জিত হতে পারে। করোনাকালীন কঠিন সময়েও বাংলাদেশে গত ফেব্রুয়ারি, ২০২১-এ ১৭৮ কোটি ডলার রেমিটেন্স এসেছে; যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ঘটনা। প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণেই দক্ষতার সাথে মহামারি করোনা মোকাবেলা করা সম্ভব হচ্ছে এবং বিশ্বের বহু বড় বড় দেশকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ প্রথম সারির দেশ হিসেবে কোভিড-১৯ এর টিকাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে এবং প্রয়োগ শুরু হয়েছে।

উন্নয়নের মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিশ্ব ব্যাংকের চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে স্বপ্নের পদ্মাসেতুর নির্মাণ কাজ এগিয়ে যাচ্ছে, যা এখন বাস্তবায়নের দোরগোড়ায়। এই প্রকল্পের কাজ শুরু করতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং রাজনৈতিক ও কুটনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে বাংলাদেশকে । এই সেতু নির্মাণে মোট ব্যয় হবে ৩০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। পদ্মাসেতুকে কেন্দ্র করে ঢাকা-মাওয়া- ভাঙা এক্সপ্রেসওয়ে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন যুগের সূচনা করেছে এবং ওই অঞ্চলের দৃশ্যপট বদলে দিয়েছে। দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে আরেক চ্যালেঞ্জিং প্রকল্প দেশের সর্ববৃহৎ এবং প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ কাজ। যা নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ হাসিনা সরকার এই রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ পারমাণবিক বিশ্বে পদাপর্ণ করে এবং বিশ্ব পরমাণু ক্লাবের সদস্যপদ লাভ করেছে। রাশিয়ার প্রযুক্তি ও সহযোগিতায় এক লাখ ১৩শ' কোটি টাকা ব্যয়ে দুই ইউনিট বিশিষ্ট এই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে ২০২৩ ও ২০২৪ সালে।

১৯৭২-১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের আকার ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা অথচ জাতীয় সংসদে ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি ৮১ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১.২ বিলিয়ন ডলার। একই সঙ্গে বেড়েছে রপ্তানি পণ্যের সংখ্যাও। স্বাধীনতার পর রপ্তানি আয়ের সত্তর ভাগ ছিল পাটের দখলে। বর্তমানে মোট রপ্তানির ৮২ শতাংশই তৈরি পোশাক খাতের দখলে।

বাংলাদেশ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করেছে কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাই-১। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণেরও প্রস্তুতি চলছে। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রবেশ করেছে স্যাটেলাইট বিশ্বে। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্লোগান নিয়ে ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছিল বর্তমান সরকার। টানা তিন মেয়াদের এই সরকারের প্রথম মেয়াদেই দৃশ্যমান হয়েছে এই ডিজিটাল বাংলাদেশ। আজ গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গেছে ইন্টারনেট, কম্পিউটার, স্মার্টফোন। ইন্টারনেট জগতে বাংলাদেশ চতুর্থ জেনারেশনে (৪-জি) প্রবেশ করেছে। এ বছর বাংলাদেশে ৫-জি চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

রাজধানীতে যানজট দুর করতে নির্মাণাধীন মেট্রো রেল প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে। উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত এই মেট্রো রেল এখন দৃশ্যমান। রাজধানীর উপকণ্ঠ হেমায়েতপুর থেকে গুলশান হয়ে ভাটারা এবং বিমান বন্দর থেকে রামপুরা হয়ে কমলাপুর পযন্ত আরও দুইটি মেটো রেল প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে রাজধানীর বিভিন্ন রুটে ও স্থানে নির্মাণ হয়েছে বেশ কয়েকটি ফ্লাইওভার। নির্মাণ হচ্ছে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে। উন্নয়নের পূর্ব শর্ত বিদ্যুতের চাহিদা মোটাতে শেখ হাসিনা সরকার এই সেক্টরকে অগ্রাধিকার দিয়ে এগিয়ে নিচ্ছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে ২১ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। চাহিদার থেকে ৯ হাজার মেগাওয়াট বেশি। এরপর আরও কয়েকটি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ হচ্ছে।

মাতারবাড়ি ও ঢালঘাটা ইউনিয়নের এক হাজার ৪১৪ একর জমিতে আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তিতে মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পটি নির্মাণ করা হচ্ছে। নির্মাণাধীন রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ২০২১ সালের শেষ দিকে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ আসতে শুরু করবে। নির্মাণাধীন পায়রা বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর চাপ কমাতে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়ায় রাবনাবাদ চ্যানেলে পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ হচ্ছে। আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে ১৬ মিটার গভীরতায় চ্যানেল ড্রেজিং সম্পন্ন করে বন্দর গড়ে তোলা হবে। সমুদ্রপথে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও এগিয়ে নিতে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে শুরু করা হয়েছে সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের কাজ। উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি দেশ আধুনিক অবকাঠামোয় সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। এছাড়া, মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত স্বাধীনতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে এবং এই বিচার কাজ অব্যাহত আছে।

দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করা বাংলাদেশে "মুজিব চিরন্তন" শিরোনামে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হচ্ছে। বিশ্বের নেতৃবৃন্দ উন্নয়নের অগ্রযাত্রার

বাংলাদেশকে স্বচক্ষে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করছেন যা বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে মহিমান্বিত করছে। একাত্তরে স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গড়ে তুলতে চলেছি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, আধুনিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ; বিস্ময়ের বাংলাদেশ। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ভিশন ২০২১ দিয়েছেন এবং বাস্তবায়ন করেছেন যার মধ্য দিয়ে আমরা উন্নয়নশীল দেশ উন্নীত হয়েছি এবং ভিশন ২০৪১ এর মাধ্যমে আমরা আধুনিক এবং উন্নত দেশে পরিণত হব, বিশ্বের বুকে মাথা উচু করে দাঁড়াবে উন্নত বাংলাদেশ তথা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা।

সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতা

সাকিব মুকতাসিদ
রোল নং- বি-২৩৯

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও, জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তির জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরো প্রায় তিন বছর। এর পেছনে অবশ্য আন্তর্জাতিক রাজনীতির কূটচাল থাকলেও, বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র হিসেবে খুব শীঘ্রই সমৃদ্ধির পথে ধাবমান হবে এমন ধারণা পোষণকারীও খুব বেশি ছিলেন না। তাদের সন্দেহও যে খুব বেশি অমূলক ছিল, তাও কিন্তু নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ, মাত্রাতিরিক্ত ঘনবসতি আর সদ্য শেষ হওয়া যুদ্ধে বিধ্বস্ত একটি দেশ নিয়ে আর যাই হোক অর্থনৈতিক ভাবে খুব বেশি আশাবাদী হওয়া যায় না। তবে একটি জাতির শক্তি আর সম্ভাবনা শুধু এই অল্প কিছু অপেক্ষক দিয়ে নির্ণয় করাটা সন্দেহাতীতভাবেই ভুল ছিল। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে যখন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উত্তরণের সুপারিশ অনুমোদনের মাধ্যমে যেন সেই ভুল সংশোধন হল কিছুটা।

শুরুতে শোচনীয় আর্থিক পরিস্থিতি কিংবা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় আমাদের অগ্রযাত্রা বিলম্বিত হয়েছিল বটে, তবে নব্বইয়ের গণতান্ত্রিক যাত্রার সাথে সাথে অর্থনৈতিক মুক্তির দিকে বাংলাদেশ এগিয়েছে দাপটের সাথে। বিশাল জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যসীমার উপরে তুলে আনার ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যকে দেখা আজ রোল মডেল হিসেবে দেখা হচ্ছে। স্বাধীনতার অব্যবহতি সময়ে যে দারিদ্র্যের হার ছিল ৮০ শতাংশের উপরে তা আজ দাড়িয়েছে ২০ শতাংশের কাছাকছি। এই সাফল্য অর্জন যে পৃথিবীতে বিরল তা কিন্তু নয়, তবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অবিচল থেকে এই অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল কর্মযজ্ঞ সাধন নিশ্চয়ই বিরল।

আশির দশক থেকে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে আমাদের অংশগ্রহণের সূচনা। সে সময় পোশাক শিল্পের মাধ্যমে বৈশ্বিক রপ্তানি বাজারে বাংলাদেশ অংশ নিতে শুরু করে। আজ সেই তৈরী পোশাক রপ্তানীতে বাংলাদেশের অবস্থান সারা বিশ্বে দ্বিতীয়। প্রায় ৪০ লক্ষ নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশ আর্থ সামজিক উন্নয়নেরও পথ বাতলে দিচ্ছে অন্যদের। আজ বাজার কেন্দ্রিক অর্থনীতির মাধ্যমে জিডিপি বেড়ে চলছে প্রতি বছর। এমনকি কোভিডের মধ্যেও এই অগ্রযাত্রায় যতি পড়েনি। পাকিস্তানকে অনেক আগেই ছাড়িয়ে যাওয়ার গল্প তো সবার জানা, সম্প্রতি ভারতকেও মাথা পিছু আয়ে ছাড়িয়ে যাওয়া আরো সমৃদ্ধ ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত করে। তবে কেবল সংখ্যাই নয়, মানুষের জীবনমানের যথার্থ উন্নয়ন অর্থাৎ সামজিক খাতগুলোতে বাংলাদেশ দেখিয়েছে

অভূতপূর্ব সাফল্য। সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন উদাহরণ দেওয়ার মতো একটি দেশ। অমর্ত্য সেন কিংবা কৌশিক বসুর মত নামকরা ভারতীয় অর্থনীতিবিদরা ভারতের চেয়ে সামাজিক খাতগুলোতে বাংলাদেশের এগিয়ে থাকার কথা স্বীকার করে চলছেন প্রতিনিয়ত। নোবেলজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত অ্যান আনসারটেইন গ্লোরি: ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইটস কনট্রাডিকশনস বইয়ে বাংলাদেশ নিয়ে আলাদা একটি অধ্যায়ে মেয়েদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে উচ্চ হারে অংশগ্রহণ, জনসংখ্যা, গড় আয়ু, শিশুমৃত্যুর হার, মেয়েদের স্কুলে পড়ার হার, সক্ষম দম্পতিদের জন্মনিয়ন্ত্রণব্যবস্থা গ্রহণের হার ইত্যাদি সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ সমপর্যায়ের উন্নয়নশীল অন্যান্য দেশের চেয়ে বাংলাদেশের ভালো করার কথা উল্লেখ করেছেন বারংবার। মেয়েদের প্রতি বৈষম্যমূলক পুরুষতান্ত্রিকতাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে এদেশের নারীরা সমানতালে অবদান রাখছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর ব্যাপক সাফল্য আর শিক্ষার সাথে সাথে সচেতনতা বৃদ্ধির কারণেই এমনটি সম্ভব হচ্ছে। এতে সরকার নিবিড় নীতি সহায়তা যেমন আছে তেমনি বিভিন্ন এনজিওর প্রত্যক্ষ অবদানের কথাও অনস্বীকার্য।

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন বাংলাদেশের আরেকটি বড় সাফল্য। বস্তুত স্বাধীনতার আগে থেকেই বাংলাদেশ ছিল একটি খাদ্য ঘাটতির দেশ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভয়াবহভাবে বিঘ্নিত হয় কৃষির উৎপাদন। ফলে ১৯৭১-৭২ সালে দেশে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৩০ লাখ টন। এটি ছিল মোট উৎপাদনের প্রায় ত্রিশ শতাংশ। এ ঘাটতি মেটাতে হয়েছে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানির মাধ্যমে। সেই অবস্থার উত্তরণের জন্য বাংলাদেশের সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে কৃষি বিপ্লব বিকাশের কথা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়। বিপ্লব আসলেই হয়েছে। ১৯৭০-৭১ সালে দেশে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল এক কোটি ১০ লাখ টন। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে চার কোটি ৫৩ লাখ টনে। বর্তমানে চাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবন ও উন্নয়নে বাংলাদেশের স্থান হলো সবার ওপরে। তা ছাড়া পাট উৎপাদনে বাংলাদেশের স্থান দ্বিতীয়, সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, চাষকৃত মৎস্য উৎপাদনে দ্বিতীয়, আম উৎপাদনে সপ্তম ও আলু উৎপাদনে অষ্টম বলে বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে চালের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় চার গুণ, গম দুই গুণ, ভুট্টা ১০ গুণ ও সবজির উৎপাদন বেড়েছে পাঁচ গুণ। খাদ্যশস্য, মাছ, ডিম ও মাংস উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন স্বয়ম্ভর। আলু উৎপাদনে উদ্বৃত্ত। প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে আলু রপ্তানি হচ্ছে বিদেশে। মাছ রপ্তানিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিরকালের দুর্ভিক্ষ, মঙ্গা আর ক্ষুধার দেশে এখন ঈর্ষণীয় উন্নতি হয়েছে খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে। জমির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার কারণে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে নিয়েই তো দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব- আমাদের নীতি নির্ধারকরা এই মন্ত্র থেকে বিস্মৃত হননি। সময়ে সময়ে হতদরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি বিস্তৃত করতে বয়স্ক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃকালীন ভাতাসহ ভাতার হার ও আওতা ব্যাপকভাবে

বৃদ্ধি করা হয়েছে। কেবল গত এক দশকেই এই খাতে বরাদ্দ দ্বিগুণ হয়ে বর্তমানে তা দাড়িয়েছে ২৫ হাজার ৩৭১ কোটি টাকায়। মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৪.৫% আজ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতাভুক্ত হয়েছে।

সামনের দিনের চ্যালেঞ্জও বাংলাদেশের কম নয়। অর্থনৈতিক আর সামাজিক খাতের এই অর্জনসমূহ ধরে রাখতে এবং সত্যিকারের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের মর্যাদায় মাথা তুলে দাড়াতে হলে বাংলাদেশের প্রয়োজন প্রচুর বৈদেশিক বিনিয়োগ। এই লক্ষ্যে অবকাঠামো খাতে সরকারের ব্যাপক বিনিয়োগ করছে। নিজেদের অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণ নতুন এক বাংলাদেশকে পরিচয় করিয়ে দেয়। নির্মীয়মান মেট্রো রেল, কর্নফুলী টানেল কিংবা গভীর সমুদ্র বন্দর এর নির্মান কাজ শেষ হলে বাংলাদেশ হবে বিনিয়োগের সুবর্ণ ভূমি। ব্রিটেনের অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর ইকোনোমিক্স এন্ড বিজনেস রিসার্চ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০৩৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হতে চলেছে বিশ্বের ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতি। ইতোমধ্যে ৪০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার। এই অগ্রযাত্রা বহাল থাকলে সেন্টার ফর ইকোনোমিক্স এন্ড বিজনেস রিসার্চ এর অনুমান মিথ্যে হওয়ার নয়।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

এ.এন.এম নিয়ামত উল্লাহ
রোল নং- সি-৩০১

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল একটি ভূ-খন্ডের, যার নাম বাংলাদেশ। সবুজের জমিনে রক্তিম সূর্যখচিত মানচিত্রের এ দেশটির ৪৯ বছর পূর্তি উদযাপন করছি আমরা। ৫০ বছরে পা রেখেছে প্রিয় বাংলাদেশ। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করছে বাঙালি জাতি।

বিজয় অর্জনের পর ৪৯ বছরের পথচলায় দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। একাত্তরে স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা একটি স্বতন্ত্র দেশ পেয়েছি, আর তারই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গড়ে তুলতে চলেছি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার পর 'তলাবিহীন ঝুড়ি'র দেশ আখ্যা দিয়ে যারা অপমান-অপদস্থ করেছিল, সেই তাদের কণ্ঠেই এখন বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রশংসা। দারিদ্র্য আর দুর্যোগের বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উত্তরণের পথে। অনেকের জন্য রোলমডেল।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক প্রতিটি সূচকে এগিয়েছে বাংলাদেশ। বিজয়ের এই ক্ষণে সমৃদ্ধির এ ধারা ধরে রাখতে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় সহযোগী ছাড়া বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের জয় হয়েছিল। বহু ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত বিজয়ের পর সেদিন মানুষ হাঁফ ছেড়ে নিঃশ্বাস নিয়েছিল। যুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জন-স্বজনদের জন্য কেঁদেছিল চিৎকার করে। কারণ যুদ্ধের ৯ মাস তো তাদের কান্না করারও অধিকার ছিল না। এই জয়ের পেছনে রয়েছে বাঙালির বহু ত্যাগ ও নির্যাতনের ইতিহাস। তবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সেই স্বজন হারানো, সম্ভ্রম হারানোর শোক ও লজ্জাকে শক্তিতে পরিণত করে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে এ দেশের মানুষ। এর মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি ছিল মানুষ্য সৃষ্ট নানা সংকট।

তবুও পিছু হটেনি। জয়ী হয়েছে শত বাধা পেরিয়ে। বাধাবিঘ্নকে পেছনে ফেলেই সৃষ্টি করেছে নতুন ইতিহাস, নতুন গল্পের, নতুন জীবনের, নতুন প্রেরণার। বিজয়ের পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরেন স্বাধীনতার মহানায়ক, বাংলার সবচেয়ে রূপবান পুরুষ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

দেশে ফিরেই সহযোদ্ধা-সহকর্মীকে নিয়ে শুরু করেন একটি বিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজ। তার সেই সময় নেওয়া উদ্যোগগুলো ছিল বেশ প্রশংসনীয় ও সময়োপযোগী। তিনি চেয়েছিলেন এদেশের মানুষ মাথা উঁচু করে বাঁচুক। গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সোনার বাংলা। এ লক্ষ্যে গ্রহণ করেন নানা অসাধ্য কর্মসূচির।

একটি রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় এমন কোনো বিষয় নেই যে, তিনি স্পর্শহীন রেখেছেন। প্রযুক্তিনির্ভর জাতির ভিত গড়তে তিনি স্বাধীনতার পর রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়ায় স্থাপন করেন ভূউপগ্রহ কেন্দ্র। জোর দেন শিক্ষার ওপর।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগকে বঙ্গবন্ধু সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ বলেছিলেন। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায় রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পদক্ষেপে।

বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে যে সাফল্য, এর পেছনেও বঙ্গবন্ধুর এসব পদক্ষেপের বড় ভূমিকা রয়েছে। এরই আলোকে তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ মানসম্মত শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করছেন।

দেশে ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মুল্যস্ফীতি ছিল ৪৭ শতাংশ, এখন তা মাত্র ৬.২ শতাংশ। এ হার আরও কমানোর জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। প্রবৃদ্ধি ও মুল্যস্ফীতি উভয় সূচকের স্থিতিশীলতার বিচারেও দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম।

এছাড়া রপ্তানি খাতে বিশাল রূপান্তর ঘটেছে। ১৯৭৪-৭৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ছিল মাত্র ৩৮৩ মিলিয়ন ডলার। মুলত পাকিস্তান আমলে গড়ে ওঠা রপ্তানি নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ায় স্বাধীনতার পরপর রপ্তানি কমে গিয়েছিল।

বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি ৮১ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১.২ বিলিয়ন ডলার। একই সঙ্গে বেড়েছে রপ্তানি পণ্যের সংখ্যাও। স্বাধীনতার পর রপ্তানি আয়ের সত্তর ভাগ ছিল পাটের দখলে। বর্তমানে মোট রপ্তানির ৮২ শতাংশই তৈরি পোশাক খাতের দখলে।

তৈরি পোশাকে বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। ৪০ লাখের বেশি শ্রমজীবী এ খাতের পেশায় নিয়োজিত রয়েছে যার আশি ভাগই নারী শ্রমিক। ব্যবসা-বাণিজ্যের এ চিত্র বাংলাদেশের অর্থনীতির সক্ষমতা নির্ণয়ে একটি অকাট্য প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে। সেদিন বেশি দুরে নয়, যেদিন বাংলাদেশে আমদানি ব্যয়ের চেয়ে রপ্তানি আয় বেশি হবে।

২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সেদিক থেকে এ বারের বিজয় দিবস ভিন্নমাত্রার ভিন্ন আঙ্গিকের।

৫৬,০০০ বর্গমাইল আয়তনবিশিষ্ট দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে যাওয়া মানুষটির নাম শেখ মুজিবুর রহমান। পারিবারিকভাবে আদর করে ডাকা হতো খোকা, আপামর জনতার দেয়া নাম "বঙ্গবন্ধু, কেউ বলে স্বাধীনতার মহানায়ক, কেউ বলে রাজনীতির কবি, বাংলাদেশের সংবিধান দিয়েছে জাতির পিতার স্বীকৃতি।

২০০৪ সালে বিবিসি বাংলার জরিপে বঙ্গবন্ধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি হিসেবে নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন,

"এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।"

জাতির পিতার অসমাপ্ত স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করে চলেছেন তারই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা। স্বাধীনতার পরাজিত শক্তিরা বলেছিল-__ আগামী ১০০ বছরের মধ্যেও বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১ হাজার ডলার ছাড়াবে না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মাত্র ৫০ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ২০৬৪ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। অথচ ১৯৭০-এ মাথাপিছু গড় আয় ছিল ১৪০ ডলার। হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু অতি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ৫০ বছরে বাংলাদেশ নামক ঝুড়িটি আর তলাবিহীন নয়; ঝুড়ি এখন সাফল্যে পরিপূর্ণ| বর্তমানে বাংলাদেশের রিজার্ভ ৪৪ বিলিয়ন ডলার।

মহামারি করোনা কালেও বিশ্বের সব দেশে যখন প্রবৃদ্ধির হার কমে যাচ্ছে, তখন বাংলাদেশে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার নির্ধারণ করা হয়েছে ৮.২ শতাংশ এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বলছে, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ অর্জিত হতে পারে। করোনা অতিমারির কঠিন সময়েও বাংলাদেশে গত ফেব্রুয়ারি, ২০২১ -এ ১৭৮ কোটি ডলার রেমিটেন্স এসেছে; যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ঘটনা। ১৯৭২-১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের আকার ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা অথচ জাতীয় সংসদে ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি ৮১ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১.২ বিলিয়ন ডলার।

একই সঙ্গে বেড়েছে রপ্তানি পণ্যের সংখ্যাও স্বাধীনতার পর রপ্তানি আয়ের সত্তর ভাগ ছিল পাটের দখলে। বর্তমানে মোট রপ্তানির ৮২ শতাংশই তৈরি পোশাক খাতের দখলে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ভিশন ২০২১ দিয়েছেন এবং বাস্তবায়ন করেছেন যার মধ্য দিয়ে আমরা উন্নয়নশীল দেশ উন্নীত হয়েছে এবং ভিশন ২০৪১ এর মাধ্যমে আমরা আধুনিক এবং উন্নত দেশে পরিণত হব। বাংলাদেশ অনেক উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে, বড় বড় ফ্লাইওভার করা হয়েছে, মেট্রোরেল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, মহাকাশে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয়েছে, সারা দেশজুড়ে রাস্তাঘাট কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে, দেশের সর্ববৃহৎ পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ নিজৰ অর্থায়নে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। কৃষি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ, নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থ-সামাজিক প্রতিটি সুচক ও জরিপে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতত্বের কারণেই দক্ষতার সাথে ম মারি করোনা মোকাবেলা করা সম্ভব হচ্ছে এবং বিশ্বের বহু বড় বড় দেশকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ প্রথম সারির দেশ হিসেবে কোভিড-১৯ এর টিকাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে এবং প্রয়োগ শুরু হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশকে শুভেচ্ছায় সিক্ত করছেন; বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রাকে অভিনন্দিত করছেন; উন্নয়নের বিস্ময়, বিস্ময়ের বাংলাদেশ স্বচক্ষে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করছেন যা বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে মহিমান্বিত করছে। একাত্তরে স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি, আর তারই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গড়ে তুলতে চলেছি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, আধুনিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ; বিস্ময়ের বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে অতিক্রান্ত মাইলফলক

খান আসিফ তপু
রোল নং- সি-৩০৭

ভূমিকা

বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি করছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কঠোর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা আমাদের অর্জিত হয়েছিল, সেই স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন জাতির জন্য সবচেয়ে, বড় মাইলফলক। দেশ ও এর জনগণ সকল বাধা অতিক্রম করে দক্ষিণ এশিয়ার একটি শক্তিতে পরিণত হয়েছে। আজ, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বলা হয়, উন্নয়নের বিস্ময়।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের যাত্রাটি সহজ ছিল না। স্বাধীনতার পর পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজটি ছিল অপ্রতিরোধ্য কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন দেশ গঠনের প্রত্যয়ে অপ্রতিরোধ্য। গুপ্তহত্যা, অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থান এবং সামরিক শাসনের মতো অস্থিরতার কারণে বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রা লাইনচ্যুত হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর সামরিক স্বৈরশাসকরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে প্রায় ১৫ বছর শাসন করলে দেশের ভাগ্যাকাশে বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটে। ২০০৯ সাল থেকে, দেশটি বিচক্ষণ সামষ্টিক-অর্থনৈতিক এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার দ্বারা পরিচালিত অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছে। পঞ্চাশ বছরের যাত্রায় বাংলাদেশ এখন অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের জন্য রোল-মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

উন্নয়নের পথে অগ্রযাত্রা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ উত্তরাধিকারসূত্রে একটি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দরিদ্র অর্থনীতির উত্তরাধিকারী হয়েছিল। একটি খালি কোষাগার নিয়ে দেশটি যাত্রা শুরু করেছিল। দুই দশকের পাকিস্তানি উপনিবেশিক শোষণের কারণে অর্থনীতি দারিদ্রের দুষ্ট চক্রে আটকে যায়। সীমিত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক অগ্রগতি করেছে। সাম্প্রতিক দশকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার একটি আকর্ষণীয় রেকর্ড ছুঁয়েছে। মাথাপিছু আয় ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য কমানোর

কর্মক্ষমতা বিশ্বের সেরা দেশ গুলির মধ্যে একটি। বাংলাদেশ তার প্রায় ১৭ কোটি জনসংখ্যার জন্য খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। দেশটি এখন এমনকি প্রতিবেশী মিয়ানমারে নিপীড়নের শিকার হয়ে পালিয়ে আসা ১০ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী জনসংখ্যার বোঝা বহন করছে যা বিশ্বের বৃহত্তম ।

জিডিপি বৃদ্ধির হার

বাংলাদেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার ১৯৭১ সালে ছিল -৫.৪৮% এবং ২০১৯ সালে ৮.১৫%। কোভিড-১৯ মহামারী বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো অর্থনীতিতে আঘাত করায় ২০২০ সালে জিডিপি ৫.২% এ দাঁড়িয়েছে।

মাথাপিছু আয়

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে, বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিপথ এবং উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক সূচকগুলিতে উন্নত করে চলেছে। স্বাধীন হওয়ার সময় বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল ১৩৪ ডলার এবং ২০২০ সালে তা ২০৬৪ ডলারে পৌছেছে।

দারিদ্র্য হ্রাস

১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে দারিদ্র্য সীমার নীচে জনসংখ্যার অংশ ৮০%-এর বেশি থেকে হ্রাস পেয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নীতি, দৃঢ় রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, দেশীয় ও বিদেশী কর্মসংস্থান সৃষ্টি, এবং বিস্তৃত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ফলে মধ্যম ও চরম দারিদ্র্য উভয়ই হ্রাস পেয়েছে। ২০১৯ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ২০%, চরম দারিদ্র্য এক অংকের কাছাকাছি, ১০%-এ। ২০৩০ সালের মধ্যে দেশটি দারিদ্রের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনবে।

রপ্তানি আয়

বাংলাদেশ তার সফল রপ্তানি উন্নয়ন মডেলের জন্য দক্ষিণ এশিয়ায় উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে। রপ্তানি আয় ১৯৮০ সাল থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রেখেছে। গত এক দশকে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রায় ৮০% বেড়েছে, যা গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশের কারণে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট রপ্তানি আয় ৪০.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক উৎপাদনকারী দেশ। অর্থনীতি বহুমুখী হচ্ছে। ফার্মাসিউটিক্যালস, ইস্পাত শিল্প, সিমেন্ট, সিরামিক এবং অন্যান্য বিভিন্ন শিল্পের বিকাশের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

২০২১ সালের শেষে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৪ বিলিয়ন ডলারের নতুন রেকর্ডে পৌঁছেছে । প্রেক্ষাপটে বলতে গেলে, ১০ মাসেরও বেশি সময় ধরে আমদানি বিল পরিশোধের জন্য এই পরিমাণ যথেষ্ট। রেমিট্যান্স প্রবাহ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের কৃষি খাত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খল সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে। ১৯৭২ সালে, বাংলাদেশ তার জনগণের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষি খাত এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে অগ্রাধিকার দেয়। ২০২১ সালে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। খাদ্যশস্য, মাছ, হাঁস-মুরগি এবং মাংস উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষি খাতে বিশাল প্রবৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে। ১৯৭২ সালে, মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ৯.৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং ২০২০ সালে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৪৫.৪ মিলিয়ন মেট্রিক টনে পৌঁছেছে। বাংলাদেশ বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ধান এবং তৃতীয় বৃহত্তম স্বাদু পানির মাছ উৎপাদনকারী দেশ।

শিল্প

১৯৭২-১৯৮০ সময়কালে, বাংলাদেশ শিল্পকে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি আমদানি-প্রতিস্থাপন শিল্পায়ন কৌশল অনুসরণ করে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, জিডিপিতে উৎপাদন খাতের অংশ ১৯৭২ সালে ৪% থেকে বেড়ে ২০১৯ সালে ১৮% হয়েছে, এবং একই সময়ের মধ্যে অ-উৎপাদন শিল্পের অংশ ২% থেকে ১১% এ বেড়েছে। ৮০ এবং ৯০ এর দশকে শিল্প খাতের সংস্কার বাংলাদেশকে উৎপাদন খাতে বর্তমান অগ্রগতি অর্জনে সহায়তা করেছিল। শিল্প বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে, বাংলাদেশ সরকার ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে।

সেবা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সেবা খাতের ভূমিকা রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে, পরিষেবা খাতের শেয়ার বেড়েছে ৫৬%। গত ৫০ বছরে, বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি খাতে কর্মসংস্থানে উল্লেখযোগ্য হ্রাস এবং শিল্প ও সেবা খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দ্রুত বৃদ্ধির সম্মুখীন হয়েছে। ১৯৮০ এবং ২০১০ এর মধ্যে, পরিষেবা খাত ৩.৬% থেকে ৬.৭% পর্যন্ত অবিচলিত প্রবৃদ্ধি রেকর্ড করেছে।

অবকাঠামো

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনী কৌশলগতভাবে বাংলাদেশের সমস্ত যোগাযোগ, সামাজিকভাবে মূল্যবান এবং শিল্প অবকাঠামো ধ্বংস করে তার অবকাঠামোকে পঙ্গু করে দেয়। পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ অবকাঠামোগত উন্নয়নে আবাসন থেকে যোগাযোগ অবকাঠামো, শিল্প অবকাঠামো থেকে জল সরবরাহ, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং বিদ্যুতে ধারাবাহিকভাবে বিনিয়োগ করেছে। পদ্মা বহুমুখী সেতু, বঙ্গবন্ধু টানেল, এবং রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো মেগা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে বিপুল ব্যয়ের ফলে বাংলাদেশের উচ্চ প্রবৃদ্ধির গতিপথ উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যুতখাতে বিপ্লব

বাংলাদেশ পঞ্চাশ বছরে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী অগ্রগতির সাক্ষী হযেছে। ১৯৯১ সালে বিদ্যুতের লভ্যতা ছিল ১৪% এবং ২০২১ সালে তা ৯৯% এ পৌছেছে।

শিক্ষা

দেশের সাক্ষরতার হার ১৯৭৪ সালে ২৬.৮% থেকে ২০১৯ সালে বেড়ে ৭৪.৭% হয়েছে।

স্বাস্থ্য

গত পাচ দশকে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে নীরব বিপ্লব ঘটেছে। বাংলাদেশ সফলভাবে শিশুমৃত্যু হার অর্ধেক করেছে এবং মাতৃমৃত্যুর হার ৭৫% কমিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আয়ু ছিল ৪৬.৬ বছর, ২০২০ সালে আয়ু ৭২.৬ বছর। বিশ্বের যেকোনো দেশের জন্য টিকাদান একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ স্বাস্থ্য খাতের সুচক এবং বাংলাদেশ একটি বিশ্বব্যাপী সাফল্যের গল্প এবং এই সূচকে শীর্ষস্থানীয়। বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ইমিউনাইজেশন সম্প্রসারিত প্রোগ্রাম (ইপিআই) শুরু করেছে, ১৯৭৯ সালে। ১৯৮৫ সালে টিকাদানের ব্যাপ্তি ছিল ২%। সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ২০০৩ সাল থেকে বাংলাদেশ ৩৮ মিলিয়ন শিশুকে টিকা দিয়েছে। বাংলাদেশ ২০০৬ সাল থেকে একটি পোলিও মুক্ত দেশ এবং নবজাতকের টিটেনাসের হুমকি দূর করেছে।

লিঙ্গ সমতা

আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণের কারণে বাংলাদেশে জেন্ডার সমতা সব ক্ষেত্রেই উন্নত হয়েছে। জেন্ডার গ্যাপ সূচকে টানা দ্বিতীয়বারের মতো দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে লিঙ্গ সমতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে বাংলাদেশ।

ডিজিটালাইজেশন

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেট সংযোগ এবং গতি, ডিজিটাইজেশন এবং মিডিয়ার মতো বেশ কয়েকটি খাতে প্রযুক্তিতে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০০৯ সাল থেকে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি ব্যাপক আইসিটি অগ্রগতিতে বৈপ্লবিক মাত্রা যোগ করেছে।

স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ

২০১৮ সালের ১২ মে, বাংলাদেশ তার প্রথম স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু-১' সফল উৎক্ষেপণের মাধ্যমে মহাকাশ যুগে প্রবেশ করে। এই প্রযুক্তিগত কৃতিত্বের সাথে বাংলাদেশ মহাকাশে নিজস্ব স্যাটেলাইট রাখায় ৫৭তম দেশ।

মাইলফলকের স্বীকৃতি

এলডিসি স্নাতক

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) মর্যাদা থেকে বের হবার জন্য জাতিসংঘের উন্নয়ন কমিটির সুপারিশ পেয়েছে বাংলাদেশ। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে দ্বিতীয়বারের মতো একটি দেশ এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ সূচক ও অর্থনৈতিক ভঙ্গরতা সূচক এ তিনটি শর্ত পূরণ করেছে। জাতিসংঘ ২০২৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশেকে স্নাতক হওয়ার জন্য সুপারিশ করবে।

এমডিজি অর্জন

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDGs) বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অন্যতম রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাথমিক শিক্ষা, মৃত্যুহার অনুপাত, টিকাদান কভারেজ এবং সংক্রামক রোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশের অর্জন উল্লেখযোগ্য ।

এসডিজির অগ্রগতি

২০৩০ সালের বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডা (এসডিজি) প্রণয়নে বাংলাদেশ সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ছিল। এসডিজি ঘোষণার পর থেকে বাংলাদেশ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় ১৭টি বৈশ্বিক লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে এসডিজিগুলিকে গ্রহণ করেছে। SDGগুলিকে জাতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে - যেমন ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (8FYP), ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১।

শেষ কথা

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে বাংলাদেশের উদযাপনের অনেক মাইলফলক রয়েছে। দেশটি এখন ২০৪১ সালের মধ্যে একটি দারিদ্র্য মুক্ত এবং উন্নত অর্থনীতির দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায়। লক্ষ্যে পৌছতে অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকলেও তা অনতিক্রম্য নয়। বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই দেখিয়েছে কীভাবে শক্তিশালী নেতৃত্ব, সঠিক নীতিনির্ধারণ এবং দৃঢ় প্রচেষ্টা দেশকে এগিয়ে নিতে পারে।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

মোঃ শামীম হোসেন
রোল নং- সি-৩২২

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল একটি ভূখন্ডের, যার নাম বাংলাদেশ। সবুজের জমিনে রক্তিম সূর্যখচিত মানচিত্রের এ দেশটি আজ স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করতে যাচ্ছে আগামী ১৬ই ডিসেম্বর। বিজয় অর্জনের পর ৫০ বছরের পথচলায় দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পর ‘তলাবিহীন ঝুড়ির’ দেশ আখ্যা দিয়ে যারা অপমান-অপদস্থ করেছিল, সেই তাদের কণ্ঠেই এখন বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রশংসা। দারিদ্র্য আর দুর্যোগের বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উত্তরণের পথে, অনেকের জন্য রোলমডেল।অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক প্রতিটি সূচকে এগিয়েছে বাংলাদেশ। বিজয়ের এই ক্ষণে সমৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত রেখে আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা লাভের মাধ্যমেই জাতির পিতার সোনার বাংলার স্বপ্নবিনির্মান ও স্বাধীনতার স্বপ্নপুরনের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের পথ উন্মুক্ত হবে। আর এ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে পাড়ি দিতে হবে দীর্ঘ দুর্গম পথ।

স্বাধীনতার স্বপ্নযাত্রা ও বজবন্ধু

জাতির পিতার অন্যতম স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা বিনির্মাণ। কিন্তু স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণযাত্রা ছিল নানাভাবে কণ্টকাকীর্ণ ও বিপৎসংকুল। একদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ, ভৌত-অবকাঠামো, রাস্তাঘাট-ব্রিজ-যানবাহন, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, প্রায় সবকিছুই বিনষ্ট বিধ্বস্ত। প্রশাসন ছিল অসংগঠিত। বৈদেশিক মুদ্রার শুন্য ভান্ডার ও ভারসাম্যহীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, নিঃস্ব ও সহায়- সম্বলহীন কোটি শরণার্থীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন চ্যালেঞ্জ, বন্যা, খাদ্যাভাব। অন্যদিকে বিশ্বমন্দা ও নানা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে সামাজিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন,

“এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা

আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।”

কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে তার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে দেয়নি ঘাতকেরা।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বাংলাদেশের অর্জন

স্বাধীনতার ৫০ বছরে এসে দারিদ্র্য আর দুর্যোগের বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উত্তরণের পথে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক প্রতিটি সূচকে এগিয়েছে বাংলাদেশ। এ প্রাপ্তি নিয়েই এবার জাতি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট- ১ উৎক্ষেপণ, দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, এমডিজি অর্জন, এসডিজি বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, কৃষি, দারিদ্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানীমূখী শিল্পায়ন, ১০০ টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, পোশাক শিল্প, ঔষধ শিল্প, রপ্তানী আয় বৃদ্ধি, পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পসমূহ দ্রুত ও দৃঢ় গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটেছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নীতি সংক্রান্ত কমিটি (সিডিপি) গত ১৫ মার্চ এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়। এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু আয়, মানব সম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সুচক এ তিনটি সূচকের যে কোন দুটি অর্জনের শর্ত থাকলেও বাংলাদেশ তিনটি সূচকের মানদন্ডেই উন্নীত হয়েছে।

শিক্ষা খাতে অর্জন

দেশের ৭৪.৭ শতাংশ লোক আজ সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন যা ৭১ সালে ছিল মাত্র ১৬.৮ ভাগ। শতভাগ ছাত্রছাত্রীর মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রম ও প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত নারীদের জন্য উপবৃত্তি শিক্ষার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবায় সাফল্য

শিশুদের টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যের জন্য এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম আদর্শ দেশ হিসেবে তার স্থান করে নিয়েছে। স্বাস্থ্যখাতকে যুগোপযোগী করতে প্রণয়ন করা হয়েছে “জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা-২০১১”। তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র মানুষদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে গড়ে তোলা হয়েছে ১২ হাজার ৭৭৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক।

নারী ও শিশু উন্নয়নে অর্জন

নারীদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১"। "জাতীয় শিশু নীতি-২০১১৮" প্রণয়নের মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হয়েছে শিশুদের সার্বিক অধিকারকে।

নারীর ক্ষমতায়নে অর্জন

নারী বঞ্চনার তিক্ত অতীত পেরিয়ে বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বে সপ্তম অবস্থনে রয়েছে। পোশাক শিল্পে বাংলাদেশে ৮০% এর উপর নারী। বাংলাদেশ সরকার নানাভাবে নারী উদ্যোক্তাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে এসেছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন

ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবতায় রূপ দিতে বাংলাদেশ সরকার নিয়েছে যুগান্তকারী সব পদক্ষেপ। দেশের ৪৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার। তৈরি করা হয়েছে বিশ্বের অন্যতম বিশাল ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল। ৪-জি প্রযুক্তির মোবাইল নেটওয়ার্কের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

কৃষিতে কৃতিত্ব এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ তা অর্জন

বাংলাদেশ বর্তমান বিশ্বে পাট ও কীঠাল উৎপাদনে দ্বিতীয়, ধান ও সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, আম ও আলু উৎপাদনে সপ্তম, পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম, অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে তৃতীয় এবং বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে।

প্রবাসী শ্রমিকদের উন্নয়নে অর্জন

২০২০-২১ অর্থবছর শেষে ২ হাজার ৪৭৭ কোটি ৭৭ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা, যা টাকার হিসাবে দুই লাখ ১০ হাজার ৬১০ কোটি টাকার বেশি।

জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশ

১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তি মিশনে যোগদানের পর এ পর্যন্ত শান্তি মিশনে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ১১৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সর্বাগ্রে। আড়াই যুগের বেশি সময় ধরে বিশ্বের ৪০টি দেশের ৫৪টি মিশনে শান্তি রক্ষায় অনন্য ভূমিকা রেখে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা দেশের গৌরব বাড়িয়েছেন।

বিদ্যুৎখাতে সাফল্য

বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৫,২৩৫ মেগাওয়াট। গ্রাহক সংখ্যা-৪ কোটি ১৪ লক্ষ, মাথাপিছু উৎপাদন ৫৬০ কিঃওঃআঃ, বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠী: ৯৯.৭৫%।

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাংলাদেশের অর্জন

হতদরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ঝেষ্টনি বিস্তৃত করতে বয়স্ক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃকালীন ভাতাসহ ভাতার হার ও আওতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৬ দশমিক ৮৩ শতাংশ।

চ্যালেঞ্জসমুহ

স্বাধীনতার অর্ধশতক পরে একদিকে যেমন মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে অন্যদিকে সমাজে শ্রেণিবৈষম্য বেড়েছে সাগর সমান দূরত্বের বহরে। দেশের আর্থিক খাতের দুটি দুষ্ট খাত হলো খেলাপি ঋণ ও অর্থ পাচার। বস্তুত, দুর্নীতি বেড়েছে বলেই অর্থ পাচারের হারও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা আজও সম্ভব হয়নি। রাজনৈতিক অপচর্চা ও ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন ভুঁইফোড় রাজনৈতিক সংগঠন দেশকে বারবার হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের জীবনমুখী মানসম্মত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে।

উপসংহার

স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন। মহান স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে সকলের অঙ্গীকার একটি দুর্নীতিমুক্ত সুন্দর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বলেছেন,

“বাংলাদেশ ২০২১ সালে স্বাধীনতা লাভের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করতে যাচ্ছে। এই মহান উৎসব উদযাপনের লক্ষ্য, আমরা বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত এবং একটি মর্যাদা সম্পন্ন জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।”

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

তানভীর হায়দার
রোল নং- সি-৩২৫

বাংলা আভিধানিক ভাষায়, "সুবর্ণজয়ন্তী" শব্দটি মুলত কোনো ঘটনার ৫০ বছরপূর্তিকে নির্দেশ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী হলো ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর, দীর্ঘ নয়মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের কাছ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ৫০ বছরপুর্তি পালনের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত একটি বার্ষিক পরিকল্পনা। সরকার ২৬ মার্চ ২০২১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের ঘোষণা দেয়।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর, উন্নত দেশগুলো বাংলাদেশকে “A Test Case for Development” বলে অভিহিত করেছিল যা ছিল বাংলাদেশকে ছুঁড়ে দেওয়া উন্নত দেশগুলার একটি চ্যালেঞ্জ! সে সময়ে উন্নত দেশগুলোর মতে, বাংলাদেশের সামনে ছোট বড় এমন অনেক বাঁধা রয়েছে যা পেরিয়ে একটি দেশের মাথা তুলে দাঁড়ানো প্রায় অসম্ভব!

প্রথমত, মাত্র স্বাধীনতা পাওয়া বাংলাদেশ নামক ৫৬ হাজার বর্গমাইল আয়তনের দেশটিতে জনবসতি ছিল প্রায় ৭ কোটি। জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়ে সে সময়ে বাংলাদেশের স্থান নবম / দশম। তাছাড়া ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত দেশটির উপর আধা ঔপনিবেশিক শোষণের স্বাস্থ্যব্যাবস্থা ছিল অবিকশিত। সে সময়ে উন্নতির সমস্তটাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকারে। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক আয়, ব্যয় করা হত পশ্চিম পাকিস্থানের উন্নয়নে। এছাড়াও প্রসাশনতন্ত্রে, সেনাবাহিনি, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনির সমস্ত উচ্চপদগুলোতে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের একক অধিকার। এই শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদের ঝর ওঠে ৫২'র ভাষা আন্দলন এর মধ্যে দিয়ে, সেই পরিক্রমায় ছয় দফা আন্দলন, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান, সবশেষে ৭১'র মুক্তিযুদ্ধ যা ছিল বাংলাদেশ নামক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ার নেপথ্যে ধাপে ধাপে পদচারণা।

১৯৭১ এর ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জিত হল ঠিকই কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ এর সারা অঙ্গে রয়ে গেল শোষণ ও নির্যাতন এর ক্ষতচিহ্ন। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিরা “পোড়া মাটির নীতি” অনুসরণ করেছিল যা তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। ২৫'শে মার্চের গনহত্যা, মুক্তিযুদ্ধে ৩০লাখ মানুষ হত্যা, ১ কোটি লোককে উদবাস্তুতে পরিণত করা, কলকারখানা ও ফসলিজমি ধ্বংস করা, রাস্তাঘাট ও সেতু ধ্বংস করে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা, ১৬'ই ডিসেম্বরের

বিজয়ের আগ মুহূর্তে ১৪’ই ডিসেম্বরের বুদ্ধিজীবী হত্যার মাধ্যমে তারা বাংলাদেশকে এক শিক্ষিহীন, বিবেকহীন, জ্ঞানশুন্য পঙ্গু জাতিতে পরিণত করার জোর প্রচেষ্টা চালায়।

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিজয় অর্জনের পর সবাই ভেবেছিল স্বাধীন বাংলাদেশ দুই দিনও টিকে থাকতে পারবে না, অর্থনীতি আর উঠে দাড়াতে পারবে না। পাকিস্তানীরাও সেই আশা নিল নকশা অনুযায়ী 'বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড' চালায়। দেশকে মেধাহীন, মেরুদন্ডহীন ও নেতৃত্বশূন্য করে দেওয়াই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য যাতে এ দেশ ও জাতি আর কখনো মাথা তুলে দাড়াতে না পারে। এতসব পাহারসম অসুবিধার মধ্যে পতিত বাংলাদেশকে নিয়ে সেসময়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, ‘এতৎ সত্ত্বেও যদি বাংলাদেশ উঠে দাঁড়াতে পারে, উন্নত দেশে পরিণত হতে পারে, তাহলে এইটা ভবিতব্য যে পৃথিবীর যেকোন দেশই একদিন না একদিন উন্নত দেশের তালিকায় তার স্বাক্ষর রাখবে’।

আজ শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বাংলাদেশ দাবি করতে পারে,

‘আমরা পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে যাইনি, বরং প্রতিদিন প্রতিনিয়ত বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অধীনে আমরা বাংলাদেশিরা নিজেদেরকে একটু একটু করে গড়ে তুলছি এ বিশ্বের বুকে আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশের নাম উন্নত বিশ্বের দরবারে পৌছে দেবার প্রয়াসে’।

বর্তমান বিশ্বে যে ১১টি দেশকে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য ‘উদীয়মান এগারো’ বলে অভিহিত করা হয় তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক প্রবিদ্ধির হার ৭ শতাংশ এর আশেপাশে ধরে রেখেছে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার ছিল ৭৫ শতাংশ (অর্থাৎ শতকরা ৭৫টি পরিবারেরই বেঁচে থাকার জন্য জীবিকা নির্বাহের কোন পন্থা ছিল না) সেই হার আজ ২০ শতাংশে নেমে এসেছে। যদিও বর্তমান করোনা পরিস্থিতির কারনে তা বেড়ে গিয়ে থাকতে পারে (অনেকের মতে তা বেড়ে গিয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে)। ১৯৭১ সালে আমরা ছিলাম কৃষি প্রধান দেশ। আজ জিডিপিতে কৃষির অবদান মাত্র ১৩ শতাংশ, শিল্পখাতের অবদান ৩০ শতাংশ এবং সেবা খাতের অবদান ৫৭ শতাংশ। বর্তমানে বাংলাদেশ কাঠামোগত দিক থেকে আধুনিক শিল্পায়িত দেশে পরিণত হতে চলেছে। বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষিজমিতে ফলনের হার প্রায় দ্বিগুণ- তিনগুণ বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বল্প কৃষি জমিতে চাষাবাদ করেও ১৬ কোটির এই বিশাল জনগনের মুখে খাবার যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে যা আমাদের কৃষিখাতে এক অভাবনীয় সাফল্য।

দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে আমাদের নারিশক্তি। কুসংস্কারের বেড়াজাল ভেঙ্গে আজ আমাদের ঘরের মা বোনেরা দেশের প্রতিটি অর্থনৈতিক খাতে যেনের- কৃষিকাজ, হস্তশিল্প, গবাদি পশু পালন, গ্রামীণ ব্যাংকের অর্থ সহায়তায় ব্যবসা বাণীজ্য, পোশাক শিল্প এছাড়াও বড় বড় সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে পদার্পণ করে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করে তুলেছে। যার কারণে আজ অনেক পরিবারে দুইজন উপার্জনক্ষম ব্যক্তি সৃষ্টি হচ্ছে যা পরিবার গুলোতে এনে দিচ্ছে আর্থিক

স্বচ্ছলতা। পারবারিক স্বচ্ছলতার কারণে শিশু শ্রমের হার হ্রাস পাচ্ছ, অধিকাংশ শিশুরা আজ প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে যা আমাদের ভবিষ্যতের প্রজন্মকে আরও শক্তিশালি করে তুলছে।

নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনের মতে শিশু মৃত্যুর হার, মাতৃ মৃত্যুর হার, গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি ইত্যাদি মানব উন্নয়নের সূচকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ প্রতিবেশী দেশের চেয়ে এগিয়ে আছে।

আমদানি রপ্তানি এর ক্ষেত্রে যেমন- দেশিয় পোশাক শিল্প, ঔষধ শিল্প, মৎস্য শিল্প, সিমেন্ট, পাট শিল্প প্রভৃতি খাতে বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্যে ইতিবাচক প্রভাব রেখেছে।

বৈদেশিক মুদ্রা প্রধানত আমদানি মুল্য এবং বৈদেশিক ঋণ ও ঋণের সুদ, ইত্যাদি পরিশোধে ব্যবহৃত হয়। পণ্য ও সেবা রপ্তানি ও বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের দেশে পাঠানো অর্থ থেকে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ গড়ে ওঠে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম বার্ষিক রিপোর্টে ১৯৭১-১৯৭৩) বলা হয়, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরপর বাংলাদেশের কোনো বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় ছিল না। কিন্তু ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ আস্তে আস্তে তার বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় করে নিয়েছে। ১৯৭২ সালের ৩০ জুন রিজার্ভ ছিল ১১০ কোটি ৫০ লাখ টাকা। তার পরের বছরের ২৯ জুনে স্বাধীন দেশের রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়ায় ১২৫ কোটি ৩৪ লাখ টাকা। বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার মজুতে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পেছনেই রয়েছে বাংলাদেশ। তবে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে ৪৪তম। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকে সাড়ে ৪৪ বিলিয়ন ডলারের রিজার্ভ আছে। বিদেশিরা অর্থ সাহায্য না দিলেও বাংলাদেশ আজ নিজের অর্থেই পদ্মা ব্রিজ সহ অন্যান্য বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে অবিচল। সাধারণত বৈদেশিক মুদ্রার দিক থেকে অতি দুর্বল দেশের পাশে দাঁড়ানোর অংশ হিসেবে কারেন্সি সোয়াপ করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে শ্রীলঙ্কা বৈদেশিক মুদ্রার সংকটে ভুগছে। বর্তমানে তাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রয়েছে মাত্র ৪০০ কোটি ডলার। এই রিজার্ভ দিয়ে তাদের তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় শ্রীলংকার পাশে দাড়িয়েছে বাংলাদেশ। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে শ্রীলঙ্কা সরকারকে ২০০ মিলিয়ন বা ২০ কোটি ডলার ঋণ দিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তাই আজ আর তথাকথিত বিদেশী দাতা দেশগুলো আমাদের 'তলাবিহীন ঝুরি' বলে আখ্যা দিতে পারবে না।

২০০০ সালে জাতিসংঘ মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল বা সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ঘোষণা করে, যা শেষ হলো ২০১৫ সালে। এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল আটটি। ১. চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল করা, ২. সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন, ৩. জেন্ডার সমতা অর্জন এবং নারীর ক্ষমতায়ন, ৪. শিশু মৃত্যুহার হার কমানো, ৫. মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, ৬. এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগব্যাধি দমন, ৭. পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ এবং ৮. সার্বিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা!

বাংলাদেশ জাতিসংঘের ভাষাতেই এমডিজির লক্ষ্য অর্জনে অনুসরণীয় সাফল্য দেখিয়েছে! বাংলাদেশকে বলা হয় এমডিজির 'রোল মডেল'। ২০১৬ সাল থেকে শুরু হয়েছে ১৫ বছর মেয়াদি 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল' বা এসডিজি। তবে এমডিজির আটটির বিপরীতে এসডিজিতে পূরণ করতে হবে মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) অর্থনীতিবিদ ড. নাজনীন আহমেদ বলেন,

"আমরা এমডিজি অর্জনে সাফল্য দেখিয়েছি এখন এই সফলতাকে ধরে রাখতে হলে আমাদের এসডিজি বাস্তবায়ন করতে হবে। তাহলেই আমাদের অর্জন বা উন্নয়ন টেকসই হবে"।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের বছরে মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, মত প্রকাশের ষাধীনতা নিশ্চিত করার মতো নানারকম চ্যালেঞ্জও রয়েছে বাংলাদেশের সামনে।

নতুন বছর শুরুই হচ্ছে করোনাভাইরাস অতিমারি মোকাবেলার চ্যালেঞ্জ দিয়ে। এরই মধ্যে বাংলাদেশে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ৫ লাখেরও বেশি মানুষ এবং সাড়ে সাত হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বিশ্বব্যাপী এখন একাধিক ভ্যাকসিন অনুমোদন পাওয়ায় সবার জন্য ভ্যাকাসন নিশ্চিত করা এবং জনবাস্থ্য সমস্যাকে মোকাবেলা একটা বড় কাজ হবে সরকারের।

করোনাভাইরাস অতিমারি হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে সারা বিশ্বের অর্থনীতি এবং জীবন-জীবিকার জন্য। নতুন বছরে প্রবৃদ্ধি আর অর্থনীতির চাকা সচল রেখে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা এবং আয় বৈষম্য নিরসন কতটা হবে, তার দিকে দৃষ্টি অর্থনীতিবিদদের। করোনাভাইরাস মহামারিতে নতুন কিছু সুযোগেরও সৃষ্টি হয়েছে যা কাজে লাগানো প্রয়োজন হবে নতুন বছরে। এ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে বছরের শুরুতেই।

অতিমারি পরবর্তী নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় কূটনৈতিক দিক থেকে নানা চ্যালেঞ্জ থাকবে বাংলাদেশের জন্য। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের নানা পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং গভীর সম্পর্ক আছে ভারতের সঙ্গে।

নতুন বছরে অতিমারি মোকাবেলা এবং ভ্যাকসিনের মতো বিষয় ছাড়াও বহু কারণে ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকবে বাংলাদেশের। নতুন বছরে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক চর্চা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা আর মুক্তচিন্তার প্রশ্নে উদ্বেগ থাকছে বরাবরের মতোই।

সবমিলিয়ে নতুন বছরে মহামারি অর্থনীতি রাজনীতি, গণতন্ত্র, ছাড়াও সুবর্ণজয়ন্তীর বছরেও বাংলাদেশের সামনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি দমন এবং রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের মতো চ্যালেঞ্জ থাকবে।

একাত্তরে বাংলাদেশ যে কঠিন মুল্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, তার সোনালি ফসল আজ ঘরে তুলছে আজ। বাংলাদেশ আজ আপন দক্ষতায় স্বনির্ভর। উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় ভূষিত বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসাধারণ নেতৃত্বে গত একযুগে বদলে গেছে বাংলাদেশ। আজ বাংলাদেশ এক দ্রুত উন্নয়নশীল বিকাশমান অর্থনীতির রাষ্ট্র। মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর অতিক্রম করে আজ বাংলাদেশ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেটা অসীম গৌরবের। স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন যুদ্ধবিধবস্ত দেশকে ধ্বংসস্তুপ থেকে টেনে তুলতে দিন-রাত পরিশ্রম করেছেন তখন ৩০ লাখ শহিদের রক্তস্নাত এই বাংলাদেশে যদি সর্বক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা হয়ে উঠতে না পারে, তাহলে সকল আনন্দই ম্লান হয়ে যাবে। অর্জনের আনন্দ আজ আমাদের গর্বিত করেছে কিন্তু আগামী দিনগুলোতে যদি উন্নয়নের এই প্রবাহ বেগবান রাখা না যায় তাহলে তা হবে লাখো শহিদের মৌন দীর্ঘশ্বাস আর আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য হতাশার, যা আমাদের কাম্য নয়।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

মোঃ মামুন সরকার
রোল নং- ডি-৪৩২

"My objectives is to fulfil the dream of Bangabandhu through building a hunger and poverty free golden Bangladesh being imbued with the spirit of liberation war."

---Honorable Prime Minister Sheikh Hasina

সুনিপুণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।বাংলাদেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে।যে দেশটিকে একসময় ' Bottomless Basket' বলা হয়েছিল সেই দেশটিই আজ বিশ্বের বিস্ময়। এজন্যই জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন বলেছিলেন – "If you want to see development ,then, look at Bangladesh ,see development of Bangladesh." সরকার এখন বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যেখানে থাকবে না কোন অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য।বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছে রূপকল্প ২০৪১ ও ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর মতো বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি।

২০২১ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বছর, ৫০ বছর আগে এমনই এক মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে পাকিস্তানের ২৩ বছরের জেল, জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন, শোষণ ও নির্যাতনের ইতিহাস বর্ণনা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ঘোষণা করেছিলেন: 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। তিনি বলেছিলেন: 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।'

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ঢাকাসহ সারা দেশে গণহত্যা শুরু করলে বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ দিবাগত রাতের প্রথম প্রহরে অর্থাৎ ২৬ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের স্বাদ লাভ করে স্বাধীন এই বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই শুভক্ষণে খুব স্বাভাবিকভাবেই পেছনে চোখ যায়। ২০০ বছর ব্রিটিশদের এবং ২৪ বছর পাকিস্তানিদের শাসন-শোষণকে আমরা কখনওই ভুলতে পারি না। ১৯৭১ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত, সাহায্যনির্ভর, ঋণনির্ভর স্বাধীন দেশটি আর্থিক উপার্জনের কৌশল বাড়িয়ে আজ মধ্যম আয়ের দেশ পেরিয়েছে। জাতিসংঘ স্বীকৃতি দিয়েছে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে।

১৯৭২-১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের আকার ছিল ৭৮৬ কোটি, ২০১৮-২০১৯-এ ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি, ২০১৯-২০২০-এ ৫ লাখ ৬৪ হাজার কোটি এবং ২০২০-২০২১ সালের বাজেট ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকা, ২০২১-২০২২ সালের বাজেট ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। বর্তমানে বাংলাদেশের জিডিপির আকার ৩৪৫৬০৪০ কোটি টাকা।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের মতে গত ৪ বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রায় ৭ এর উপরে ধরে রেখে বাংলাদেশ বর্তমানে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সবচেয়ে দ্রুত ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির দেশ। আইএমএফ এর মতে বাংলাদেশ ২০১৭ সালে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দশটি দেশের একটি। ADB বাংলাদেশকে ইতোমধ্যে Asian Tiger হিসেবে বিবেচনা করে, Goldman Saches এর মতে বাংলাদেশ উদীয়মান অর্থনীতির দেশ 'Next 11' এর একটি।

২০২১ সাল বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব, এর আগেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে পাকিস্তানের চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অভিযাত্রায় দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছে, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি যেখানে ৭ শতাংশের নিচে নামেনি পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধি সেখানে ৬ শতাংশের বেশি হয়নি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮দশমিক ১৫ শতাংশ ,একই অর্থবছরে পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৩ দশমিক ২৯ শতাংশ !

পাঁচ বছর আগেই মাথাপিছু আয়ে পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল ১ হাজার ৬৫২ ডলার। ওই বছর বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়ায় ১ হাজার ৭৫১ ডলার। পরের বছর ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা আরও বেড়ে হয় ১ হাজার ৯০৯ ডলার , অন্যদিকে পাকিস্তানের মাথাপিছু ১ হাজার ৪৯৭ ডলার হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২হাজার ২২৭ মার্কিন ডলার। আইএমএফ এর সর্বশেষ জিডিপির অনুযায়ী বাংলাদেশে পিপিপির ভিত্তিতে ২৯ তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ।

শ্রমশক্তিতে তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশের নারীদের অংশগ্রহণ বেশি। বাংলাদেশের ১ কোটি ৮৫ লাখ নারী মজুরির বিনিময়ে কাজ করেন। পাকিস্তানে এই সংখ্যা ১ কোটি ৩৫ লাখ । পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশে প্রায় ৫০ লাখ বেশি নারী কাজ করেন।

পাকিস্থানের চেয়ে এখন বাংলাদেশিরা গড়ে ৫ বছর বেশি বাঁচেন। বাংলাদেশে গড় আয়ু এখন ৭২ দশমিক ৬ বছর পাকিস্তানের ৬৭ দশমিক ২৯ বছর। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ সামলাতে জন্মনিয়ন্ত্রণে বেশ সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের কয়েক বছর ধরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১ দশমিক ৩৭ শতাংশ। অন্যদিকে পাকিস্তানে এই হার ২ শতাংশ। বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার ৭৩ দশমিক ২ শতাংশ , পাকিস্তানে এই হার ৫৭ শতাংশ। বাংলাদেশে নারী-পুরুষের মধ্যে সাক্ষরতার হার প্রায় কাছাকাছি থাকলেও পাকিস্তানে নারিরা শিক্ষায় অনেক পিছিয়ে। এক বছর বয়স হওয়ার আগে প্রতি এক হাজার শিশুর মধ্যে বাংলাদেশের মারা যায় ২২ জন আর পাকিস্তানের মারা যায় ৬১ জন শিশু। জন্মের পাঁচ বছরের মধ্যে নানা রোগশোকে প্রতি হাজারে এদেশে মারা যায় ২৯ জন , পাকিস্তানে তা ৭৪ জন। গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানের কারণে বাংলাদেশের প্রতি ১ লাখে ১৬৯ জন মা মারা যান ,পাকিস্তানের মারা যান ১৭৮ জন মা।

এভাবেই গত কয়েক দশক ধরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতের প্রায় সব সূচকে পাকিস্তানের উপরে উঠে গেছে বাংলাদেশ। এ জন্যই আজ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রি দশ বছরে পাকিস্তান সুইডেন করতে চাইলে পাকিস্তানিরা দশ বছর পর পাকিস্তানকে সুইডেন নয়, বাংলাদেশের জায়গায় দেখতে চায়।

জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের ‘স্বপ্নের সোনার বাংলা’ গড়ার প্রত্যয়ে ২০৪১ সালকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়েছে সরকার। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ‘রূপকল্প ২০৪১’। এ লক্ষ্যে রফতানিমুখী শিল্পায়ন, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, নগরের বিস্তার, দক্ষ জ্বালানি ও অবকাঠামো, দক্ষ জনশক্তি তৈরি ইত্যাদি কৌশলগত কাজ করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। ২০৪১ সালের বাংলাদেশে সম্ভাব্য জনসংখ্যা হবে একুশ কোটি তিন লাখ। যাদের মাথাপিছু আয় হবে ন্যূনতম ১২৫০০ ডলার।

গত ৫০ বছরে ‘দারিদ্র্যের অনেক চিহ্ন বাংলাদেশ থেকে হারিয়ে গেছে। এরই ধারাবাহিকতায় আগামী ২০৪১ সাল নাগাদ ‘একটি দারিদ্র্যশূন্য দেশ’ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে ‘ভিশন ২০৪১’-এ। ‘কাউকে পেছনে ফেলে নয়’ এসডিজি-এর এ মূলনীতিকে গ্রহণ করা হয়েছে অনুপ্রেরণা হিসেবে।

নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণের সফলতা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে একটি মাইলফলক। এছাড়া রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশে অনেক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া সড়ক নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন ভবন নির্মাণও বর্তমানে দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানিকে সামনে রেখে পৃথক পৃথক অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সারা দেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশীয় সম্পদ ব্যবহার করে

দেশে উৎপাদন ব্যবস্থা সচল হবে, রপ্তানি বাড়বে, বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে।

বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা এখন পুরো বিশ্বের জন্য দৃষ্টান্ত। এ জন্যই বলা যেতে পারে: ‘সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ’। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও আর্থ-সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে গেছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশকে। বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন সোনার বাংলার স্বপ্ন, চেয়েছিলেন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি, গড়তে চেয়েছিলেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ। বর্তমান সরকার সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। উন্নতির এই ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব হলে নিঃসন্দেহে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ অর্জন করতে পারে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

আজহারুল ইসলাম
রোল নং- ডি-৪১০

বাংলাদেশের অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। কিছুদিন আগেও বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে। যোগ্য নেতৃত্ব, যথাযথ ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, অবকাঠামো ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, বৈদেশিক বাণিজ্যের বিস্তৃতি, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, শক্তিশালী বাজার পরিকল্পনা প্রভৃতির কারণে বাংলাদেশ যেভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তা নজিরবিহীন। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে বাংলাদেশ। পাঁচ দশকে বাংলাদেশের অর্জন কতটুকু? স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে কি-না– এমন প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলার বিষয়ে নানা মহলের প্রশ্ন থাকলেও ৫০ বছরে দেশের অর্জন কম নয়। ‘তলাবিহীন ঝুড়ি’ আজ পূর্ণতার পথে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের গড় উৎপাদন প্রবৃদ্ধির (জিডিপি) হার ছিল ৫.৪ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ছিল ৫৪৩ মার্কিন ডলার (প্রায় ৪৫,০০০ টাকা)। বর্তমানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় দুই হাজার ৬৪ ডলার। মানবসম্পদ সূচকে বাংলাদেশের অর্জন ৭৫ দশমিক ৪। অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ২৭ বা তারও কম। শুধু মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে তা-ই নয়, বেড়েছে মানুষের গড় আয়ু। বাজেটের আকার রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজেট বাস্তবায়নে কমছে পরনির্ভরতা। সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির কারণে দারিদ্র্যের হার নিম্নমুখী। বর্তমান সময়ে দারিদ্র্যের হার ১৪ শতাংশেরও কম। জিডিপির হিসেবে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৪৪তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ; ক্রয়ক্ষমতার বিবেচনায় ৩৩তম; আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বিবেচনায় বিশ্বে বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় অবস্থানে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের যেকোন সূচকের বিচারে বাংলাদেশের অগ্রগতি অভূতপূর্ব। আর্থ-সামাজিক এবং অবকাঠামো খাতে বাংলাদেশের বিস্ময়কর উন্নয়ন হয়েছে। দ্য ইকোনমিস্টের ২০২০ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী ৬৬টি উদীয়মান সবল অর্থনীতির দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান নবম। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৪তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ।

একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার দৃশ্যমান দিক হচ্ছে অবকাঠামোগত উন্নয়ন। এর মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও জীবনমানের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। গত এক দশকে বাংলাদেশের এই অবকাঠামোগত উন্নয়ন চোখে পড়ার মত। বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অল্প দিনের মধ্যেই চালু হবে বাংলাদেশের জনমানুষের বহুকাঙ্ক্ষিত পদ্মাসেতু। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণের সফলতা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে একটি মাইলফলক। এছাড়া রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশে ছোটো-বড় অনেক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব অবকাঠামো যথাসময়ে সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে আর এগিয়ে যাবে। এছাড়া সড়ক নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন ভবন নির্মাণও বর্তমানে দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানিকে সামনে রেখে পৃথক পৃথক অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সারা দেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশীয় সম্পদ ব্যবহার করে দেশে উৎপাদন ব্যবস্থা সচল হবে, রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন বাড়বে, বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে।

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে আরো গতিশীল করে তুলছে। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্যে দেশের ৪৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি উপজেলাকে ইন্টারনেট সেবার আওতায় আনা হয়েছে। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১২ কোটির অধিক এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করতে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে। থ্রি-জি ও ফোরজি প্রযুক্তির মোবাইল নেটওয়ার্কের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটালাইট-১ উৎক্ষেপণ বাংলাদেশের তথ্য-প্রযুক্তি খাতে যুগান্তকারী ঘটনা। এটি বাংলাদেশের নিজস্ব সম্প্রচার উপগ্রহ। ২০১৮ সালের ১১ই মে যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে এটি উৎক্ষেপণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত ছবি ও তথ্যের মাধ্যমে দেশের সম্প্রচার কার্যক্রম সমৃদ্ধ হচ্ছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হচ্ছে।

বাংলাদেশ বিপুল জনসংখ্যার দেশ। এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে সরকার কাজ করছে। সর্বস্তরে শিক্ষাকার্যক্রম নিশ্চিত করার ফলে একটি কর্মক্ষম দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে উঠছে। মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রভৃতির মাধ্যমে দেশে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে। দেশে ও দেশের বাইরে উভয় ক্ষেত্রে তাদের কর্মসংস্থানের অনেক ক্ষেত্রও তৈরি হয়েছে। কৃষি শিল্প, পোশাক শিল্প, ঔষধ শিল্পসহ প্রতিটি শিল্পখাতের আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে

কর্মসংস্থানের সুযোগও বেড়েছে। চাকরি নির্ভরতা কমেছে; উদ্যোক্তার সংখ্যা বেড়েছে। স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নের ফলে মানুষের গড় আয়ু ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষিতে শিক্ষিত উদ্যোক্তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত এক দশকে শুধু তথ্য-প্রযুক্তি খাতে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ১০ লাখ মানুষের। বর্তমানে বিশ্বের ১৫৭টি দেশে বাংলাদেশের ৮৬ লাখের অধিক শ্রমিক কর্মরত আছে। তারা নিয়মিত তাদের কষ্টে উপার্জিত অর্থ দেশে পাঠাচ্ছে। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় মানবসম্পদ এভাবে সবচেয়ে বড় প্রভাবক শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

বাংলাদশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির আকার যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমন বিস্তৃত হয়েছে বৈদেশিক বাণিজ্য। বৈদেশিক পণ্য রপ্তানি আয়ে অর্জিত হয়েছে মাইলফলক। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি হয়েছে চার হাজার কোটি মার্কিন ডলার, যা এখন পর্যন্ত দেশের সর্বোচ্চ পণ্য-রপ্তানি আয়। রফতানি আয়ের পরিমাণ ২০১৮-১৯ বছরে ৪০ দশমিক ৫৪ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বর্তমানে ৪৪ দশমিক ০৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। ২০১৯ সালে দারিদ্র্যের হার কমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ২০ দশমিক ৫ ভাগ এবং অতি-দারিদ্র্যের হার ১০ দশমিক ৫ শতাংশে।

খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে দানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল চার কোটি ৫৩ লাখ ৪৪ হাজার মেট্রিক টন। বাংলাদেশ বিশ্বে ধান উৎপাদনে তৃতীয় এবং মাছ-মাংস, ডিম, শাকসবজি উৎপাদনেও স্বয়ংসম্পূর্ণ। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্থানে এবং ইলিশ উৎপাদনকারী ১১ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম।বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২৪ হাজার ৪২১ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী জনসংখ্যা ৪৭ থেকে ৯৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ সালে দাঁড়িয়েছে ৭২ দশমিক ৬ বছর। পাঁচ বছর বয়সী শিশুমৃত্যুর হার অর্ধেক কমে দাঁড়িয়েছে প্রতি হাজারে ২৮। মাতৃমৃত্যুর হার কমে দাঁড়িয়েছে লাখে ১৬৫ জনে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী খাতে চলতি বাজেটে ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা বাজেটের ১৬ দশমিক আট-তিন শতাংশ এবং জিডিপির ৩ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ। উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় তিন কোটি ২৫ লাখ।

১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অগ্রগতিকে প্রথমবারের মত আটকে দেওয়ার চক্রান্ত হয়। এরপর বহু বছর ধরে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় বাংলাদেশের অগ্রগতি স্থবির হয়ে পড়ে। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের অগ্রগতি ছিল ধীরগতির। গত এক দশকে তা অস্বাভাবিক গতি অর্জন করেছে। তবে দেশে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক

বৃদ্ধি এই অগ্রযাত্রাকে খানিকটা ব্যাহত করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক সৃষ্টি করে প্রতিবন্ধকতা। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় দুর্নীতিও একটা বাধা। এসব বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা আরো অপ্রতিহত হবে, অগ্রগতি টেকসই হবে এবং অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে।

বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা এখন পুরো বিশ্বের জন্য দৃষ্টান্ত। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও আর্থ-সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে গেছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশকে। বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন সোনার বাংলার স্বপ্ন, চেয়েছিলেন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি, গড়তে চেয়েছিলেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ। বর্তমান সরকার সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। উন্নতির এই ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব হলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ অর্জন করতে পারে উন্নত দেশের মর্যাদা।

"সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী"

জুয়েল রানা
রোল নং- ডি-৪১১

স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে বাংলাদেশ।

হাঁটিহাঁটি পা পা করে স্বাধীনতা অর্জনের ৫০টি বছর পার করলো বাংলাদেশ। এসেছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ–স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। রূপকল্প ২০২১-এর এ বছরটি একটু ব্যতিক্রমী এ কারণে যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি। ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের প্রিয় এ দেশ। এ দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস ঘাঁটলে আমরা দেখি বুদ্ধিজীবীসহ আরও অসংখ্য শ্রেণি-পেশার সাধারণ মানুষের ঘাম-রক্তে অর্জিত এই দেশ। তারপর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি মুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বদেশে ফেরার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা আসে স্বাধীনতার; পরম শ্রদ্ধায় তাকে জাতির পিতা হিসেবে বরণ করে নেয় নতুন দেশ।

পাঁচ দশকে বাংলাদেশের অর্জন কতটুকু? স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলার বিষয়ে নানা মহলের প্রশ্ন থাকলেও ৫০ বছরে দেশের অর্জন কম নয়। 'তলাবিহীন ঝুড়ি' আজ পূর্ণতার পথে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

আর্থ-সামাজিক এবং অবকাঠামো খাতে বাংলাদেশের বিস্ময়কর উন্নয়ন হয়েছে। দ্য ইকোনমিস্টের ২০২০ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী ৬৬টি উদীয়মান সবল অর্থনীতির দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান নবম। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৪তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ।

বর্তমানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় দুই হাজার ৬৪ ডলার। মানবসম্পদ সূচকে বাংলাদেশের অর্জন ৭৫ দশমিক ৪। অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ২৭ বা তারও কম।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ববঙ্গ (বাংলাদেশ) শুধু অবহেলিতই ছিল না, এখানকার সম্পদ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে সমৃদ্ধ করা হতো। শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের জন্য ব্যয় করা হতো ২৫-৩০ শতাংশ সম্পদ। পশ্চিম পাকিস্তানের ৪৪ শতাংশ

জনগণের জন্য ৭০-৭৫ শতাংশ। সেই শোষণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় বাঙালি জাতি। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ছিনিয়ে আনে স্বাধীন দেশ, বাংলাদেশ।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে টেনে তোলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মাত্র সাড়ে তিন বছরে স্বল্পোন্নত দেশের সারিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু সরকারের সময় জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার ৭ শতাংশ অতিক্রম করে।

স্বল্পোন্নত দেশের সারিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু সরকারের সময় জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার ৭ শতাংশ অতিক্রম করে। বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে প্রবেশ করে। স্বাধীনতার মহানায়কের স্বপ্ন ছিল; উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গঠন। তার দেয়া ভিত্তির ওপরই আজ বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে, শিগগিরই হবে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ

রফতানি আয়ের পরিমাণ ২০১৮-১৯ বছরে ৪০ দশমিক ৫৪ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বর্তমানে ৪৪ দশমিক ০৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

২০১৯ সালে দারিদ্র্যের হার কমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ২০ দশমিক ৫ ভাগ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ১০ দশমিক ৫ শতাংশে।

খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে দানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল চার কোটি ৫৩ লাখ ৪৪ হাজার মেট্রিক টন। বাংলাদেশ বিশ্বে ধান উৎপাদনে তৃতীয় এবং মাছ-মাংস, ডিম, শাকসবজি উৎপাদনেও স্বয়ংসম্পূর্ণ। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্থানে এবং ইলিশ উৎপাদনকারী ১১ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম।

বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২৪ হাজার ৪২১ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী জনসংখ্যা ৪৭ থেকে ৯৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। দেশের মানুষের গড় আয়ু বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২ দশমিক ৬ বছর

মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ সালে দাঁড়িয়েছে ৭২ দশমিক ৬ বছর। পাঁচ বছর বয়সী শিশুমৃত্যুর হার অর্ধেক কমে দাঁড়িয়েছে প্রতি হাজারে ২৮। মাতৃমৃত্যুর হার কমে দাঁড়িয়েছে লাখে ১৬৫ জনে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'র সুবিধা আজ শহর থেকে প্রান্তিক গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত হয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত ব্রডব্যান্ড সুবিধা পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট'র সুবিধা কাজে লাগিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

বাংলাদেশের নারীরা আজ স্বাবলম্বী। জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্সে ১৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫০তম এবং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সপ্তম।একটা সময়ে নারীদের পক্ষে শিক্ষকতা, ডাক্তারি, নার্সিং ইত্যাদি কয়েকটা কাজ ছাড়া, অন্য কোনো কাজ করা সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। অপর পক্ষে, এখন এমন কোনো পেশা নেই, যাতে নারীরা যোগ দিচ্ছেন না। যেসব কাজে শারীরিক শক্তি লাগে, সেসব কাজ নারীরা আগে করতেন না। কিন্তু এখন অনেকেই করছেন। যেমন, সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিচ্ছেন, পুলিশবাহিনীতে যোগ দিচ্ছেন। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ চিত্র দেখতে পাই পোশাক শিল্পে। ৪০ লাখ পোশাক শিল্পের কর্মীদের মধ্যে প্রায় ৩২ লাখই নারী। তার থেকেও বেশি নারী কিন্তু আছেন কৃষি এবং অন্যান্য অর্থকরী কাজে। নারীরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন।

মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে দেশের সব গৃহহীনকে ঘর প্রদান কর্মসূচির আওতায় আট লাখ ৯২ হাজার গৃহহীনকে ঘর দেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৭০ হাজার ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। আরও ৫০ হাজার নির্মাণের কার্যক্রম চলমান।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী খাতে চলতি বাজেটে ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা বাজেটের ১৬ দশমিক আট-তিন শতাংশ এবং জিডিপির ৩ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ। উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় তিন কোটি ২৫ লাখ।

পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ট্যানেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, মহেশখালী মাতারবাড়ি সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পসহ বেশকিছু মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। সারাদেশে একশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, দুই ডজনের বেশি হাইটেক পার্ক এবং আইটি ভিলেজ নির্মাণকাজ এগিয়ে চলছে। এসব বাস্তবায়ন হলে কর্মসংস্থান তৈরিসহ অর্থনীতিতে আরও গতি সঞ্চার হবে।

বিশ্বব্যাপী করোনা অভিমারির ফলে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলেও বাংলাদেশ অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পেরেছে বলে আপাতদৃষ্টিতে অনেকেই মনে করছেন। করোনা মোকাবিলা সক্ষমতায় বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম ও বিশ্বে ২০তম। এ অভূতপূর্ব অগ্রগতি আমাদের ধরে রাখতে হবে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচকগুলো আমাদের তা মনে করিয়ে দিচ্ছে। উন্নয়নের এ ধারা সম্ভব হয়েছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পাশাপাশি কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে অভাবিত উন্নয়ন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বের ফলে

আজ আমরা মাথা উঁচু করে গর্বভরে এমন এক বাংলাদেশের কথা বলছি, যে বাংলাদেশকে বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে অনেকে বিবেচনা করছে। এ দেশকে দক্ষিণ এশিয়ার প্রাণশক্তি হিসেবে বিবেচনা করছে। বিবেচনা করছে এশিয়ান টাইগার' হিসেবে। একসময় দক্ষিণ কোরিয়াকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। এখন সে স্থান করে নিয়েছে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল তাদের

পূর্বাভাসে বলেছে মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদনে ভারত ও পাকিস্তানকে পেছনে ফেলার পথে রয়েছে বাংলাদেশ

বিশ্ব নেতাদের কারো কারো মতে, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার তেজি ষাঁড়, কারো মতে, উন্নয়নের রোল মডেল, কারো মতে, অব সম্ভাবনার এক বাংলাদেশ। স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দীতে সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় আসলেই আমরা অন্যরকম এক বাংলাদেশ।

“সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী”

ইসমত জাহান তুহিন
রোল নং- ডি ৪২৮

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল একটি দেশ, যার নাম বাংলাদেশ। সবুজের জমিনে রক্তিম সূর্যখচিত মানচিত্রের এ দেশটির ৪৯ বছর পূর্তি উদযাপন করছি আমরা। ৫০ বছরে পা রাখতে চলেছে প্রিয় বাংলাদেশ। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করবে বাঙালি জাতি।

৫৬,০০০ বর্গমাইল আয়তনবিশিষ্ট দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে যাওয়া মানুষটির নাম শেখ মুজিবুর রহমান। পারিবারিকভাবে আদর করে ডাকা হতো খোকা, আপামর জনতার দেয়া নাম ‘বঙ্গবন্ধু’, কেউ বলে স্বাধীনতার মহানায়ক, কেউ বলে রাজনীতির কবি, বাংলাদেশের সংবিধান দিয়েছে জাতির পিতার স্বীকৃতি।

বিজয় অর্জনের পর ৫০ বছরের পথচলায় দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। একাত্তরে স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা একটি স্বতন্ত্র দেশ পেয়েছি, আর তারই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গড়ে তুলতে চলেছি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার পর ‘তলাবিহীন ঝুড়ির’ দেশ আখ্যা দিয়ে যারা অপমান-অপদস্থ করেছিল, সেই তাদের কণ্ঠেই এখন বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রশংসা। দারিদ্র্য আর দুর্যোগের বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উত্তরণের পথে। অনেকের জন্য রোলমডেল।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক প্রতিটি সূচকে এগিয়েছে বাংলাদেশ। বিজয়ের এই ক্ষণে সমৃদ্ধির এ ধারা ধরে রাখতে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় সহযোগী ছাড়া বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের জয় হয়েছিল। এই জয়ের পেছনে রয়েছে বাঙালির বহু ত্যাগ ও নির্যাতনের ইতিহাস। তবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সেই স্বজন

হারানো, সম্ভ্রম হারানোর শোক ও লজ্জাকে শক্তিতে পরিণত করে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে এ দেশের মানুষ। এর মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি ছিল মনুষ্য সৃষ্ট নানা সংকট।

বিজয়ের পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরেন স্বাধীনতার মহানায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দেশে ফিরেই সহযোদ্ধা-সহকর্মীকে নিয়ে শুরু করেন একটি বিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজ। তার সেই সময় নেওয়া উদ্যোগগুলো ছিল বেশ প্রশংসনীয় ও সময়োপযোগী। তিনি চেয়েছিলেন এদেশের মানুষ মাথা উঁচু করে বাঁচুক। গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সোনার বাংলা। এ লক্ষ্যে গ্রহণ করেন নানা অসাধ্য কর্মসূচির।

একটি রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় এমন কোনো বিষয় নেই যে, তিনি স্পর্শহীন রেখেছেন। প্রযুক্তিনির্ভর জাতির ভিত গড়তে তিনি স্বাধীনতার পর রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়ায় স্থাপন করেন ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র। জোর দেন শিক্ষার ওপর। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগকে বঙ্গবন্ধু সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ বলেছিলেন। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায় রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পদক্ষেপে। বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে যে সাফল্য, এর পেছনেও বঙ্গবন্ধুর এসব পদক্ষেপের বড় ভূমিকা রয়েছে। এরই আলোকে তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ মানসম্মত শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করছেন।

দেশে ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ছিল ৪৭ শতাংশ, এখন তা ৬.২ শতাংশ। এ হার আরও কমানোর জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি উভয় সূচকের স্থিতিশীলতার বিচারেও দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম। জাতির পিতার অসমাপ্ত স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করে চলেছেন তারই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা। স্বাধীনতার পরাজিত শক্তিরা বলেছিল–আগামী ১০০ বছরের মধ্যেও বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১ হাজার ডলার ছাড়াবে না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মাত্র ৫০ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ২,৬৬৪ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। অথচ ১৯৭০-এ মাথাপিছু গড় আয় ছিল ১৪০ ডলার। হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু অতি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ৫০ বছরে বাংলাদেশ নামক ঝুড়িটি আর তলাবিহীন নয়; ঝুড়ি এখন সাফল্যে পরিপূর্ণ । বর্তমানে বাংলাদেশের রিজার্ভ ৪৪ বিলিয়ন ডলার।

এছাড়া রপ্তানি খাতে বিশাল রূপান্তর ঘটেছে। ১৯৭৪-৭৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ছিল মাত্র ৩৮৩ মিলিয়ন ডলার। মূলত পাকিস্তান আমলে গড়ে ওঠা রপ্তানি নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ায় স্বাধীনতার পরপর রপ্তানি কমে গিয়েছিল।

বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি ৮১ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১.২ বিলিয়ন ডলার। একই সঙ্গে বেড়েছে রপ্তানি পণ্যের সংখ্যাও। স্বাধীনতার পর রপ্তানি আয়ের সত্তর ভাগ ছিল পাটের দখলে। বর্তমানে মোট রপ্তানির ৮২ শতাংশই তৈরি পোশাক খাতের দখলে।

তৈরি পোশাকে বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। ৪০ লাখের বেশি শ্রমজীবী এ খাতের পেশায় নিয়োজিত রয়েছে যার আশি ভাগই নারী শ্রমিক। ব্যবসা-বাণিজ্যের এ চিত্র বাংলাদেশের অর্থনীতির সক্ষমতা নির্ণয়ে একটি অকাট্য প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে। সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন বাংলাদেশে আমদানি ব্যয়ের চেয়ে রপ্তানি আয় বেশি হবে।

এদিকে করোনাকালে পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কায় সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বছরজুড়ে মুজিবর্ষের অনুষ্ঠানমালাসহ প্রায় প্রোগ্রামই বাতিল কিংবা সীমিত করা হয়েছে। এছাড়া 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর সুফল কাজে লাগিয়ে অনলাইনেও কিছু কিছু অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হচ্ছে। মহামারি করোনাকালীন সময়ে বিশ্বের সব দেশে যখন প্রবৃদ্ধির হার কমে যাচ্ছে, তখন বাংলাদেশে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার নির্ধারণ করা হয়েছে ৮.২ শতাংশ এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বলছে, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ অর্জিত হতে পারে। করোনাকালীন কঠিন সময়েও বাংলাদেশে গত ফেব্রুয়ারি, ২০২১ -এ ১৭৮ কোটি ডলার রেমিটেন্স এসেছে; যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ঘটনা। ১৯৭২-১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের আকার ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা অথচ জাতীয় সংসদে ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি ৮১ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১.২ বিলিয়ন ডলার। একই সঙ্গে বেড়েছে রপ্তানি পণ্যের সংখ্যাও। স্বাধীনতার পর রপ্তানি আয়ের সত্তর ভাগ ছিল পাটের দখলে। বর্তমানে মোট রপ্তানির ৮২ শতাংশই তৈরি পোশাক খাতের দখলে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিশন ২০২১ দিয়েছেন এবং বাস্তবায়ন করেছেন যার মধ্য দিয়ে আমরা উন্নয়নশীল দেশ উন্নীত হয়েছে এবং ভিশন ২০৪১ এর মাধ্যমে আমরা আধুনিক এবং উন্নত দেশে পরিণত হব। বাংলাদেশ অনেক উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে, বড় বড় ফ্লাইওভার করা হয়েছে, মেট্রোরেল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, মহাকাশে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয়েছে, সারা দেশজুড়ে রাস্তাঘাট কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে, দেশের সর্ববৃহৎ পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ নিজস্ব অর্থায়নে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। কৃষি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ, নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থ-সামাজিক প্রতিটি সূচক ও জরিপে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণেই দক্ষতার সাথে মহামারি করোনা মোকাবেলা করা সম্ভব হচ্ছে এবং বিশ্বের বহু বড় বড় দেশকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ প্রথম সারির দেশ হিসেবে কোভিড-১৯ এর টিকাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে এবং প্রয়োগ শুরু হয়েছে।

আরেকটা বিষয়, বাংলাদেশের মানুষ জন্মগতভাবেই বেশ সহনশীল। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেই নিজেদের টিকে থাকার পথ বের এগিয়ে চলে তারা। বাংলাদেশ নামক দেশটিও জন্মের পর থেকেই নানা সংকট কাটিয়ে আলোর পথে যাত্রা করে এগিয়ে চলেছে। এবারও পিছু হটবে না।

বাংলাদেশে বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন চলমান আছে এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপিত হচ্ছে । ‘মুজিব চিরন্তন’ শিরোনামে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করার জন্য বিশ্বের অনেক দেশের সরকার এবং রাষ্ট্রপ্রধান বাংলাদেশ সফর করছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশকে শুভেচ্ছায় সিক্ত করছেন; বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রাকে অভিনন্দিত করছেন। উন্নয়নের বিস্ময়, বিস্ময়ের বাংলাদেশ স্বচক্ষে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করছেন যা বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে মহিমান্বিত করছে। একাত্তরে স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি, আর তারই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গড়ে তুলতে চলেছি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, আধুনিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ; বিস্ময়ের বাংলাদেশ।

অর্ধ-শতে বাংলাদেশঃ অর্জন ও চ্যালেঞ্জ

খান মাহমুদুল হাছান
রোল নং- ই-৫১১

দেখতে দেখতে হাটি হাটি পা পা করে অনেক চড়াই উৎরাই পার হয়ে আমরা অতিক্রম করেছি সুদীর্ঘ ৫০টি বছর। ২০২১ সালের ২৬ মার্চ বাংলা স্বাধীনতা ঘোষণার ৫০ বৎসর পূর্ণ হয়। করোনা মহামারির মধ্যেও অনেক ঝাকজমকপূর্ণ আয়োজনের মাধ্যমে দেশব্যাপী পালিত হয় স্বাধীনতা ঘোষণার ৫০ বৎসর পূর্তি বা সুবর্ণ জয়ন্তরী। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে ১২ জানুয়ারি থেকে তাঁরই নেতৃতে ধ্বংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়ে শুরু হয় যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের নবযাত্রা। তখন আমাদের মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ১০০-১৫০ মার্কিন ডলার। জিডিপি ছিল শূন্যের চেয়েও কম অর্থাৎ ঋণাত্মক। উন্নয়নের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বলতে কিছুই ছিল না। শূন্যের উপর দাঁড়িয়ে শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের পথচলা। তদুপরি প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশ, পরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, সপরিবারে জাতির পিতাকে হত্যা, বারবার দেশে সামরিক শাসনের আগমন ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকার গতিকে কখনও করা হয়েছে বাধাগ্রস্ত কখনও বা টেনে নেওয়া হয়েছে পিছনের দিকে। ফলে বাংলাদেশ উন্নয়নের গতিপথ বারবার হোঁচট খেয়েছে। বাংলাদেশকে বলা হতো তলাবিহীন ঝুড়ি বা বটমলেস বাসকেট। সময়মত বৈদেশিক ঋণ, সাহায্য ও অনুদান না পেলে আমাদের বার্ষিক জাতীয় বাজেট কখনও বাস্তবায়ন করা যেত না। আমরা এক সময়ে পরিণত হয়েছিলাম পরনির্ভরশীল একটি দেশে। বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার প্রথম অর্ধ শতাব্দীতে যা অর্জন করেছে তার ফলাফলস্বরূপ আজ সারা বিশ্ব এই দেশকে প্রশংসার চোখে দেখছে। কোভিড মহামারির আগে এশিয়ার অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির অধিকারী। বাংলাদেশের উন্নয়নের চাকা আজ দ্রুত গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে।

এখন পৃথিবীতে যে ১১টি দেশকে ভবিষৎ উন্নয়নের জন্য উদীয়মান এগারো বলে অভিহিত করা হয়, তাদের মধ্যে আমরা একটি দেশ হিসাবে বিরাজ করছি। আমরা গত কয়েক বছর ধরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশের আশপাশে ধরে রেখেছি।

আমাদের দেশে দারিদ্রের হার ১৯৭৪ সালে ছিল ৭৫ শতাংশ, আজ সেই হার ২০ শতাংশে নেমে এসেছে। যদিও করোনার কারণে তা আবার কিছুটা বেড়ে গিয়ে থাকতে পারে, কারো কারো মতে দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

আমাদের দেশে প্রায় শতভাগ শিশু এখন প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযাগ পাচ্ছে। শিশু মৃত্যুর হার, মাতৃ মৃত্যুর হার, গড় আয়ুষ্কাল ইত্যাদি মানব উন্নয়ন সূচকের ক্ষেত্রে। নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন স্বয়ং আজ এ কথা বলছেন, বাংলাদেশ আজ প্রতিবেশী দেশের চেয়ে এগিয়ে আছে। আমাদের পোশাক শিল্প, ওষুধশিল্প, সিমেন্ট শিল্প, মাছ, সবজি, ফুল ইত্যাদি পণ্য সারা দুনিয়ায় এখন রপ্তানি হচ্ছে! আমাদের দেশের বিদেশে কর্মরত নাগরিকেরা যে রেমিট্যান্স প্রতি বছর পাঠান , তা দিয়ে আমরা আমাদের বিশাল বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডার গড়ে তুলেছি। আমাদের তথাকথিত 'বিদেশি দাতা দেশগুলো আজ আর পরিহাস করে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' আখ্যা দিতে পারে না। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ২০১৫ সালের এমডিজির (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল) অধিকাংশ লক্ষ্য অর্জনসহ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশের শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশ বর্তমানে স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) কাতার থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়োজনীয় সব মানদন্ড পূরণ করতে পেরেছে। ফলে বাংলাদেশ যে একদিন মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হবে, সে কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

বর্তমান সরকার নিজস্ব অর্থায়নে ৩০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করে এখন তাপ্রায় শেষ পর্যায়ে। দেশে মেট্রোরেল নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। আমরা আশা করছি ২০২৪ সালের মধ্যে এর কাজ শেষ হবে। পদ্মা সেতুতেও রেল লাইন তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। আমরা আশা করছি ২০২২ সালে এই প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সরকার বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ আকাশে উৎক্ষেপণ করে মহাকাশ জয় করে বিশ্বের ৫৭তম স্থান দখল করে নিয়েছে।

সরকারি ভাবে বলা হচ্ছে এসব খাতেই এমন অগ্রগতি হবে যে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত। ব্রিটেনের অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর ইকোনমিক্স এন্ড বিজনেস রিসার্চ তাদের সর্বশেষ এক রিপোর্টে ধারণা দিয়ে বলেছে বাংলাদেশ এখন যে ধরণের অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা অব্যাহত থাকলে ২০৩৫ সাল নাগাদ দেশটি হবে বিশ্বের ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতি।

এত উন্নয়নের মধ্যেও বাংলাদেশকে ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জের জন্য তৈরি হতে হবে। আগামী ৫০ বছরে অর্থনীতি, নিরাপত্তা, রাজনীতিসহ বিভিন্ন অনেক ইস্যু চ্যালেঞ্জ হয়ে আসবে বাংলাদেশের সামনে। এসকল ইস্যু থেকে উদ্বুদ্ধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশকে এখনই তৈরি হতে হবে। অর্থনীতিবিদ ফাহমিদা খাতুন বলছেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা, সুশাসন নিশ্চিত করা এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করার চ্যালেঞ্জ নিতে হবে বাংলাদেশকে । তার মতে, "কিভাবে বৈষম্য দুর করা যায়, যথেষ্ট কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে না, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি দুর করা ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা যায়- এসব বিষয় বাংলাদেশের সামনে আগামী দিনগুলোতে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে"। (বিবিসি বাংলার সাথে মতামত বিনিময় সাক্ষাৎকার অংশের আলোকে)।

এই বিষয়গুলোর পাশাপাশি বাংলাদেশের জন্য আগামী ৫০ বছরে আর বেশ কিছু বিষয় সামনে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিবে সেগুলোর মধ্যে আছে জলবায়ু বিষয়ক সৃষ্টি সমস্যা, সুশাসনের জন্য দক্ষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ভূ-কৌশলগত সৃষ্ট সমস্যা। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মাঝে অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত এবং আগামী ৫০ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগে বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি ৭০ লাখ লোক বাস্তুচ্যুত হবে বলে বিবেচনা করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের এই অমোঘ দুর্যোগ বাংলাদেশকে এক বিশাল চ্যালেঞ্জের মাঝে ফেলে দিবে। ভূমিকম্প বা বজ্রপাতের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো আছেই। এছাড়া দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাও এক বিরাট চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশের জন্য বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

ভূ কৌশলগত অবস্থানের-কারণে অনেক সমস্যার উদ্ভব ইতোমধ্যেই হচ্ছে এবং তা ভবিষ্যতে বাড়বে বলে মনে করা হয়| মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে সেটি দেখা যাচ্ছে এবং বাংলাদেশে বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতের সীমান্ত ঘেঁষা রাজ্যগুলোতে দিনে দিনে বাঙ্গালী বিদ্বেষ এক রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের এই উত্তরণ যেখানে রয়েছে এক বন্ধুর পথ পাড়ি দেওয়ার ইতিহাস - ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে জন্ম নেওয়া এই বাংলাদেশকে আজকের অবস্থানে আসতে অতিক্রম করতে হয়েছে হাজারো প্রতিবন্ধকতা। শত প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রাকে এই বিস্ময় হিসেবেই বিবেচনা করা যায়। বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের এই সম্মান জনক “উন্নয়নের রোল

মডেল” আখ্যায়ন থেকে একদিন বাংলাদেশ পৌঁছে যাবে উন্নত বিশ্বের তালিকায়। আর এ লক্ষ্যেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে ভিশন ২০৪১ এর অর্জনের পথে এই অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা, উন্নয়নের দীপ্ত সংকল্প ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত জাতীয় সংহতি এ দেশকে পৌঁছে দেবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায়।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

ফাইরুজ তাসনিম
রোল নং- ই-৫১৬

বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাওয়া একটি দেশ। যা প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে বিশ্বের বুকে নিজেকে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল পাঁচটি অর্থনীতির মধ্যে অন্যতম। জিডিপিতে বিশ্বে ৪১তম। গত এক দশকে দারিদ্র্যের হার ৩১ দশমিক ৫ থেকে ২০ দশমিক ৫ শতাংশে নেমে এসেছে। এ সময়ে মাথাপিছু আয় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২ হাজার ২২৭ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ সর্বকালের সর্বোচ্চ ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে।

গত এক দশকে আর্থ-সামাজিক খাতে ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ২৩ দশমিক ৬৭-এ কমে এসেছে। প্রতি লাখ জীবিত জন্মে মাতৃ মৃত্যুর হার ১৭৩-এ হ্রাস পেয়েছে। মানুষের গড় আয়ু বেড়ে হয়েছে ৭৩ বছর। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৭ম। ২০১৪ সাল থেকে এ সূচকে বাংলাদেশ আঞ্চলিক প্রতিবেশী দেশগুলোর চাইতে এগিয়ে আছে। "ডিজিটাল বাংলাদেশ" উদ্যোগ আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়নসহ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে সাড়া জাগিয়েছে। ব্যাপকভাবে "সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী" কর্মসুচির সম্প্রসারণ করা হয়েছে। 'টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২১' অনুযায়ী ২০১৫ সাল থেকে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার সুচকে বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রেই এগিয়ে আছে। এ সাফল্যের মুলে রয়েছে নারীর উন্নতি ও ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর বিনিয়োগ।

এ বছর স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের মাইলফলক অর্জন করেছে বাংলাদেশ। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক উন্নত দেশ ও ২১০০ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ ও টেকসই ব-দ্বীপে রূপান্তর করার লক্ষ্য রয়েছে। করোনা মোকাবিলায় অর্থনীতিকে সচল রাখতে বিভিন্ন সময়ে ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজের মাধ্যমে প্রায় ১ হাজার ৪৬০ কোটি মার্কিন ডলার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যা মোট দেশজ উৎপাদনের ৪ দশমিক ৪৪ শতাংশ। করোনাভাইরাসের টিকা সংগ্রহের জন্য চলতি অর্থবছরে বাজেটে ১৬১ কোটি মার্কিন ডলারের সংস্থান রাখা হয়েছে।

দুর্বলতর জনগোষ্ঠীর জন্যে পর্যাপ্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। করোনার প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকে প্রায় ৪ কোটি মানুষ নগদ অর্থসহ অন্যান্য সহায়তা পেয়েছেন। খাদ্য ঘাটতি থেকে খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হচ্ছে বাংলাদেশ। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, এমডিজি অর্জন, এসডিজি শিল্পায়ন, ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, তথ্য প্রযুক্তি, বিদ্যুৎ, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ, পোশাকশিল্প, ওষুধশিল্প, রফতানি আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সুচকে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে।

পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, ঢাকা মেট্রোরেল, চট্টগ্রামের কর্ণফুলী টানেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইউনেস্কোর তালিকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি সহ ক্রিকেটে সাফল্য পেয়েছে বাংলাদেশ। সেদিন বেশি দুরে নয়, যেদিন বিশ্বের সব উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে উড়বে বাংলাদেশের লাল-সবুজের পতাকা।

নারীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে “জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১"। নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি কার্যক্রম। সমাজের প্রতিটি স্তরে নারী অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে গৃহীত হয়েছে নানামুখী পদক্ষেপ। প্রযুক্তি জগতে নারীদের প্রবেশকে সহজ করতে ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্রের মতো ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্যসেবায় উদ্যোক্তা হিসেবে একজন পুরুষের পাশাপাশি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে একজন নারী উদ্যোক্তাকেও। “জাতীয় শিশু নীতি-২০১১” প্রণয়নের মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হয়েছে শিশুদের সার্বিক অধিকারকে। দেশের ৪০টি জেলার সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থাপন করা হয়েছে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল। দুঃস্থ, এতিম, অসহায় পথ-শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য স্থাপন করা হয়েছে ১৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র।

দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সেবা পৌছে দেবার অভিপ্রায়ে দেশের ৪৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার। তৈরি করা হয়েছে বিশ্বের অন্যতম বিশাল ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল। কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত এ পোর্টালের সংখ্যা প্রায় ২৫০০০। দেশের সবকটি উপজেলাকে আনা হয়েছে ইন্টারনেটের আওতায়। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ১২ কোটি ৩৭ লক্ষ এবং ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ৪ কোটি ৪৬ লক্ষে উন্নীত হয়েছে। সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করতে চালু করা হয়েছে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিং। সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পাদন করার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে। ৩-জি প্রযুক্তির মোবাইল নেটওয়ার্কের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। গত ১২ বছরের ডিজিটাল বাংলাদেশের পথচলা আমাদের আত্মবিশ্বাসী করেছে। মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করেছে। এ দেশের তরুণরা এখন কেবল স্বপ্ন দেখেন না, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নও করতে জানেন। এখন গর্ব করেই বলা

যায়, বাংলাদেশের এই অদম্য যাত্রায় অচিরেই গড়ে উঠবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের স্বনির্ভর ও আত্মপ্রত্যয়ী বাংলাদেশ।

যানজট নিরসনে ঢাকা ও চট্টগ্রামে অনেক ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকায় কাজ চলছে মেট্রো রেলের। কাজ চলছে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েরও। চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তলদেশে হচ্ছে বঙ্গবন্ধু টানেল। মহাকাশেও নিজের অবস্থান জানান দিয়েছে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট স্থাপনের মধ্য দিয়ে আমাদের বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।

বিরোধপূর্ণ সমুদ্রসীমা নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে বিজয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার আয়তন বেড়ে গেছে। বাংলাদেশ এখন এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারের বেশি টেরিটোরিয়াল সমুদ্র, ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে অবস্থিত সব ধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে।

করোনার মতো মহামারীর সময়েও দেশব্যাপী লকডাউনে শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম যেন থেমে না যায়, সেজন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহযোগিতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা এবং কারিগরি পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করা হয়েছে, যা সংসদ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমে দেশব্যাপী সম্প্রচার করা হচ্ছে।

২০০ বছরেরও অধিককাল ধরে বিদ্যমান বিচারিক কার্যক্রমের ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় তৈরি করা হয়েছে বিচার বিভাগীয় বাতায়ন, যার মাধ্যমে উচ্চ ও অধস্তন আদালতের বিচার বিভাগের সব কার্যক্রম নথিভুক্ত থাকবে। এছাড়া ভার্চুয়াল কোর্ট সিস্টেম প্লাটফর্মের মাধ্যমে ৮৭টি নিম্ন আদালতে বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ বিচার বিভাগের জন্য তৈরীকৃত এ প্লাটফর্মে একই সঙ্গে শুনানি কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটি সুরক্ষিত ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম সংযুক্ত করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ২৭ হাজারের বেশি জামিন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৬ হাজারেরও বেশি জামিন শুনানির তারিখ নির্ধারণ এবং ১১ হাজারের বেশি ভার্চুয়াল শুনানি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রায় নয় হাজার আইনজীবী এ প্লাটফর্মে নিবন্ধিত হয়েছেন।

হাই-টেক শিল্পের বিকাশ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সরকার ৩৯টি হাই-টেক পার্ক ও সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করছে। এগুলো নির্মাণ সম্পন্ন হলে তিন লাখের বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হবে। ২০২৫ সালের মধ্যে ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত করা হয়েছে। এরই মধ্যে চালুকৃত পাঁচটি পার্কে ১২০টি প্রতিষ্ঠান ৩২৭ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে এবং আইটিতে দক্ষ ১৩ হাজারের

অধিক কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রতিযোগিতা মোকাবেলায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইওটি, রোবোটিকস, সাইবার সিকিউরিটির উচ্চ প্রযুক্তির ৩১টি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন করা হবে। প্রযুক্তি ও জ্ঞাননির্ভর প্রজন্ম বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সব ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অভিযাত্রায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসব কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্যই হল ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিতকে আরো শক্তিশালী করা।

গত ১২ বছরের ডিজিটাল বাংলাদেশের পথচলা আমাদের আত্মবিশ্বাসী করেছে। মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করেছে। এ দেশের তরুণরা এখন কেবল স্বপ্ন দেখেন না, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নও করতে জানেন। এখন গর্ব করেই বলা যায়, বাংলাদেশের এই অদম্য যাত্রায় অচিরেই গড়ে উঠবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের স্বনির্ভর ও আত্মপ্রত্যয়ী বাংলাদেশ।

সুত্র- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২১

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

এস. এম. ফুয়াদ
রোল নং- ই-৫১৭

"সাবাস বাংলাদেশ, এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়;
জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার তবুও মাথা নোয়াবার নয়;"-সুকান্ত ভট্টাচার্য

বাঙালি কে কখনো দমিয়ে রাখা যায়নি। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। বাঙালির হাজার বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল, গোলামীর জিঞ্জির ভেঙে স্বাধীনতার লাল সূর্যের রঙের সাথে মিশে আছে ৩০ লাখ শহীদের রক্ত, ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম হারানোর বেদনা এবং বিপুল সম্পদ ক্ষতিসাধন। বিশ্বের অন্য কোন দেশের স্বাধীনতা অর্জনের এত ত্যাগের বিরল এবং অনন্য নিদর্শন খুজে পাওয়া ভার। ১৯৭১ সালের ১৬ ই ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল একটি ভূখন্ডের, যার নাম বাংলাদেশ। সবুজের জমিনের রক্তিম সূর্য খন্ডিত মানচিত্রের এ দেশটির ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করব আমরা। বিজয় অর্জনের ৫০ বছরের চলার পথে দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। একাত্তরের স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা একটি স্বতন্ত্র দেশ পেয়েছি, আর তারই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গড়ে তুলেছি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। তাই স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে বাংলাদেশের সার্বিক অগ্রগতি আকাঙ্খিত উন্নয়নের অনুপাত তুলনা করার সময় এসেছে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত দেশটির ওপর এক ধরনের ঔপনৈবেশিক শোষণ চালানো হয়েছিল। ফলের দেশের ভিতরে শিল্পায়নের মাত্রা ছিল কম। অবকাঠামো ছিল দুর্বল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ছিল অবিকশিত। এসব উন্নতির ছিটে ফোটা যেটুকু ছিল তার সবটাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের দখলে, সারা পাকিস্তানের তখন ব্যাংক-বীমা, শিল্প-কারখানা ইত্যাদি সম্পদের সিংহভাগ ছিল ২২টি পরিবারের দখলে এবং তাদের মধ্যে মাত্র একটি পরিবার ছিল বাঙালি। এছাডা প্রশাসনযন্ত্রে, আর্মিতে রাজনৈতিক বিভিন্ন উচ্চপদে সর্বত্র ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রধান্য। সুতরাং পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত আধা-উপনিবেশিক শোষণ বৈষম্যের শিকার একটি প্রদেশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে রব উঠে ১৯৫২ সালে , পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র ৫ বছর পর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে ।এরপরে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে ৬ দফা আন্দোলন, স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন, ১১ দফা, ৬৯ এ জনগণের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। এসব সংগ্রামের মূলে ছিল বাঙালির জাতির স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। পাকিস্তানীরা

পোড়ামাটির নীতি অনুসরণ করেছিল। অর্থাৎ তারা ভেবেছিল তারা যদি পরাজিত হয়ে এ দেশে ছাড়তে বাধ্য হয় ,তাহলে তারা যাওয়ার আগে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, ছারখার করে দিয়ে যাবে। এই নীতি তারা অক্ষরে অক্ষরে কার্যকর করেছিল। প্রায় ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা করে ও ১ কোটি লোককে উদ্বাস্তুতে পরিণত করে, ফসল ও কারখানা ধ্বংস করে দিয়ে সমস্ত যোগাযোগব্যবস্থা লন্ডভন্ড করে দেয় তারা।

১৯৭১সালে বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখন অনেকেই দেশটিকে "A test case for development" বলে অভিহিত করেছিলেন। যা অনেকটা ছিল বাংলাদেশেকে লক্ষ্য ছুড়ে দেওয়া উন্নত দেশের একটি চ্যালেঞ্জ এর মতো। উন্নত দেশগুলো ভাবতো যে, বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে এমন অনেকগুলো বাধা রয়েছে, যা ডিঙ্গিয়ে বাংলাদেশের উন্নত হওয়াটা হবে অসম্ভব একটা ব্যাপার। প্রথমত, নতুন স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশ নামক দেশটিতে তখন লোক সংখ্যা ছিল প্রায় ৭ কোটি আর দেশটির আয়তন ছিল মাত্র ৫৪ হাজার বর্গমাইল। এত ছোট আয়তনের দেশে এত বেশি লোক পৃথিবীতে তখন খুব একটা ছিলনা । তখনো বাংলাদেশের জনসংখ্যা/ বর্গমিটার হিসাবে নবম বা দশম হবে।

১৯৭১ সালে ৯ মাস এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জিত হলো ঠিকই কিন্তু দেশের সারা অঙ্গে রয়ে গেল উপনিবেশিক শাসনের চিহ্ন ক্ষতচিহ্ন। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে দুই দিন ও টিকতে পারবে না - পাকিস্তানিরা ওই আশা করেছিল এবং তাই পরাজয়ের পূর্ব মুহূর্তে তারা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের রাও ফরমান আলী, জামায়াতে ইসলামের নেতৃত্বে গঠিত বদর বাহিনীর নীল নকশা অনুযায়ী হত্যা করে যায়। তারা ভেবেছিলো, সেইভাবেই তারা বাংলাদেশকে নেতৃত্বশূন্য করে দিতে পারবে এবং বাংলাদেশ স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে যাবে। আর এসব বাস্তব পাহাড়সম অসুবিধা ও চ্যালেঞ্জ গুলোর জন্যই অনেক পাশ্চাত্য পন্ডিত তখন বলেছিলেন যে, এতত সত্ত্বেও যদি বাংলাদেশ উঠে দাঁড়াতে পারে, উন্নত দেশে পরিণত হতে পারে তাহলে বুঝতে হবে যে পৃথিবীর যে কোন অনুন্নত দেশ একদিন না একদিন উন্নত হতে পারবে।

জাতির পিতার অন্যতম স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা বিনির্মাণ। কিন্তু স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণযাত্রা ছিল নানাভাবে কণ্টকাকীর্ণ ও বিপৎসংকুল। একদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ , ভৌত-অবকাঠামো, রাস্তাঘাট-ব্রিজ-যানবাহন, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, প্রায় সবকিছুই বিনষ্ট- বিধ্বস্ত। প্রশাসন ছিল অসংগঠিত। বৈদেশিক মুদ্রার শুন্য ভান্ডার ও ভারসাম্যহীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য , নিঃস্ব ও সহায়- সম্বলহীন কোটি শরণার্থীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন চ্যালেঞ্জ, বন্যা, খাদ্যাভাব। অন্যদিকে বিশ্বমন্দা ও নানা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে সামাজিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল।

এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু যখন খাদ্যাভাব দূরীকরণ, সামাজিক অস্থিরতা নিরসন, আইন- শৃংখলার উন্নতিতে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমুখী নীতি ও আইন

প্রণয়ন করে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে তার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে দেয়নি ঘাতকেরা। ওরা ভেবেছিল মুজিবকে হত্যা করলেই হয়ে যাবে সব শেষ কিন্তু ওরা বুঝতে পারেনি মুজিব মানেই বাংলাদেশ। একজন ব্যক্তি মুজিবকে হত্যা করা যায়, কিন্তু তার আদর্শ এবং স্বপ্নকে হত্যা করা যায় না।

জাতির পিতার অসমাপ্ত স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করে চলেছেন তারই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা। স্বাধীনতার পরাজিত শক্তিরা বলেছিল– আগামী ১০০ বছরের মধ্যেও বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১ হাজার ডলার ছাড়াবে না। কিন্তু বিস্ময়ের FRA এই যে, মাত্র ৫০ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ২০৬৪ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। অথচ ১৯৭০-এ মাথাপিছু গড় আয় ছিল ১৪০ ডলার। হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে “তলাবিহীন ঝুড়ি” আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু অতি আশ্চর্যের বিষয়ু এই যে, ৫০ বছরে বাংলাদেশ নামক ঝুড়িটি আর তলাবিহীন নয় ; ঝুড়ি এখন সাফল্যে পরিপূর্ণ। বর্তমানে বাংলাদেশের রিজার্ভ ৪৪ বিলিয়ন ডলার।

মহামারি করোনাকালীন সময়ে বিশ্বের সব দেশে যখন প্রবৃদ্ধির হার কমে যাচ্ছে, তখন বাংলাদেশে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার নির্ধারণ করা হয়েছে ৮.২ শতাংশ। এখন পৃথিবীতে যে ১১ টি দেশকে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য উদীয়মান ১১ বলে অভিহিত করা হয় তাদের মধ্যে আমরা একটি দেশ হিসাবে বিরাজ করছি। আমরা গত কয়েক বছর ধরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশে আশেপাশে ধরে রেখেছি। আমাদের দেশে দারিদ্র্যের হার ১৯৭৫ সালে ছিলো ৭৫ শতাংশ, আজ সেই হার ২০ শতাংশে নেমে এসেছে। আমরা ১৯৭১ সালে ছিলাম কৃষিপ্রধান দেশ। আজ জিডিপিতে কৃষির অবদান মাত্র ১৩ শতাংশ, শিল্পের ৩০ শতাংশ এবং সেবা খাতের অবদান ৫৭ শতাংশ। আজ কাঠামোগতভাবে আধুনিক শিল্পায়িত দেশে পরিণত হতে চলেছি। কিন্তু প্রায় ১৬ কোটি লোককে আজ আমাদের কৃষকেরা কম জমিতে দ্বিগুণ- তিনগুণ উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাইয়ে -পরিয়ে রেখেছেন এটা মোটেও কম কোন অর্জন নয়। আমাদের দেশে লক্ষ্যণীয়ভাবে নারীর কাজে-কর্মে এগিয়ে এসেছেন এবং তার ফলে অনেক পরিবারেই এখন দুজন উপার্জনকারী সৃষ্টি হযেছে। ফলে অনেক দারিদ্রের চাপ কমেছে। আমাদের দেশে প্রায় শতভাগ শিশু এখন প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওযার সুযোগ পাচ্ছে। শিশু মৃত্যুর হার , মাতৃ মৃত্যু হার , গড় আয়ু ইত্যাদি মানব উন্নয়ন সূচকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ প্রতিবেশী দেশের চেয়ে এগিয়ে আছে। নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন স্বয়ং এ কথা বলেছেন। আমাদের পোশাকশিল্প, ওষুধশিল্প, মাছ, সবজি, ফুল ইত্যাদি পন্য সারা দুনিয়ায় আজ রপ্তানি হচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ভিশন ২০২১ দিয়েছেন এবং বাস্তবায়ন করেছেন যার মধ্য দিযে আমরা উন্নয়নশীল দেশ উন্নীত হয়েছি এবং ভিশন ২০৪১ এর মাধ্যমে আমরা আধুনিক এবং উন্নত দেশে পরিণত হব। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে

বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশকে শুভেচ্ছায় সিক্ত করছেন; বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রাকে অভিনন্দিত করছেন। উন্নয়নের বিস্ময়, বিস্ময়ের বাংলাদেশ স্বচক্ষে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করছেন যা বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে মহিমান্বিত করছে। একাত্তরে স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি, আর তারই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গড়ে তুলতে চলেছি ক্ষুধা- দারিদ্রমুক্ত, আধুনিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ; বিস্ময়ের বাংলাদেশ!

৫০ বছরে মৎস্য খাতে বাংলাদেশের অভাবনীয় অর্জন

এ কে এম হাসানুর রহমান
রোল নং- ই-৫৪০

"মাছে ভাতে বাঙালি"

এসেছে মহিমায় স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। এই ৫০ বছরে বাংলাদেশের উন্নয়নের জয়যাত্রার ঝুড়িতে রয়েছে অসংখ্য অর্জন প্রতিটি খাতে। এর মধ্যে মৎস্য খাতের অর্জন বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এ খাতে বাংলাদেশ দেখিয়েছে বিস্ময়কর সাফল্য।

২০০৫ সালে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) বাংলাদেশকে পৃথিবীতে ষষ্ঠ বৃহত্তম মৎস্য উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে ঘোষণা করে। ২০১৫-১৬ সালেই বাংলাদেশ হয়ে যায় বিশ্বের ৫ম বৃহত্তম মৎস্য উৎপাদনকারী দেশ। ২০১৮ সালে অভ্যন্তরীণ মৎস্য আহরণে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় স্থান দখল করে নেয় এবং অ্যাকুয়াকালচারে হয় ৫ম। ২০২০ সালে এফএও বাংলাদেশকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হারে বিশ্বে ২য় ঘোষণা করে। এফএও-এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার এমন পরিসংখান দেখে গর্বে বুক ভরে ওঠে। বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র একটা দেশের (১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিমি., বিশ্বে ৯২তম) জন্য এহেন উত্তরোত্তর উন্নতি এক অভাবনীয় ব্যাপার।

এরই কারণ উদঘাটনে যখন ইতিহাস ঘাঁটি তখন বাংলাদেশের জন্ম লগ্নেই মৎস্য খাত উন্নয়নের দিকনির্দেশনা নিয়ে এক মহাপুরুষের কথা মনে পড়ে যায়। অবাক বিস্ময়ে ভাবি আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে যখন দেশ সম্পূর্ণ যুদ্ধবিদ্ধস্ত, অর্থনীতি ধ্বংসপ্রাপ্ত, জনগণ খাদ্যাভাব ও অপুষ্টিতে জর্জরিত, 'তলাহীন ঝুড়ি'র অপবাদ নিয়ে দেশ হতাশাগ্রস্ত, তখন কী করে একজন মহান পুরুষ নিরন্তর ঘরে ঘরে আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে গেছেন। মৎস্য খাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি এক দূরদর্শী নেতা হিসাবে ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে কুমিল্লার এক জনসভায় ঘোষণা করেন 'মাছ হবে বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ'। তিনি শুধু বলেই বসে থাকেননি; জনগণকে মৎস্য চাষে উৎসাহ দেওয়ার জন্য নিজ হাতে গণভবনের জলাধারে মাছের পোনা অবমুক্ত করে সবার জন্য এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেন। দেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি লগ্নে এবং সেই ক্ষণজন্মা পুরুষের শততম জন্মবার্ষিকীতে প্রাণঢালা ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাভরে তাকে স্মরণ করি। তিনি আমাদের

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, মৎস্য চাষিদের আলোক বর্তিকা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

পরে বাংলাদেশের বেশ কিছু খাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন সরকারের যে বিনিয়োগ ও ভর্তুকি দেখা গেছে, মৎস্য খাতের ব্যাপারে তেমনটি লক্ষ করা যায়নি। ফি বছরের বাজেট তার সাক্ষী। এমনকি কৃষি কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সরকারের ভর্তুকি থাকলেও মৎস্য চাষে তা নেই। তবে দেশের আপামর জনগণ সেই মহান ব্যক্তির ভালোবাসার প্রতিদান হিসাবে আপন মনে তাকে অনুসরণ করে মাছ চাষে রচনা করেছে 'নীরব নীল বিপ্লব'। এখানে কিছু তথ্য উল্লেখ করা সঙ্গত হবে বলে মনে হয়। বিশ্ব খাদ্য সংস্থার সুপারিশ মতে আমিষের অভাব পূরণের লক্ষ্যে জনপ্রতি বার্ষিক কম করে হলেও ১৮ কেজি মাছ খাওয়া উচিত। মাছে-ভাতে বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমাদের বার্ষিক মাছ খাওয়ার হার ছিল মাত্র ১৩ থেকে ১৪ কেজি। অথচ ২০২০ সালেই আমাদের জনপ্রতি বার্ষিক হার হয়ে গেছে ২৩ কেজি, যেখানে পৃথিবীতে ২০২০ সালে মাথাপিছু গড় হার ছিল ২০.৫ কেজি। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মৎস্য খাতে উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ মৎস্য পরিদপ্তরের ২০১৭ সালের পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে দেখা যায়, ৩৮৪৭০০ হেক্টর পুকুর এলাকায় ২০১৬-১৭ সালে মাছ উৎপাদন হয় ১৮৩৩১১৮ টন অর্থাৎ হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন মাত্র ৪.৭৬ টন। ময়মনসিংহে গুটিকয়েক খামারে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ও অধিক উৎপাদনশীল পাঙ্গাশ ও তেলাপিয়া মাছ চাষ করে হেক্টরপ্রতি উৎপাদন ৬০ টনে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে। অথচ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভিয়েতনামে হেক্টরপ্রতি উৎপাদন হয় ৩০০ টনেরও বেশি। যা আমাদের পক্ষেও সম্ভব। এখন যে কেউ প্রশ্ন করতেই পারেন যে এত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমরা কেন পারছি না? সংক্ষেপে এর উত্তর হলো, অধিক ঘনত্বে মৎস্য চাষ না করা ও রপ্তানি বৃদ্ধি না হওয়া| আমাদের দেশে সাধারণভাবে ট্রাডিশনাল, এক্সটেনসিভ, ইমপ্রুভড এক্সটেনসিভ ও নগণ্য পরিমাণে সেমি ইনটেনসিভ পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হয়। অপরদিকে ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেমি ইনটেনসিভ, ইনটেনসিভ ও সুপার ইনটেনসিভ পদ্ধতিতে অর্থাৎ অধিক ঘনত্বে মাছ চাষ করে থাকে। অধিক ঘনত্বে মাছ চাষের জন্য সর্বাগ্রে সার্বক্ষণিক বিদ্যুতের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হতে হবে যা বর্তমান সরকার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ বিতরণের মাধ্যমে এ কঠিন কাজটা খুবই সহজ করে দিয়েছেন। বাকি পদক্ষেপগুলোর কোনোটিই উচ্চ বিনিয়োগনির্ভর নয়। পানির গুণাগুণ বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন অক্সিজন প্রয়োগকারী যন্ত্র এরেটর, পানি প্রবাহের জন্য পাম্প, পানি ও মাছের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন কিছু স্মার্ট টেকনোলজি যা "ডিজিটাল বাংলাদেশ কনসেপ্টের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর মাছের বৃদ্ধি ও রোগমুক্ত রাখার জন্য প্রয়োজন প্রাবায়োটিকসহ কিছু ওষুধ। এগুলোর সঙ্গে সঙ্গে উন্নত জাতের পোনা, মানসম্পন্ন মাছের খাবার, মৎস্য চাষিদের জন্য প্রশিক্ষণ ও দরিদ্র চাষিদের অর্থ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে, বিপণন ব্যবস্থা ও রপ্তানির পথ সুগম করতে

হবে। তবে এ ব্যাপারে সরকার ও নীতিনির্ধারকদের বিপণন ব্যবস্থা ও রপ্তানির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। কেননা উৎপাদন ও সরবরাহের সমতা বজায় না রাখতে পারলে মাছের দাম কমে যাবে। ফলে কৃষকরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমরা দেশে কী পরিমাণ মৎস্য উৎপাদন বাড়াতে পারি তা বোঝার সুবিধার্থে বাংলাদেশ মৎস্য অধিদপ্তরের ২০১৭ সালের প্রতিবেদনের উপাত্ত নিয়ে একটি সহজ হিসাব করা হলো। ৩৮৪৭০০ হেক্টর পুকুর এলাকায় যদি ১০০ টন হারে মাছ উৎপাদন করতে পারি তাহলে ৩,৮৪,৭০,০০০ টন মাছ উৎপাদিত হবে যা বর্তমান উৎপাদনের তুলনায় ২১ গুণ। আর ভিয়েতনামের সমপরিমাণ হেক্টরপ্রতি ৩০০ টন উৎপাদন করলে দাঁড়াবে ১১,৫৪,১০,০০০ টন যা বর্তমানের চেয়ে ৬৩ গুণ। এ হিসাবে যেসব পুকুরে মৎস্য চাষ হচ্ছে শুধু সে গুলোই ধরা হয়েছে। দেশের বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী বিভিন্ন জলাশয় ও সদ্য অর্জিত বঙ্গোপসাগরের ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন হিসাবেই আনা হয়নি খোলা জলাশয়ে অধিক মৎস্য উৎপাদন ও সমুদ্র থেকে মৎস্য আহরণের অপার সম্ভাবনার কথা সবারই জানা। এ ছাড়া কয়েকটি কারণে ভবিষ্যতে মাছ চাষ এলাকার ব্যাপ্তি আরও বাড়বে বলে আমি মনে করি।

এক. প্রচুর সরকারি ভর্তুকির পরও বিভিন্ন কারণে চাষিরা ধান চাষে অনাগ্রহ প্রকাশ করছে এবং সঙ্গত কারণেই মাছ কিংবা অন্য উচ্চমূল্যের ফসলে আগ্রহী হয়ে উঠছে। সে কারণেই অনেক ধানী জমি খনন করে পুকুরে রূপান্তর করা শুরু করে। সরকারি বিধিনিষেধের কারণে এ রূপান্তর কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

দুই. বিবিএস ২০১৭-এর পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে জনপ্রতি দৈনিক ভাত খাওয়ার পরিমাণ ক্রমেই কমে আসছে (২০১০ এ ৪২৬ গ্রাম থেকে ২০১৬ সালে ৩৬৭ গ্রাম) যার কারণে অনেক ধান ক্ষেত পুকুরে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

তিন. অনেকেই, বিশেষ করে শিক্ষিত যুবক শ্রেণি নিজের বাড়ির ছাদ, আঙিনা, পরিত্যক্ত জায়গায় বায়োফ্লুক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে বিরাট সফলতা অর্জন করছে। যা আমাদের অত্যন্ত আশাবাদী করে তুলছে।

সরকার যদি মাছ রপ্তানিতে বাধাগুলো দূর করে দিতে পারে, তবে এমনও হতে পারে বাংলাদেশ হবে পোশাকশিল্প, মাছ আর উচ্চমূল্যের ফসলের দেশ। মাছ এবং উচ্চমূল্যের ফসল রপ্তানি করে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার অংশবিশেষের বিনিময়ে হয়তোবা চাল আমাদানি করবে। এটা যদিও একটা আন্দাজ তবে ভবিষ্যতে সময়ই সাক্ষ্য দেবে। এ পর্যায়ে স্মরণ করতে চাই যে বাংলাদেশ পোশাক খাত শুরু হয়েছিল শুধু সস্তা শ্রমকে পুঁজি করে। যেখানে দেশীয় ২০ ভাগ শ্রম বাদ দিলে বাকি ৮০ ভাগই কাঁচামাল হিসাবে বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো। সেখান থেকে পোশাকশিল্প আজ বর্তমান ঈর্ষণীয় অবস্থানে। অথচ মৎস্য রপ্তানিতে ৯৫ ভাগই দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করা যাবে। কাজেই উৎপাদন খরচ বাদ দিলে মহস্য রপ্তানি খাতের পরিমাণ

তুলনামূলক বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। আর্থ-সামাজিক উন্নতিও হবে অভাবনীয় হারে। উল্লেখ্য, মাছ রপ্তানির সঙ্গে অনেক মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাও গড়ে উঠবে যা হতে হবে বিশ্ব মানসম্পন্ন। প্রক্রিয়াজাত করতে গিয়ে যে বর্জ্য বের হবে সেটিই আবার ফিশ মিল হিসাবে মাছের খাবারের সঙ্গে যোগ হবে। ফলে ফিশমিল আমদানি কমে যাবে এবং অনেক বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। তবে নীতিনিরধারকসহ খামার মালিক, পরিচালনাকারী ও অন্যান্য সংশ্রিষ্ট সবাইকে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় প্রতি এক টন মাছ উৎপাদন করতে এক টন ব্য উৎপাদিত হয়। এ বিশাল পরিমাণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সুচারুভাবে সম্পন্ন না হলে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। তবে আশার কথা হলো আমাদের দেশের তরুণ মৎস্য চাষিরা যথাযথ প্রযুক্তির মাধ্যমে এ বর্জ্য অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা সীমিত আকারে হলেও শুরু করেছে। আমাদের দেশের বিশেষজ্ঞরাও উৎপাদিত বর্জ্যে লাভজনক ব্যবহারের জন্য একুয়াপনিক, হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে সবজি চাষ অথবা জমিতে সার হিসাবে ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করছে।

তবে এটাও মনে রাখতে হবে, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে যে জাতি স্বাধীনতা অর্জন করেছে সে জাতির জন্য অসম্ভব নয়। আমরা জানি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যেও সেই মহাপুরুষ বঙ্গবন্ধুর রক্ত বইছে এবং বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ নেতৃত্বের অনেক গুণাবলিই বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দেখা যায়। বাংলাদেশকে সোনার বাংলা হিসাবে গড়ে তোলার জন্য এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিবানিশি আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, মৎস্য চাষ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন একদিন বাস্তবায়ন হবেই। বাঙালি মৎস্য চাষিদেরও কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না। মৎস্য চাষিরা অত্যন্ত আশাবাদী।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন ও রূপকল্প-২০৪১ অর্জনের বাস্তবতা

জান্নাতুল নাইম
রোল নং- এফ-৬০৫

আভিধানিক ভাষায়, "সুবর্ণজয়ন্তী" শব্দটি মুলত কোনো ঘটনার ৫০ বছরপূর্তিকে নির্দেশ করে। দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম আর মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের ৫০ বছর পূর্ণ হয়েছে ২০২১ সালে। বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের লক্ষ্যে বছরব্যাপী অনুষ্ঠান করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

উপনিবেশিক পাকিস্তানের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ বাঙালি জাতি শুরু থেকেই অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নামে। পাকিস্তানের শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে আসতে ধাপে ধাপে আন্দোলন গড়ে ওঠে। মহান ভাষা আন্দোলন, ৫৪ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬২ শিক্ষা আন্দোলন, ৬ দফা, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০- এর নির্বাচনসহ দীর্ঘ প্রায় ২৫ বছরের ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতি ৭১ সালে এসে উপনীত হয়। অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন স্বাধীকার ও স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণত হয়। আর বাঙালির এ আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তানের অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামের এক পর্যায়ে এ স্বাধীকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বে আসেন শেখ মুজিবুর রহমান। ধারাবাহিক আন্দোলনকে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর করে নিয়ে শেখ মুজিব হয়ে ওঠেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা। আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে এক পর্যায়ে তিনি ভূষিত হন “বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে।

বঙ্গবন্ধু কন্যার চিন্তা ও চেতনার ফলে বাংলাদেশ উন্নত বিশ্বে পরিণত হওয়ার জন্য উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলছে। ২০০৮ সালে সরকার গঠনের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কথা বলেছিলেন। তখন বিশ্বের অনেক বড় বড় দেশসহ আমাদের দেশের মানুষও এ নিয়ে হাসি তামাশা করেছিলেন। অথচ তারও ১০ বছর পরে ২০১৮ সালে বাংলাদেশের অনুকরণে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ দেশ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ডিজিটাল ইন্ডিয়া বাস্তবায়নের ঘোষণা দেন। এ থেকেই প্রমাণ হয় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কতটা দূরদর্শী।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাস্তববাদী ও দুরদর্শী নেতা। সামাজিক সমতা ও ন্যায়বিচার চিন্তা-চেতনাকে অগ্রভাগে ধারণ করে তিনি স্বাধীনতা উত্তর যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি পুর্নগঠনের লক্ষ্য নির্ধারন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন স্বপ্ন ছিল দারিদ্র ও ক্ষুধা মুক্ত, দুর্নীতি ও শোষনহীন সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। তিনি সোনার বাংলা গড়ার এ স্বপ্ন আজীবন তার হৃদয়ে লালন করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ, তার দীর্ঘলালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ আজ তারই উত্তরাধিকারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য ও দূরদর্শী নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশ আজ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। তার নেতৃত্বেই দেশ এখন ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশে রুপান্তরের স্বপ্ন দেখছে। বাংলাদেশ এখন কাংখিত সমৃদ্ধ উন্নত দেশ গড়ার সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছে, যার সোনালি পথ নকশা এই রুপকল্প দলিল।

প্রতিষ্ঠানই উন্নয়নের প্রাণশক্তি

শক্তিশালী ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান দ্বারা চালিত হয় সমাজের দ্রুত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন। দক্ষ উন্নয়ন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলে “সোনার বাংলা” স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগ থেকে দেশ তথা এর জনগণ বঞ্চিত হবে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ডগলাস নর্থ (১৯৯১) প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেন, “প্রতিষ্ঠান হলো মানবিকভাবে উদ্ভাবিত বাধ্যবাধকতা যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার কাঠামো হিসেবে কাজ করে। প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে দুই ধরনের বাধ্যবাধকতার সমন্বয়ে- অনানুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা (লোকাচার, সংস্কার, প্রথা, ঐতিহ্য ও আচরণবিধি) এবং আনুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা সংবিধান, আইন, সম্পত্তিতে অধিকার)।” প্রতিষ্ঠান যতো বেশি কার্যকর, উন্নয়নের সুফল ততোধিক বেশি। সামাজিক রুপান্তরে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক প্রভাব বিষয়ক উপলব্ধির আলোকে পরবর্তী দুই দশক অমত্ববর্তীমূলক উন্নয়ন ধারা সম্মুখবর্তী করতে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর আওতায় প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় ভূমিকার ওপর সবিশেষ জোর দেয়া হবে।

ক) অর্থনৈতিক প্রশাসনের জন্য প্রতিষ্ঠান এবং প্রবৃদ্ধিতে এর অবদান; খ) বিশ্ববাজারের সাথে কৌশলগত বাণিজ্য আত্মীকরণের অঙ্গীকার; গ. ভূমি বাজার; ঘ. কর ব্যবস্থাপনা; ঙ. বিচার ব্যবস্থা ও আইনের শাসন; চ. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; ছ. সামাজিক প্রতিষ্ঠান; জ. জেন্ডার বা নারী-পুরুষের সমতা; ব. বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান- ডব্লিউওটিও

রুপকল্প ২০৪১ এর প্রাতিষ্ঠনিক স্তম্ভ

রুপকল্প ২০৪১ চারটি প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এগুলো হলো: (১) সুশাসন (২) গণতন্ত্রায়ণ (৩) বিকেন্দ্রিকরণ ও (৪) সক্ষমতা বিনির্মাণ। ২০৪১ সালের মধ্যে ১২,৫০০ মার্কিন ডলার সমতুল্য মাথাপিছু আয়ের সাথে একটি উন্নত জাতি হিসেবে সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশের অভিযাত্রার মূল ভিত্তি হবে এই চার স্তম্ভ।

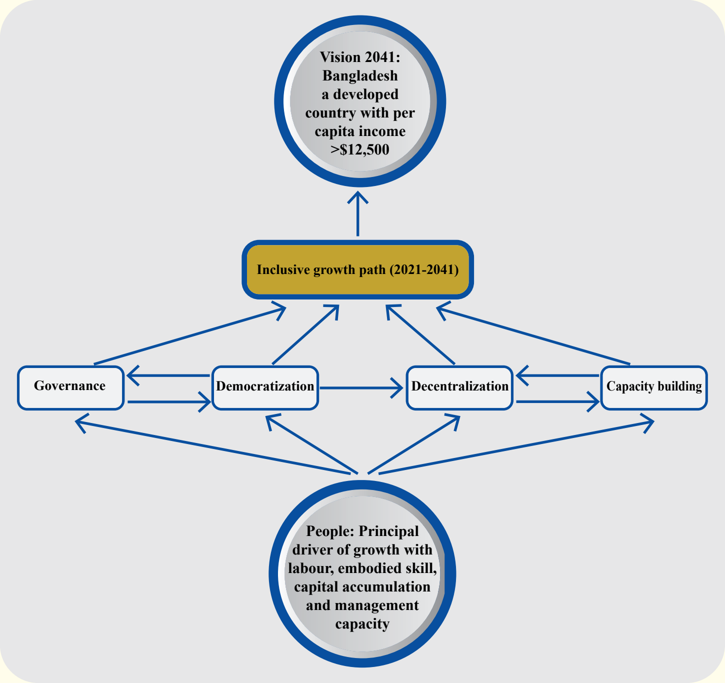

প্রতিষ্ঠান সংস্কারের চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত উন্নয়নের জন্য সুশাসনই হলো প্রেরণার মূল মঞ্চ। বহুত্ববাদী গণতন্ত্র ও সুশাসনের জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ গুরুত্বপূর্ণ। তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত, সরকারি কাঠামোর সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তর পর্যন্ত যতদিন না প্রশাসনিক, আর্থিক (রাজস্বসহ) এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সম্পন্ন হয়, ততদিন বাংলাদেশের পক্ষে সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হওয়াও সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সুশাসনের অবস্থা

মাসট্রিক্ট ক্রাইটেরিয়া নামে বহুল পরিচিত মানদন্ড অনুযায়ী কতিপয় লক্ষ্য সামনে রেখে সাধারণভাবে বাংলাদেশের ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হয়ে থাকে। এগুলো হলো: (১) নিম্ন ও স্থিতিশীল মূল্যস্ফীতি (২) দীর্ঘমেয়াদি নিম্ন সুদ হার (৩) মোট দেশজ আয়ের (জিডিপি) তুলনায় নিম্ন জাতীয় ঋণ (৪) নিম্ন ঘাটতি এবং ৫) মুদ্রাব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা তাই দেখা যায়, মধ্য-মেয়াদে বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়ন বেশ ভালো অবস্থায় রয়েছে, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা প্রতিবেশী দেশগুলোর জন্য ঈর্ষণীয়, তবে স্বল্পমেয়াদি সমস্যাগুলো মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি তৎপরতাকে ব্যাহত করতে পারে।

ক. মধ্যমেয়াদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনাঃ ২০৩১ সাল পর্যন্ত স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে প্রেক্ষিতপরিকল্পনা ২০৪১ এর বাস্তবায়ন কাঠামোর অংশ হবে দু'টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, যার উদ্দিষ্ট হবে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্য আয়ের দেশে পৌছানোর লক্ষ্য অর্জন করা। ২০৩১-উত্তর দীর্ঘ- মেয়াদি সময়কালে পরিকল্পনা কমিশনের করণীয় হবে রূপকল্প, সংশ্লিষ্ট নীতি এবং কৌশলসমূহ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিফলন করা।

খ. দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনাঃ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ অনুযায়ী রূপকল্প ২০৪১ এর মাইল ফলক অর্জন শাসনব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট যেসব মুল সমস্যাবলি সমাধানের ওপর একামত্মভাবে নির্ভরশীল, এগুলো হলো: (১) জনপ্রশাসনে সক্ষমতার অভাব; (২) অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি; এবং ৩) যথাযথভাবে কর্মসম্পাদনে দুর্বলতাসমূহ যা জনপ্রশাসনের কাজের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে।

বাংলাদেশ ২০৪১৪ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনার কৌশলঃ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর কৌশলগত অভিঘাত হবে প্রতিষ্ঠানসমূহের শক্তিবৃদ্ধির ওপর। সাধারণভাবে যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে জোর দেয়া হবে সেগুলো হলো: (১) পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠান; (২) শাসন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান; (৩) আর্থিক প্রতিষ্ঠান; (৪) গঠনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান-বিশেষ করে বহুত্বাদী গণতন্ত্রের বিকাশ সাধন করে এমন প্রতিষ্ঠান; (৫) বিকেন্দ্রীকরণ প্রতিষ্ঠান; এবং (৬) সক্ষমতা বিনির্মাণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান। সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রতিষ্ঠানের উপ-শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে (ক) লৈঙ্গিক ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠান; (খ) আইন প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান; (গ) বিচার সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান; (ঘ) জনপ্রশাসন সক্ষমতা - নির্বাহী, আমলাতন্ত্র এবং আইনের শাসন; (ঙ) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; (চ) সামাজিক প্রতিষ্ঠান; (ছ) ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিষ্ঠান; (জ) মানব পুঁজি উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান - মৌলিক শিক্ষা ও দক্ষতা; (ঝ) প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং (ঞ) বাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান।

'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১' নিঃসন্দেহে একটি সুলিখিত, উচ্চাভিলাষী উন্নয়ন দলিল। খোলা চোখে তাতে হয়তো কিছু অসঙ্গতিও ধরা পড়বে। আজ থেকে বিশ বছর পরে হয়তো কিছু চাওয়া অধরাও থেকে যাবে। সম্মানিত অর্থনীতিবিদরা এসব নিয়ে প্রশ্ন করবেন। সমালোচনা হবে, হবে আত্মসমালোচনা।

এসব থাকুক। আমরা বরং বিগত দিনের অর্জন দেখে, পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন দেখে আত্মবিশ্বাসী হই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১'-কে মূল্যায়ন করেছেন-এ দলিল মূলত ২০৪১ সালের মধ্যে এক সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ অর্জনে সরকারের উন্নয়ন রুপকল্প, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহের একটি কৌশলগত বিবৃতি এবং তা বাস্তবায়নের পথ-নকশা' হিসেবে। এই 'পথ-নকশা'র পথ ধরেই ২০৪১ সালে অর্জিত হবে জাতির পিতার 'স্বপ্নের সোনার বাংলা'।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

মোঃ কামরুল ইসলাম
রোল নং- এফ-৬১২

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায় ?
আর কতবার দেখতে হবে খান্ডবদাহন ?
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙল,
সিঁথির সিঁদুর গেল হরিদাসীর।

(কবি শামসুর রহমান)

স্বাধীনতা শব্দটি বলা সহজ হলেও ধারণ করা অনেকটা কঠিন, তার একটা বাস্তব প্রমাণ হলো পাকিস্তান। যারা সেই ১৯৪৭ সালে ধর্মের উপর ভিত্তি করে নিজেদের স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করলেও স্বাধীনতার পুর্ণ মান কখনো ধরে রাখতে পারেনি। ৫৬০০০ বর্গমাইলের এই এশিয়ায় বাংলাদেশ নামক একটা রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে যাওয়া মানুষটির নাম শেখ মুজিবুর রহমান। গোপালগঞ্জের টুঙিপাড়ার সেই খোকা হলো জনতার নায়ক এবং বাংলাদেশের রাজনীতির কবি। ২০০৪ সালেই বিবিসির সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালীর জরিপে সবার উর্ধ্বে স্থান পান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতা শব্দটি তার কাছে এতটাই গুরুত্বপুর্ণ ছিলো যে তিনি বলেছিলেন,"এই স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়, এই স্বাধীনতা আমার পুর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেনী আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়"

বাংলার ইতিহাস একদিনের ইতিহাস নয়। সেই সুদূর পাল বংশ, সেন বংশ, তুর্কি, আফগানি সহ আরো অনেক বংশ বাংলাকে শাসন করে গেছে কিন্তু কখনও কোন পক্ষই বাংলার স্বাধীনতার জন্য, বাংলার মানুষের ভাল জীবনের লক্ষ্যে কখনো চিন্তা করেনি। বাংলার ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর সময়কালেও অনেক বাঘা নেতা ছিলেন কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মতো করে বাংলার মানুষ স্বাধীন জীবনের প্রেক্ষিতে কখনো কোন নেতা চিন্তা করে নি।

বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি ছিলো আদর্শের রাজনীতি। একমাত্র বঙ্গবন্ধু বাঙালী জাতিসত্তা, স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশকে এক ও অভিন্ন বলে চিন্তা করতে পেরেছিলেন বলে আজ আমরা স্বাধীনতার স্বাদ উপলব্ধি করতে পারছি। জীবনের ৪ হাজার ৬৮২ টি দিন কারাগারে কাটিয়েছেন শুধুমাত্র এই বাংলার স্বাধীনতা এবং বাংলার মানুষের কথা চিন্তা করে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুথান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, ১৯৭০ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, ১৯৭১ সালের ২৬ই মার্চের প্রথম প্রহরের মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালের বিজয় এবং তারও প্রারম্ভে ১৯৪৮ সালে ভাষার লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তোলা এই সব ঘটনা কোন অকস্মাৎ ঘটনা নয়। এই সব ঘটনা একটি ধারনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে আর সেটি হলো স্বাধীনতা। ধারনাটি সৃষ্টির প্রান্ত থেকে উপস্থিত থাকলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটির বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পুরোটাই বঙ্গবন্ধুময়!

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার সকল দুয়ার খোলা।

কে রোধে তাঁহার বজ্রকন্ঠ বাণী?
গণসুর্য্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি:

“এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।”
সেই থেকে ‘স্বাধীনতা’ শব্দটি আমাদের।

সেই দিনই যেন স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের হয়েছিল কারণ এর আগে নির্দিষ্ট একটি অংশ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করলেও এ ডাকের পরে পুরো বাংলাদেশ একত্রে স্বাধীনতার জন্য ঝাপিয়ে পড়েছিল। জাতির পিতার অন্যতম স্বপ্ন ছিলো সোনার বাংলা গড়ার। যদিওবা সেই স্বপ্ন পুরণ করার পথে অনেক কন্টকাকীর্ণ ও বিপৎসংকুল পথ পাড়ি দিতে হয়েছে কিন্তু স্বাধীনতার ৫০ বছর পরে এসেও বাংলাদেশের সুযোগ্য প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ এখন উন্নত দেশের পথে। বাংলাদেশ বর্তমানে এশিয়ার অন্যতম মডেল দেশ। তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে আখ্যা পাওয়া দেশটি এখন আর কিছুদিনের দুরুত্বে আছে উন্নত দেশ হিসেবে আখ্যা পাওয়ার পথে। এই দেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল অসংগঠিত প্রশাসন, ভারসাম্যহীন আন্তর্জাতিক বাজার, প্রত্যাবর্তিত শরণার্থী ও খাদ্যাভাবের অন্যতম চ্যালেঞ্জ নিয়ে। এমন প্রতিকুলতার মধ্যেও বঙ্গবন্ধু দৃপ্ততার সাথে হাল ধরেছিলো বাংলাদেশের। তার মতো করেই তার সুযোগ্য কন্যা দেশকে তার স্বপ্নের সুইজারল্যান্ড হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দিন রাত কষ্ট

করে যাচ্ছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট মুজিব নামক ব্যক্তিসত্তাকে থামিয়ে দিলেও তার আদর্শকে দমাতে পারেনি, তার স্বপ্নকে দমাতে পারেনি।

“স্বাধীনতা শক্তি এবং স্বনির্ভরতা থেকে আসে।” – লিসা মারকোভস্কি

বঙ্গবন্ধুও যেনো শক্তি এবং স্বনির্ভরতার উদ্দেশ্য নিয়েই স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিছিলেন। যেই স্বাধীনতার সুর্য নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সময় অস্ত গিয়েছিলো বলে ধারণা করা হয় সেই স্বাধীনতার সূর্যকে আবার আমাদের করে নিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নবাবের সময়কালে বাংলার কোনো মানুষ প্রতিবাদ না করলেও বঙ্গবন্ধুর সময়কালে বাংলার আপামর জনতা তাদের সর্বস্ব দিয়ে স্বাধীনতার লড়াইয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিলো যার মুল কারণ ছিলো বাঙালী জাতীয়তাবাদ। বঙ্গবন্ধু তার ক্যারিশমাটিক নেতৃত্বের মাধ্যমে বাংলার মানুষকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। ১২০০ মাইলে দূরে বসে থাকা কোন নেতৃত্বকে সোহরাওয়ার্দী, ফজলুল হকের মতো নেতারা মেনে নিলেও মেনে নেয়নি বাংলার মানুষের বন্ধু বঙ্গবন্ধুর। মাত্র ১৮ মিনিটের একটি অপ্রস্তুত ভাষণ দিয়ে শিহরণ জাগিয়ে দিয়েছিলেন বাঙালীদের মনে। ১৬ই ডিসেম্বর এই দেশ স্বাধীন হলেও দেশ পুনর্গঠনে অনেক চাপ সামলাতে হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে কিন্তু বঙ্গবন্ধু মারা যাওয়ার পরেও তার সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। শত্রুরা অনেক বড়াই করে বলেছিলো যে, বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার ১০০ বছর পড়েও ১০০০ ডলার মাথাপিছু আয় অর্জন করতে পারবে না কিন্তু সেই বাংলাদেশের মাত্র ৫০ বছরের মাথায় মাথাপিছু আয় ২২২৭ ডলার যা তাদের ধারনার দ্বিগুণ। বাংলাদেশের সক্ষমতা এখন এমন অনেক দেশের চেয়েও বেশি যারা বাংলাদেশের অনেক আগে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ঋণ প্রদান করা দেশ। বাংলাদেশের বর্তমান রিজার্ভ ৪৫ বিলিয়ন ডলার। মেট্রোরেল, পদ্মাসেতু, ফ্লাইওভার, পারমানবিক কেন্দ্র, ৫৭ তম দেশ হিসেবে মহাকাশে স্যাটেলাইট প্রেরণ এই সবই স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অর্জন। সাম্প্রতিক সময়ে দুর্নীতি এই অর্জনের অন্তরায় হলেও এটির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো কঠিন কিছু নয়।

কথা ছিলো একটি পতাকা পেলে
আমি আর লিখবো না বেদনার অঙ্কুরিত কষ্টের কবিতা
কথা ছিলো একটি পতাকা পেলে
ভজন গায়িকা সেই সন্ন্যাসিনী সবিতা মিস্ট্রেস
ব্যর্থ চল্লিশে বসে বলবেন,–'পেয়েছি, পেয়েছি'।

কথা ছিলো একটি পতাকা পেলে পাতা কুড়োনির মেয়ে শীতের সকালে ওম নেবে
জাতীয় সংগীত শুনে পাতার মর্মরে।

৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি আমাদের এই স্বাধীনতা। এই রক্তের সম্মানার্থে আমরা যদি সম্মিলিত হয়ে কাজ করতে না পারি তাহলে আমাদের স্বাধীনতা, অর্জন, সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় সব বৃথা হয়ে যাবে। স্বাধীনতার

সুবর্ণজয়ন্তীতে আমাদের এটাই ব্রত হওয়া উচিত আমরা যেন এ ত্রিশ লক্ষ শহীদের স্বপ্ন এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে স্মরণ করি এবং তার বাস্তবায়নে নিজেদের সর্বোচ্চটুকু দেওয়ার চেষ্টা করি। দেশের সার্বিক উন্নয়নে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলা এবং সুবর্ণজয়ন্তীর পর ২০৪১ সালে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করাটাই বর্তমান বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষের ব্রত হওয়া উচিত। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ১৯৭১ সালে আখ্যায়িত "A Test Case for Development" কে "A Model Case for Development" হিসেবে রুপান্তরিত করেছেন। এখন আমরা "উদীয়মান এগারো" হিসেবে বিশ্বমঞ্চে স্থান পায়। সোনার বাংলা গড়ার পথে যে চ্যালেঞ্জসমুহ আছে তা পেরোনোর জন্য আমাদের রবার্ট ব্রুসের মতো বারবার আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং বাংলার এতিহ্য ধরে রেখে "হারানো সিঁড়ির চাবিটি" খুজে বের করার চেষ্টা করতে হবে। বিশ্বের বুকে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ শোষণহীণ-দুর্নীতিহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাড়াক, স্বাধীনতার সুবর্নজয়ন্তীতে এই আমাদের কামনা।

References

Anon., 2019. *Dainik Odhikar*. [Online]
Available at: http://www.odhikar.news

Anon., 2021. *Hindustan Times Bangla*. [Online]
Available at: htttp://bangla.hindustantimes.com

Anon., 2021. *Jugantor*. [Online]
Available at: http://www.jugantor.com

Anon., 2021. *My All Garbage*. [Online]
Available at: http://myallgarbage.com

Anon., 2021. *onurag*. [Online]
Available at: http://www.onurag.com

স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে স্বাধীনতার ৫০ বছর

নাসরিন সুলতানা প্রমা
রোল নং- এফ-৬১১

স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে স্বাধীনতার ৫০ বছর উদযাপন করতে পারা অত্যন্ত গর্বের বিষয় ভারতীয় উপমহাদেশের সম্পদপূর্ণ পূর্বাঞ্চালীয় ব-দ্বীপ আক্রমণকারীদের আকর্ষণের একটি ক্ষেত্র ছিল। 'অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে, ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ ত্যাস ম্যাডিসন যেমন দেখিয়েছেন, বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের অংশ ছিল ২৩ শতাংশ, সমগ্র ইউরোপ একত্রিত হওযার মতো বিশাল। (১৭০০ সালে এটি ছিল ২৭ শতাংশ, যখন মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের কোষাগার থেকে শুধুমাত্র ট্যাক্স রাজস্বের পরিমাণ ১০০ মিলিয়ন ডলার ছিল।) ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করার সময় এটি মাত্র ৩ শতাংশে নেমে এসেছিল।' থারুর, ২০১৬))কিন্তু বাংলার মানুষ সবসময়ই স্বাধীনচেতা ছিল এবং তাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বহুদিনের।

এ আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয় ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের মাধ্যমে। ভাষার দাবিতে যে আন্দোলন ২৩ বছর আগে শুরু হয়েছিল, তা স্বাধীনতার দাবিতে চুড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছে। তখন সব ছাপিয়ে একটি স্লোগানই সবার মুখে মুখে– বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। এই পর্বে ছিল অনেক রহস্য, নাটকীয়তা, ষড়যন্ত্র আর কুটনীতি–যার জট এখনো পুরোটা খোলেনি। এটি ছিল এই জনপদের কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বাঁকবদলের ক্ষণ। ২৫ দিনের অসহযোগ আন্দোলন, ২৬০ দিনের মুক্তিযুদ্ধ, লাখ লাখ মানুষের আত্মত্যাগ–এসবের বিনিময়ে স্বাধীন হলো বাংলাদেশ। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পঞ্চাশ বছরের পথচলা সামান্য নয়। সুবর্ণজয়ন্তীর এই মাইলফলকে পৌঁছে আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রাপ্তি, প্রত্যাশা ও চ্যালেঞ্জের মূল্যায়ন জরুরি।

১৯৭১ সালে বাঙালি জাতি দুইশত বছরের উপনিবেশিক শোষণ, লুণ্ঠন থেকে মুক্তি পেয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে নানা বৈষম্য, সাংস্কৃতিক গোলামি ও অধিকারহীনতার নানাবিধ বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেলেও দেশকে এক নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে যেতে হয়েছিল। আমেরিকায় তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। সেই মন্তব্য ব্যর্থ প্রমাণ করে বাংলাদেশ আজ যে

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছে তা নিঃসন্দেহ প্রশংসনীয় স্বল্পোন্নত দেশ থেকে আমরা উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হতে চলেছি। আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধি, কৃষি সম্প্রসারণ, শিল্পের উন্নয়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস, বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী নাগরিকদের পাঠানো রেমিট্যান্সের বৃদ্ধি ও পোশাক শিল্পের ব্যাপক অগ্রগতিসহ রফতানি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে চলেছে।

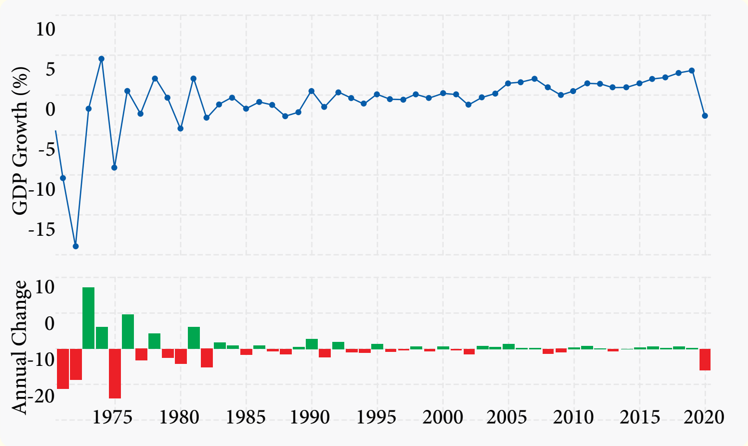

১৯৭১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার, সুত্র- বিশ্ব ব্যাংক

স্বাধীনতা পরবর্তী এক দশক আমাদের অর্থনীতি মূলত ছিল কৃষিনির্ভর। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ হিসেবে অর্থনীতির কাঠামো ছিল নাজুক অবস্থায়। ১৯৭২-৭৩ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ১২৯ ডলার। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২.৭৫ ভাগ (১৯৭২- ৭৩)। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.০৮ শতাংশ। ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন পটপরিবর্তন যেমন: গণতান্ত্রিক শাসক, সামরিক শাসক, স্বৈরশাসক অর্থাৎ রাজনৈতিক বিভিন্ন সরকারের আমলে অর্থনীতির গতি উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে আজকের অবস্থায় পৌঁছে। বর্তমানে আমাদের অর্থনীতি কৃষির পাশাপাশি শিল্প ও সেবাখাত নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কৃষি এখন প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে অগ্রগতি লাভ করছে। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে পরবর্তী সময় ব্যক্তি উদ্যোগে বিনিয়োগ বৃদ্ধির দিকে নজর দেয়া হয়। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত আমাদের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.০৮ শতাংশ। ২০০৮ থেকে ২০১০ সালে তা বেড়ে হয় ৫.০৯ শতাংশ। ২০১১ সাল থেকে ২০১৫ সময়কালে বেড়ে হয়েছে ৬.০২ শতাংশ। ২০১৬ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭.০৪ শতাংশে। এশিয়ার ১২টি দেশের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায়, আমাদের গড় প্রবৃদ্ধির হার ২০১৬ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ছিল। অর্থাৎ আমাদের প্রবৃদ্ধির হার মোটামুটি সন্তোষজনক।

স্বাধীনতার ৫০ বছর অর্জনের মধ্যে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রায় রিজার্ভ বর্তমানে অনেক দেশের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। ১৯৭৪ সাল থেকে যেখানে আমাদের রিজার্ভ ছিল মাত্র ৪২.৫ মিলিয়ন ডলার, সেখানে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রিজার্ভের পরিমাণ ৪৪ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী যে জনসংখ্যা ছিল ৫০ বছরে তা দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। তখন আমাদের কৃষি ও খাদ্যশস্য উৎপাদন সন্তোষজনক ছিল না। বর্তমানে ব্যাপক জনসংখ্যার মধ্যেও আমাদের খাদ্যশস্য উৎপাদনে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। ফলে দারিদ্র্য বিমোচনে আমাদের অগ্রগতি লক্ষ করা যায়।

করোনা মহামারীর সময় অর্থনীতি টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে অন্যতম অবদান রেখে চলেছে আমাদের কৃষিজ উৎপাদন। ১৯৭২ সালে ধান উৎপাদন ছিল মাত্র এক কোটি ১০ লাখ টন। বাংলাদেশ বর্তমানে-

- ধান উৎপাদনে চতুর্থ
- ইলিশে প্রথম
- সবজিতে তৃতীয়
- আলুতে ষষ্ঠ
- কাঁঠালে দ্বিতীয়
- আমে অষ্টম
- পেয়ারায় অষ্টম
- পাট রপ্তানিতে প্রথম, উৎপাদনে দ্বিতীয়
- ছাগলের দুধে দ্বিতীয়
- মিঠাপানির মাছে তৃতীয়

স্বাধীনতার পরবর্তী রফতানি খাত ছিল ২-৩টি পণ্যের ওপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা ও চামড়াজাত পণ্য রফতানি হতো। এখন রফতানিতে স্থান করে নিয়েছে তৈরী পোশাক, জনশক্তি ও ওষুধ। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে দ্বিতীয়। গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ ২ হাজার ৭৫০ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের পোশাক রপ্তানি করেছে, যা বিশ্বের মোট পোশাক রপ্তানির ৬ দশমিক ৮ শতাংশ। বর্তমানে বাংলাদেশ ১১৮টির দেশে ওষুধ রফতানি করছে।

৫০ বছরে আমাদর শিক্ষার হার বেড়েছে, সাক্ষরতার হার বেড়েছে। ২০০৬ সালে গড় আয়ু যেখানে ছিল ৬৪.৪। ২০১৯ সালে তা বেড়ে হয় ৭২.৪ (বিবিএস রিপোর্ট)।

আমাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২০.৫ এ কমে এলেও করোনার কারণে তা বেড়ে ৪২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার ৫০ বছরে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়শীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা এই তিন সূচকের মানদন্ডে জাতিসংঘ কর্তৃক উন্নয়শীল দেশের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন করেছে।

গত ৫০ বছরে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতির অনন্য দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে। করোনার মহামারীর কারণে বিশ্ব অর্থনীতি যখন নানা সুচকে নিম্নমুখী তখনো বাংলাদেশের অর্থনীতি তুলনামূলকভাবে খুব খারাপ অবস্থানে আছে বলা যাবে না। আমাদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই), গার্মেন্ট শিল্প ও অপ্রতিষ্ঠানিক সেবা খাত মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। সরকার এই মহামারী সময়ে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে।

৫০ বছরে অর্থনীতি অনেক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করলেও এতে তুষ্টির অবকাশ নেই। এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে। আমাদের দীর্ঘ পথ চলা আশানুরূপ না হলেও সন্তোষজনক ছিল। তবে সম্ভাবনা ছিল অনেক বেশি! এগুলো আলোচনা-পর্যালোচনার প্রয়োজন।আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে তা হল-

- প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গার টেকসই প্রত্যাবাসন
- বেকারত্ব বৃদ্ধি
- হাতেগোনা রফতানি পণ্য
- পোশাক শিল্পের কাঠামোগত দুর্বলতা
- কৃষিকে আধুনিকীকরণের ঘাটতি
- কৃষকের ন্যায্যমূল্য না পাওয়া
- মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি
- মানবাধিকার লঙ্ঘন
- সুশাসন ও জবাবদিহিতা জোরদারকরণ

প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা, অবকাঠামোর অভাব ও জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার পরও জনগণের টিকে থাকার সক্ষমতা বাংলাদেশকে সাফল্য এনে দিয়েছে। স্বাধীনতার ৫০ বছরে নিজেদের অর্জন ও ব্যর্থতাগুলোর বিশ্লেষণ ও দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। আয় ও সম্পদের বৈষম্য বেড়েছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে আমাদের বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তা উত্তরণের জন্য আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যব্যবহার, বিরাট জনসংখ্যাকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগের ব্যবস্থা করা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসনের প্রতি সরকারকে নজর দিতে হবে।

আমাদের এসডিজির যাত্রা শুরুর সময় ২০১৬-২০ সময়কালে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চলমান ছিল। বর্তমানে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক (২০২১-২৫) পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আগামীতে নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়ন, ভিশন ২০৪১, ভিশন ২০৭১ এবং ডেল্টা প্লান ২১০০ এর মাধ্যমে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আবির্ভূত হবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীঃ বাঙালির প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

এইচ এম গোলাম রাব্বি
রোল নং- এফ-৬২৩

কবি শামসুর রাহমান তাঁর “স্বাধীনতা তুমি” কবিতায় বলেছেনঃ

স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল ঝাঁকরা চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা-

স্বাধীনতা মানুষের সর্বাধিক আরাধ্য ও আকাঙ্ক্ষার বিষয়। পরাধীনতায় কেউ বাঁচতে চায় না। ইতিহাসের প্রতি মুহূর্তে সংগ্রামী বাঙালি জাতি স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য লড়াই করেছে এবং প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার স্বপ্নটা অধরা থেকে গিয়েছিল দীর্ঘকাল। আর বাঙালি জাতির সে অধরা স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বপ্ন, স্বাদ ও প্রত্যাশা যে মহান নেতার পরশে সত্য হয়ে ওঠে, তিনি হলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় দীর্ঘ নয় মাসের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতি ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার লাল সূর্য। তারপর থেকে শুরু হয় জাতি ও দেশ গঠনের নতুন পথচলা। ২০২১ সালে স্বাধীনতার অর্ধশত বছর বা সুবর্ণজয়ন্তী পূর্ণ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাংলাদেশ একই সাথে উদযাপন করছে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষ। দীর্ঘ ৫০ বছরের পথচলায় বাঙালি জাতির প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির হিসেবটা যেমন, তেমনি ভবিষ্যতের সমৃদ্ধ পথচলার অঙ্গীকারের বিষয়টিও আজ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী।

নির্মলেন্দু গুণ তার স্বাধীনতা- এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হল কবিতায় বলেছেনঃ

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে ,
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল ,
সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর- কবিতা খানিঃ

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা লাভ বাঙালি জাতির ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ১৯৪৭ সালে দুভাগে বিভক্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে শোষণ করতে শুরু করে। সময়ের পরিক্রমায় শোষণ ও বঞ্চনা ধীরে ধীরে পুঞ্জিভূত হতে হতে বিকাশ ঘটায় জাতীয়তাবাদী চেতনার যা এক সময়ে এসে মহাবিস্ফোরণের সৃষ্টি করে। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ এর নির্বাচন, ১৯৫৬ এর সংবিধান প্রণয়ন, ১৯৫৮ এর সামরিক শাসন, ১৯৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ এর ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৮ এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর নির্বাচন পেরিয়ে আসে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, নারী, পুরুষ, দিনমজুর, বুদ্ধিজীবী, শিল্পীসহ সকল স্তরের লাখ কোটি মানুষ জান-প্রাণ বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশ মাতৃকাকে মুক্তি করার সংগ্রামে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর, দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বীর বাঙালি জাতি ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার লাল সূর্যকে। ফলশ্রুতিতে বিশ্বের বুকে অভ্যুদয় ঘটে লাল-সবুজের পতাকা শোভিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। বাংলা জয়ন্তী শব্দের অর্থ হলো জন্মতিথি উৎসব। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা জাতির জন্মতিথি উপলক্ষে উদযাপিত উৎসব হচ্ছে জয়ন্তী। সাধারণত ২৫, ৫০, ৬০, ৭৫ এবং ১০০ বছর উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। ২৫ বছরে রজতজয়ন্তী, ৫০ বছরে সুবর্ণজয়ন্তী, ৬০ বছরে হিরকজয়ন্তী, ৭৫ বছরে প্লাটিনামজয়ন্তী এবং ১০০ বছরে শতবর্ষ উৎসব উদযাপিত হয়। ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণার মাধ্যমে। সে হিসেবে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ পূর্ণ হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী।

দীর্ঘ সংগ্রামের পথ বেয়ে অর্জিত স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদযাপন করছে বাংলাদেশ। এদেশের মানুষের সামনে এখন সোনালী ভবিষ্যতের হাতছানি। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সঙ্গে বাংলাদেশ উদযাপন করছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে ১০ দিনের বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতিদিন থিম ভিত্তিক আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অডিও-ভিজুয়াল এবং অন্যান্য বিশেষ পরিবেশনের মাধ্যমে উদযাপিত হয় অনুষ্ঠানটি। ১০ দিনের অনুষ্ঠান মালার থিমগুলি হলঃ

- ১৭ মার্চ– ভেঙেছে দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ময়;
- ১৮ মার্চ– মহাকালের তর্জনী;
- ১৯ মার্চ– যতকাল রবে পদ্মা, যমুনা;

- ২০ মার্চ– তারুণ্যের আলোক শিখা;
- ২১ মার্চ– ধ্বংসস্তুপে জীবনের গান;
- ২২ মার্চ– বাংলার মাটি আমার মাটি;
- ২৩ মার্চ– নারীমুক্তি, সাম্য ও স্বাধীনতা;
- ২৪ মার্চ– শান্তি-মুক্তি ও মানবতার অগ্রদূত;
- ২৫ মার্চ– গণহত্যার কালরাত্রি ও অভিযাত্রা এবং
- ২৬ মার্চ– স্বাধীনতার ৫০ বছর ও অগ্রগতির সুবর্ণরেখা।

উক্ত অনুষ্ঠান মালায় প্রামাণ্যচিত্র স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সহ বিভিন্ন দেশের রাষ্টপ্রধান, সরকারপ্রধান, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ধারণকৃত বক্তব্য প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ ধারাবাহিকভাবে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহাম্মদ আলী, শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং, সর্বশেষ ২৬ মার্চের অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উপস্থিত থেকে উক্ত অনুষ্ঠান সাফল্যমন্ডিত করেন। প্রত্যেক দিনের অনুষ্ঠানমালা টেলিভিশন চ্যানেল, অনলাইন মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

আবহমানকাল থেকে তিলে তিলে গড়ে ওঠা বাঙালি জাতির মুক্তি, সংগ্রাম, স্বপ্ন, স্বাদ ও প্রত্যাশার অপূর্ব সমন্বয় হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা; বাঙালি বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছে। তাই স্বাধীনতা যেমন এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জনের গৌরবে উদ্ভাসিত তেমনি বহু প্রত্যাশার স্মারক। অর্থাৎ স্বাধীনতা যেমন প্রাপ্তির, তেমনি প্রত্যাশার। বহুদিনের শোষণ, নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার বাঙালি জাতি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির পাশাপাশি ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সুশাসন ও বৈষম্যমুক্ত একটি সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা ছিল তাদের প্রত্যাশা। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা তথা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি অর্জন সম্পন্ন হলে জাতির সামনে সবচেয়ে বড প্রত্যাশা হয়ে দাঁড়ায় একটি ক্ষুধা ও দারিদ্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ে তোলা। বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে দেশ ও জাতি গঠনের কাজে হাত দেন। এ লক্ষ্যে তিনি ঘোষণা করেছিলেন দ্বিতীয় বিপ্লব অর্থাৎ বাকশালের ডাক দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক তিনি তা শেষ করতে পারেননি। এই বিপ্লব শেষ করার পূর্বেই তিনি কতিপয় পথভ্রষ্ট, বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী সেনা সদস্যের হাতে সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন। ফলে থেমে যায় দেশ গঠনের কাজ। দেশের রাজনীতিতে ঘটে পরিবর্তন

ও আদর্শবিচ্যুতি। দেশের শাসন ক্ষমতায় আসে জলপাই রংয়ের শাসন। পরবর্তীতে ৯০-এর দশকে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার নতুন পথে চলতে শুরু করে দেশ। এক সময় ক্ষমতায় আসেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা। তিনি দেশ পরিচালনায় বঙ্গবন্ধুর নীতি, আদর্শ ও দর্শনকে আঁকড়ে ধরেন। ফলে ধারাবাহিকভাবে আসতে শুরু করে সাফল্য ও উন্নতি। এমন মাহেন্দ্রক্ষণে জাতির কাছে এসে উপস্থিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ। সরকার এ অপূর্ব সুযোগকে কাজে লাগতে এই দুই মহতি উৎসবকে একসঙ্গে পালনের সিদ্ধান্ত নেন মহাসমারোহে। তবে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদযাপনের লক্ষ্য শুধু মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ ও সম্মান জানানোর আনুষ্ঠানিকতা নয় বরং সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলার অঙ্গীকার গ্রহণের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শনের উৎকর্ষতাকে সর্বজনীন পরিমণ্ডলে তুলে ধরা। দেশ ও জাতির পরিচালনার পথে তার দর্শনকে আঁকড়ে ধরা। সোনার বাংলা বিনির্মাণে তার স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর নির্দেশিত পথেই এগিয়ে যাওয়া। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং মুজিব শতবর্ষে এটাই আমাদের চাওয়া, আমাদের প্রত্যাশা ।

সুকান্ত ভট্টাচার্জ তার দুর্মর কবিতায় বলেছেনঃ

সাবাশ বাংলাদেশ!

এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়

জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার

তবু মাথা নোয়াবার নয়।

পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বা পঞ্চাশ বছর একটি দেশের জন্য খুব দীর্ঘ সময় নয়। যদিও এই পঞ্চাশ বছর আমাদের অনেক উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, তবু আমাদের অর্জন বা প্রাপ্তির খাতা বিশাল। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল, অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী এবং রাষ্ট্র হিসেবে স্বনির্ভরশীল। আমাদের স্বাধীন দেশের প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা সময়ের সাথে পূর্ণ হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও সে ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করতে হবে। তবে যাদের সংগ্রাম ও ত্যাগের বিনিময়ে আমরা বিজয় অর্জন করেছি তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করে আজকের দিনে আরেকবার আমরা শপথ নিতে চাই, বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গেই রাখব। একথা অনস্বীকার্য যে, পঁচাত্তরে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার পর বাংলাদেশ স্বাধীনতা জনআকাঙ্ক্ষা ও জনপ্রত্যাশার বিপরীত মুখে হেঁটেছিল। সময়ের বিবর্তনে তা আবার সঠিক পথে প্রত্যাবর্তন করে। স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষে আমাদের সকলের প্রত্যাশা থাকবে সেই পথ ধরে উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করা।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী

সৌমেন্দ্র কুমার বাইন
রোল নং- ৮৩৯

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর, ত্রিশ লক্ষ শহীদের বুকের রক্ত ও দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক এক স্বাধীন রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ভয়াল কালোরাতে, সেই স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জন্মলগ্নের অর্ধ শতাব্দী পর ২৬ মার্চ,২০২১ এ বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তীর স্বাধলাভ করলো। জাতির পিতা যে সোনার বাংলার স্বপ্ন লালন করে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, ২০২১ সালে তার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতধরে বাংলাদেশ সেই লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে এক দূর্বার গতিতে। এদিন স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে সারাদেশ উৎসবমুখর পরিবেশে, লাল-সবুজের বাহারি রঙের আলোক সজ্জায় আলোকিত হয়েছিলো। দেশের প্রতিটি সরকারি, বেসরকারি, ধর্মীয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এই দিনটি পালন করেছে যথাযথ সন্মান ও শ্রদ্ধার সাথে।

দীর্ঘ ২ যুগ ধরে পাকিস্থানী শাসক গোষ্ঠী নির্যাতনের যে শৃঙ্খল আমাদের পায়ে পরিয়ে দিয়েছিলো, ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা ছিলো সেই শৃঙ্খল ভাঙার হাতিয়ার স্বরূপ। এই দীর্ঘ সময়ে বাংলার আপামর জনগণ সহ জাতির পিতাকে সহ্য করতে হয়েছে অবর্ননীয় অত্যাচার আর জেল জুলুম। তবুও পাকিস্তানি শাসন শোষণকে প্রতিহত করতে বারবার দৃঢ় চিত্তে নিজেদের প্রান উপসর্গ করতে বিন্দুমাত্র পিছপা হয় নাই বীরের জাতি। দীর্ঘ ২৪ বছর পশ্চিম পাকিস্তানি দোসরদের শাসন ও শোষণের শিকার বাঙালী জাতি। অনেক যুদ্ধ সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বুকের রক্ত দিয়ে গেছে বার বার। পরাধীনতার কালোধোয়াকে কখনোই গায়ে মাখেনি বীরের জাতি। পাকিস্তানি বংশদ্ভূত লেখক, সিদ্দিক সালিক তার “উইটনেস টু স্যারেন্ডার” গ্রন্থে জাতির পিতার স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি খুব সুন্দর ও ওজস্বী ভাষায় সেই বর্ননা দিয়েছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্ট, ভয়াল কালো রাতে পাকিস্তানি দোসররা জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মূল করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্তব্ধ করে

ফেলে, দেশকে নিক্ষেপ করে নরকের ভিতর, সেখান থেকে দীর্ঘ সময় পর দেশের পালে উন্নতির ছোয়া লাগায় জননেত্রী শেখ হাসিনা। দেশকে সঠিক দিশায় নেয়ার জন্য বার বার নিজের জীবন বাজি ধরেছেন। মৃত্যুর প্রবল থাবাও জননেত্রীকে বিন্দু পরিমাণ বিচলিত করতে পারে নাই।

স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দীর পর বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে স্ব মহিমায়। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের রোল মডেল। বিশ্ব আজ বাংলাদেশকে অনুসরণ করে। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ আর স্বপ্ন নয় বরং তা আজ বাস্তব। বাংলাদেশের বর্তমান মাথাপিছু আয় প্রায় ২৫০০ মার্কিন ডলার, জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৮% এর বেশি, রিজার্ভ ৪০ হাজার মার্কিন ডলারকে অতিক্রম করেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন আর্ত-সামাজিক সূচকে নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ বদ্ধ পরিকর। উত্তরোত্তর উন্নতির মাধ্যমে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে ভিশন-২০৪১ এর দিকে। এগিয়ে চলেছে তার স্বপ্নের রাজপথ ধরে। আর সেই পথের দিশারি জননেত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর বাস্তববাদী চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতার মিশেলে বাংলাদেশ আজ তার সোনালি সিঁড়ির সন্ধান পেয়েছে। উন্নয়নের ছোয়া লেগেছে দেশের প্রতিটি কোনায় কোনায়। আকাশ থেকে সমূদ্র জয় করার মাধ্যমে ক্ষুধা দারিদ্র্য দূর করে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। দেশের অবকাঠামোগত আমূল পরিবর্তন ঘটছে। পদ্মা সেতু নিজের অর্থায়নে নির্মান করে বাংলাদেশ সারা বিশ্বকে জানান দিয়েছে, সেই আগামী দিনের লিডার। দেশে অসংখ্য মেগা প্রকল্প চলমান রয়েছে, নতুন নতুন স্থাপনা দেশের অর্থনীতির চাকাকে ঘুরিয়ে চলেছে দ্বিগুণ গতিতে, শুধু পদ্মা সেতু দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ২১ টি জেলাকে রাজধানীর সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়বে ১.২%। আরো কিছু মেগা প্রকল্প চলমান আছে যেমন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মেট্রোরেল প্রকল্প, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, এলএনজি টার্মিনাল নির্মান, মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্প, পায়রা গভীর সমূদ্র বন্দর নির্মান, পদ্মা সেতু রেল সংযোগ, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর ইত্যাদি। দেশে বিভিন্ন রকম উন্নয়ন প্রকল্প দারিদ্র্য বিমোচনে অপরিসীম ভুমিকা পালন করছে। তার ভিতর উল্লেখযোগ্য আশ্রায়ন প্রকল্প, একটি বাড়ি একটি খামার, শতভাগ বিদ্যুতায়ন, গণশিক্ষা কার্যক্রম, ডিজিটাল বাংলাদেশ, শিক্ষা সহায়তা, নারীর ক্ষমতায়ন, কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, বিনিয়োগ বিকাশ, পরিবেশ সুরক্ষা ইত্যাদি। এগুলো দেশকে নিয়ে যাবে এক অন্য স্তরে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে বিনামূল্যে বই বিতরণ, উপবৃত্তি প্রদান সহ আরো বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষাকে সহজিকরণ করা হয়েছে সাথে সাথে শিক্ষাকে আর বোঝা হিসাবে দেখার কোন সুযোগও রাখা হয় নাই। বর্তমানে শিক্ষার হার ৭৩%। স্বাস্থ্যখাতেও বাংলাদেশ ঈর্শনীয় সাফল্য অর্জন

করেছে। দেশীয় প্রয়োজন মিটিয়ে বিদেশে ঔষধ রপ্তানী করছে। চিকিৎসা ব্যবস্থার সহজিকরনের ফলে জনগনের গড় আয়ুও বেড়ে গেছে উল্লেখ্যযোগ্য হারে। এখন গড় আয়ু ৭৩ বছরের উর্ধে। নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে আলাদাভাবে নজর কেড়েছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে আজ নারীর অংশগ্রহন চোখে পড়ার মত। দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ দেশের উন্নতিকে আরো ত্বরান্বিত করেছে। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে বাংলাদেশ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে বিশ্বের সাথে তাকে তাল মিলিয়ে। বাংলাদেশে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের এই স্বর্ণ যুগে নারী এদেশকে নিয়ে যাচ্ছে এই ভিন্ন জগতে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে সেই দিন আর বেশি দূরে নেই যেখানে আপামর জনসাধারণের ভিতর নারীকে আর পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে না।

স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী ও মুজিব বর্ষকে এক সুতোয় গাঁথা হয়েছিলো। কিন্তু অতিমারী করোনা সেই সোনালীক্ষণকে উদযাপনে বাধা বাঁধে। করোনায় সারা বিশ্ব যেখানে দিশেহারা সেখানে বাংলাদেশ করোনার ভয়াল থাবাকে মোকাবেলা করেও সমস্ত অর্থনৈতিক সূচকে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করেছে এবং করে চলেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রবর্তন, পরিবর্তন ও উন্নয়ন সারা দেশকে পৌঁছে দিয়েছে এক ভিন্ন জগতে। দেশের ক্ষুদ্রতি ক্ষুদ্র সেবাও আজ ডিজিটাল মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। দেশের প্রতিটি বড় বড় শহরে টেকনোলোজি পার্ক স্থাপন সহ আই টি খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। দেশে বর্তমানে মোবাইল ফোন ব্যবহার কারীর সংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি আর ইন্টারনেট ব্যাবহার কারীর সংখ্যা ৯ কোটি। দেশে ৫ জি প্রযুক্তি চালু হয়েছে। দেশের প্রতিটি স্কুল, কলেজে ও সর্বস্তরে টেকনিক্যাল শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আই টি সেক্টর দেশে ও বিদেশে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। আর এভাবেই বাংলাদেশ হয়ে উঠবে উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশ।

আগামীর উন্নত বাংলাদেশ হবে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা। যেখানে কোন ক্ষুধা দারিদ্র্য থাকবে না, থাকবে না কোন হানাহানি। সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে জননেত্রী শেখ হাসিনা ও তার সরকার। এ যেন এক বিশাল কর্মপরিকল্পনা। সকল সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এই কর্ম পরিকল্পনাকে ধারন করেছে এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। যদিও স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দী পার করেছে বাংলাদেশ, কিন্তু তার আবার ২৫ বছর ছিল সামরিক শাসন ও স্বাধীনতা বিপক্ষ শক্তির অধীনে। এই সময়ে বাংলাদেশের উন্নতি তো দূরের কথা, দেশ তলিয়ে গিয়েছিলো দুর্নীতির অতল সাগরে। দেশকে নিজেদের গোলাম করে রেখেছিলো স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি। সেখান থেকে উত্তরণ করে, সুখি-সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মানের জন্য বর্তমান সরকার নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এই লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১, এজেন্ডা-২০৩০,

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, রূপকল্প-২০৪১, ডেল্টা প্লান- ২১০০ এক যুগোপযোগী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। রূপকথার গল্পের মত কোন এক অদৃশ্য যাদুর কাঠির ছোয়ায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তীতে এক অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করেছে, ভবিষ্যতে আরো করবে।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

মোঃ রাসেল রানা
রোল নং- ৮০১

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে মাথা তুলে দাঁড়ায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্বাধীনতার মাত্র ৫০ বছরেই বর্তমান পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোর কাছে উন্নয়নের রোল মডেল বাংলাদেশ। নানা চরাই উৎরাই পেরিয়ে একটি উন্নত সমৃদ্ধশালী দেশ হওয়ার পথে সগৌরবে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী হলো ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের কাছ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ৫০ বছরপূর্তি পালনের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত একটি বার্ষিক পরিকল্পনা। সরকার ২৬ মার্চ ২০২১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের ঘোষণা দিয়েছে।

২০০৮ সালের সংসদীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্তেহারের মধ্যে ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে "রূপকল্প ২০২১" ঘোষণা করে, যেখানে ২০২১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নশীল, ডিজিটাল ও আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রত্যয় দেয়া হয়। এরই সঙ্গে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মুজিব বর্ষও পালিত হয়।

বর্তমান পৃথিবীর উদীয়মান ১১ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি। বিগত প্রায় এক দশক ধরে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের উপরে ধরে রেখেছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ ছিল একটি কৃষিপ্রধান দেশ কিন্তু আজ এদেশের জিডিপিতে কৃষির অবদান মাত্র ১৩ শতাংশ, শিল্পের অবদান ৩০ শতাংশ, সেবা খাতের অবদান ৫৭ শতাংশ। কৃষিপ্রধান দেশ থেকে ক্রমান্বয়ে একটি শিল্প সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হচ্ছে বাংলাদেশ।

মহামারি করোনাকালীন সময়ে বিশ্বের সব দেশে যখন প্রবৃদ্ধির হার কমে যাচ্ছে, তখন বাংলাদেশে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার নির্ধারণ করা হয়েছে ৮.২ শতাংশ এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বলছে, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ অর্জিত হতে পারে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২.৫%, যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে

৮.১৫%। ১৯৭২- ৭৩ সালে বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফিতি ছিল ৪৭% যা এখন মাত্র ৬.২%। প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফিতীর স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এশিয়ার মধ্যে প্রথম।

স্বাধীনতার পরাজিত শক্তিরা বলেছিল–আগামী ১০০ বছরের মধ্যেও বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১ হাজার ডলার ছাড়াবে না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মাত্র ৫০ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ২৫৫৪ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। অথচ ১৯৭০-এ মাথাপিছু গড় আয় ছিল ১৪০ ডলার।

১৯৭২-১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের আকার ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা অথচ জাতীয় সংসদে ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়েছে।

করোনাকালীন কঠিন সময়েও বাংলাদেশে গত ফেব্রুয়ারি, ২০২১ -এ ১৭৮ কোটি ডলার রেমিটেন্স এসেছে; যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ঘটনা। ১৯৭৪- ৭৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ছিল ৩৮৩ মিলিয়ন ডলার যা বর্তমানে ৮১ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১.২ বিলিয়ন ডলার। একই সঙ্গে বেড়েছে রপ্তানি পণ্যের সংখ্যাও।

হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু অতি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ৫০ বছরে বাংলাদেশ নামক ঝুড়িটি আর তলাবিহীন নয়; ঝুড়ি এখন সাফল্যে পরিপূর্ণ। বর্তমানে বাংলাদেশের রিজার্ভ ৪৪ বিলিয়ন ডলার।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষের সাক্ষরতার হার ছিল ১৬.৮ শতাংশ, অথচ বর্তমানে সাক্ষরতার হার বেরে দাড়িয়েছে ৭৫.৬ শতাংশ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ছিল ৪৬ বছর, যা বর্তমানে ৭৩ বছর।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে মহাকাশ বিজ্ঞানের যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। এটি বাংলাদেশের প্রথম ভূস্থির যোগাযোগ ও সম্প্রচার উপগ্রহ। এর মধ্য দিয়ে ৫৭তম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের তালিকায় বাংলাদেশ অবস্থান করে নিয়েছে।

নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতুর অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সেতুটি এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অবকাঠামোগত প্রকল্প।

১২৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের ৯৫ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে প্রায় ২১,৬২৯ হাজার মেগাওয়াট। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়িত হচ্ছে। চার-লেন, ছয়-লেন ও আট-লেন জাতীয় মহাসড়ক, উড়াল সেতু, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, মেরিন ড্রাইভ, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেতু, বঙ্গবন্ধু টানেল নির্মাণের মাধ্যমে যুগান্তকারী উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক অবস্থানের কৌশলগত গুরুত্ব বিবেচনায় কক্সবাজারের মহেশখালীর মাতারবাড়িতে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের কাজ শুরু হয়। চুক্তি অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এর নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

২০১৬ সালের ২৬ জুন দেশের প্রথম মেট্রোরেল নির্মাণের কাজ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০২২ সালের ডিসেম্বরের আগেই মেট্রোরেলে যাতায়াত করতে পারবে রাজধানীবাসী। চট্টগ্রাম শহরের সাথে আনোয়ারাকে যুক্ত করতে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে তৈরি হচ্ছে সাড়ে তিন কিলোমিটারের বঙ্গবন্ধু টানেল।

২০০৯ সালে মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমানা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য হেগের সালিশি আদালতে নোটিশ করলে ২০১২ সালে মিয়ানমার ও ২০১৪ সালে ভারতের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ সমুদ্রসীমার রায় পায়। এতে ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারের রাষ্ট্রীয় সমুদ্র, ২০০ নটিক্যাল মাইল অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল মহীসোপান এলাকায় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে বাংলাদেশ।

১৫টি মোবাইল ফোন গ্রাহক, ৯ কোটিরও বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী, ফোর জি মোবাইল প্রযুক্তি চালু, মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট, অনলাইনে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, ই-টেন্ডার প্রবর্তন, ইউনিয়ন পর্যায়ে ডিজিটাল সেবা কেন্দ্র, ই-কমার্স প্রভৃতির মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ আর স্বপ্ন নয়, বরং বাস্তব।

বিশ্বের মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ ৩য়, সবজি উৎপাদনে ৩য়, চাল উৎপাদনে ৪র্থ, আলু উৎপাদনে ৭ম, আম উৎপাদনে ৯ম, খাদ্যশস্য উৎপাদনে ১০ম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ।

বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, আশ্রয়ণ প্রকল্প, একটি বাড়ি একটি খামার, দুস্থ ভাতাসহ সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমানকে নিশ্চিত করা হয়েছে। শিল্পায়ন এবং বিদেশী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

বৈশ্বিক মহামারী করোনা মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কার্যকর পদক্ষেপের কারণে বিশ্বের উন্নত দেশের চেয়েও এই সংকট ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিতে সরকার অটল রয়েছে যার ভূয়সী প্রশংসা করেছে আন্তর্জাতিক বিশ্ব।

২০৩২ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের বড় ২৫টি অর্থনীতির দেশের একটি হবে। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের ১৪৫টি দেশে বাংলাদেশের ওষুধ রপ্তানি হচ্ছে। করোনা মোকাবিলায় টিকা হিসেবে বঙ্গভ্যাক্স নামে টিকার উৎপাদন শুরু করেছে বাংলাদেশ।

দেশের ১০০% শিশুকে উপবৃত্তির আওতায় আনা হয়েছে। বিশ্বমন্দা, করোনা সংকট সফলভাবে মোকাবিলা করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি সূচকে এগিয়ে গেছে প্রিয় স্বদেশ।

মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা বাসস্থানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে। ইতিমধ্যে সরকার ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও তৈরি ঘর প্রদান করেছে। সরকারের লক্ষ্য মুজিববর্ষে যাতে কেউ গৃহহীন না থাকে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৬তম বৈঠকের ৪০তম প্লেনারি সভায় এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। আর এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে পরবর্তী ধাপে উত্তরণের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করল।। ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে গণ্য হবে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত, শোষণহীন এক সোনার বাংলাদেশ। তার সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ভিশন ২০২১ দিয়েছেন এবং বাস্তবায়ন করেছেন যার মধ্য দিয়ে আমরা উন্নয়নশীল দেশ উন্নীত হয়েছে এবং ভিশন ২০৪১ এর মাধ্যমে আমরা আধুনিক এবং উন্নত দেশে পরিণত হব ইনশাআল্লাহ। তাই বলা যায়, উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলেছি দুর্বার, এখন সময় বাংলাদেশের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

ইসফাকুল কবির সরকার
রোল নং- ৮০২

বাংলাদেশ, তা যে নামেই পরিচিত হোক না কেন, সবসময় ছিল প্রাচুর্যে ভরপুর। কিন্তু উপনিবেশবাদী ও দখলদার শক্তিগুলো বারবার হানা দিয়েছে এই বাংলায়, লুট করে নিয়ে গেছে সব সম্পদ আর পরাধীন করে রেখেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। ব্রিটিশদের হটানোর মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার সূর্য প্রত্যাশার লড়াইয়ে এই বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ ও জনমানুষের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু, ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত পাকিস্তানে প্রকৃত স্বাধীনতা আসেনি। বরং অতীতের সমস্ত কালো অধ্যায়কে ছাপিয়ে এক নিকষ অন্ধকার যেন নেমে এসেছিল বাংলায়। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের চূড়ান্ত রূপ দেখা গেল ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত, শোষনে পাকিস্তান ছাড়িয়ে গেল অতীতের সব শোষকদের। প্রতিবাদের বিপরীতে দমন-পীড়নে এবং ১৯৭১ সালের নির্মম ধ্বংসযজ্ঞে বাংলাদেশকে 'পোড়ামাটি' বানাতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু, ষড়যন্ত্র, হত্যা, ধর্ষন, লুণ্ঠন আর যাবতীয় দানবীয় নির্যাতনের মুখেও হার না মানা বাংলাদেশ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করেছিল ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। ২০২১ সালে আমরা উপনীত হয়েছি স্বাধীনতার ৫০ বছর তথা সুবর্ণজয়ন্তীতে এবং বাংলাদেশ দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলছে সমৃদ্ধির পথে।

নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী সাংগ্রামের পর আসে বাঙালীর চির-আকাঙ্খার স্বাধীনতা। তবে, পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাংলাদেশকে পঙ্গু করে দিতে চেয়েছিল অর্থনীতি ও সংস্কৃতিসহ সব দিক থেকে। তাই তারা যেমন পরাজয় বরণের আগমুহূর্তেও নির্বিচারে হত্যা করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের, তেমনি অকল্পনীয় ধ্বংসযজ্ঞ চালায় সারা বাংলাদেশে। সম্ভবত, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাাংলাদেশ পুনর্গঠন ছিল এ সদ্যস্বাধীন দেশটির জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এ দেশের স্বজন ও ঘরহারা মানুষের খাবার, আশ্রয় এবং পুনর্বাসনের জন্য দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রচেষ্টা চলে। যদিও টিকে থাকার এ লড়াইকে অনেকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে ব্যঙ্গ করে; হানাদার বাহিনীর আন্তর্জাতিক মিত্ররা বাংলাদেশের পথচলাকে কন্টকাকীর্ণ করে রাখে; তবু

তাঁর সংগ্রাম থামে না। অল্প সময়ের মধ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন, সংবিধান প্রণয়ন, এক কোটি মানুষের পুনর্বাসন, যোগাযোগ ও শিক্ষার উন্নয়ন, জমির খাজনা মওকুফ, মুক্তযোদ্ধাদের ও দুস্থ নারীদের জন্য কল্যাণ ট্রাস্ট বা সংস্থা, স্কুল প্রতিষ্ঠা ও সরকারীকরণসহ অসংখ্য কর্মসূচী গ্রহণ করেন। কিন্তু, ১৯৭৫ সালেই দেশের ভেতরে বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা করার মতো কলঙ্কজনক ইতিহাস রচিত হলে বাংলাদেশ পিছিয়ে যায় অনেক বছর।

বঙ্গবন্ধুকে হয়ত হত্যা করতে পেরেছে কতিপয় দেশদ্রোহী, কিন্তু তাঁর স্বপ্নকে হত্যা করা যায় না। তাই তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে ২০০৮ সালে বর্তমান সরকার ঘোষণা করে রূপকল্প-2021। 2021 সালে বাংলাদেশ পঞ্চাশ বছরে পা রাখবে। সুবর্ণজয়ন্তীর এই লগ্নে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশকে আমরা যে অবস্থানে দেখতে চাই, তার রূপরেখাই এতে পরিষ্কারভাবে বিবৃত হয়েছে। আর সে অনুযায়ী উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় একটি মধ্যম আয়ের দেশ, সমৃদ্ধতর বাংলাদেশ, উপহার দেয়ার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার নিয়ে এটি ঘোষণা করা হয়েছে। রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে ২২টি লক্ষ্য অর্জনে কাজ করার ঘোষণা দিয়েছে বর্তমান সরকার। এর মধ্যে রয়েছে: বিকাশমান অর্থনীতি, দারিদ্র্য মুক্তি, সামাজিক ন্যায়বিচার, নারীর সমঅধিকার, অংশীদারিত্বমূলক সহিষ্ণু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, আইনের শাসন, মানবাধিকার, সুশাসন ও দূষণমুক্ত পরিবেশ।

রূপকল্প-২০২১ এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা যেখানে চরম দারিদ্র্য সম্পূর্ণভাবে বিমোচিত হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে, যাতে রয়েছে: গণতন্ত্র ও কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা করা; ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ এবং জনপ্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক অবকাঠামো বিনির্মাণ করা; দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা; নারীর ক্ষমতায়ন এবং সমঅধিকার নিশ্চিত করা; এমনভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের রূপরেখা প্রণয়ন করা যাতে মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণের নিশ্চয়তা থাকে, জনগণ ও শ্রমশক্তির সুরক্ষার বন্দোবস্ত থাকে, দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্যবস্থা থাকে, খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে, জ্বালানি ও বিদ্যুতের নিশ্চয়তা থাকে, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন হয় ইত্যাদি। ২২টি লক্ষ্যমাত্রা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে সত্যিকার অর্থে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নে সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের গড় উৎপাদন প্রবৃদ্ধির (জিডিপি) হার ছিল ৫.৪ শতাংশ অথচ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এই হার ৮.১৩ শতাংশ; এবং করোনার বিশ্বব্যাপী আক্রমণ মোকাবেলা করেও এ বছর ৬.৪ শতাংশ এবং পরের বছর তা আরো বাড়ার (৬.৯) কথা বলছে বিশ্বব্যাংক। মাথাপিছু আয় ছিল ৫৪৩ মার্কিন ডলার যা বর্তমানে 2227 মার্কিন ডলার (অর্থনৈতিক সমীক্ষা 2021)। শুধু আয় বেড়েছে তা নয়,

মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। বাজেটের আকার বৃদ্ধি পেয়েছে রেকর্ড, বাজেট বাস্তবায়নে পরনির্ভরতা কমছে উল্লেখযোগ্য হারে। সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির কারণে দারিদ্র্যের হার নিম্নমুখী। বর্তমানে চরম দারিদ্র্যের হার ১ শতাংশেরও নিচে।

জিডিপির হিসেবে, ক্রয়ক্ষমতার বিবেচনায় আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতির ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ঈর্ষণীয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছাড়াও সামাজিক উন্নয়নের যেকোন সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি অভূতপূর্ব। অল্প দিনের মধ্যেই চালু হবে বাংলাদেশের জনমানুষের বহুকাঙ্ক্ষিত পদ্মা সেতু। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণের সফলতা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে একটি মাইলফলক। এছাড়া রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশে অনেক বড়-ছোট প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। সারা দেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্যে দেশের ইউনিয়ন পর্যায়ে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি উপজেলাকে ইন্টারনেট সেবার আওতায় আনা হয়েছে। বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১২ কোটির অধিক এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি। খাদ্যে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষিতে শিক্ষিত উদ্যোক্তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বের ১৫৭টি দেশে বাংলাদেশের ৮৬ লাখের অধিক শ্রমিক কর্মরত আছেন যারা রেমিটেন্সের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন দেশের সমৃদ্ধির পথে অগ্রযাত্রায়।

সম্প্রতি বাংলাদেশকে বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে অনেকে বিবেচনা করছে এবং দক্ষিণ এশিয়ার প্রাণশক্তি হিসেবে বিবেচনা করছে। বিবেচনা করছে 'এশিয়ান টাইগার' হিসেবে। একসময় দক্ষিণ কোরিয়াকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে চিহ্নিত করা হতো এখন সে স্থান নিয়েছে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল তাদের পূর্বাভাসে বলেছে মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদনে ভারত ও পাকিস্তানকে পেছনে ফেলার পথে রয়েছে বাংলাদেশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরেই পাকিস্তানকে মাথাপিছু আয়ে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ। পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল ১ হাজার ৬৫২ ডলার, তখন বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় ১ হাজার ৭৫১ ডলার। পরের বছর তা আরও বেড়ে হয় ১ হাজার ৯০৯ ডলার। অন্যদিকে পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় কমে ১ হাজার ৪৯৭ ডলারে নেমে যায়। এভাবেই কয়েক দশক ধরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতের প্রায় সব সূচকে বাংলাদেশ পাকিস্তানের ওপরে উঠে গেছে।

বাংলাদেশের সমৃদ্ধির পথে এই অগ্রযাত্রা এখন সারা বিশ্বের জন্য দৃষ্টান্ত। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে অদম্য বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে উচ্চ আয়ের দেশ হবার পথে। শুধু পাকিস্তান নয়, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও আর্থ-সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে

গেছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশকে। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন সোনার বাংলার যাতে নিশ্চিত করা যায় মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ। বর্তমান সরকার সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। উন্নতির এই ধারা অব্যাহত রেখে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের মর্যাদা এনে দিতে নিজ নিজ স্থান থেকে অবদান রাখতে হবে, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এই হোক আমাদের সম্মিলিত প্রতিজ্ঞা।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

মোঃ রাসেল হোসেন
রোল নং- ৮১১

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষে বাঙালি জাতি নতুন উদ্দীপনায় তাঁরই নির্দেশিত পথে অর্থনৈতিক মুক্তির রথে এগিয়ে চলছে। ঠিক একই সময়ে জাতি পালন করছে তার পিতার জন্মশতবর্ষ, মুজিববর্ষ। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ অবিচ্ছেদ্য সূত্রে গাঁথা। ২০২১ সালেই বাংলাদেশ পার করল তার স্বাধীনতার গৌরবময় পঞ্চাশ বছর। দেশে বিদেশে পালিত হচ্ছে আমাদের গৌরবময় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। বছরটা যেন মহাকালের দুই মহান ধারার সংগমস্থল। এই মোহনায় বাঙালির আরেক সম্ভার যুক্ত হয়েছে জাতির জীবনের অন্যতম একটি অর্জন স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ। একসাথে তিনটি বিশেষ ঘটনার যোগসূত্রের এ বছরটি, আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে স্বর্ণাক্ষরে লেখা একটি বছর হিসেবে বিবেচিত হবে।

দীর্ঘ নয় মাসের নজীরবিহীন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে কোন অবকাঠামো ও সম্পদ ছিল না। বাংলাদেশ ছিল দক্ষিণ এশিয়ার দরিদ্রতম দেশ; শুধু দক্ষিণ এশিয়া নয়, বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের দরিদ্রতম দশটি দেশের একটি। বাংলাদেশের ৮৮ শতাংশ মানুষ দরিদ্র ছিল এবং বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতাও ছিল শতকরা ৮৮ ভাগ। ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শূন্য থেকে শুরু করেন দেশ বিনির্মাণের কঠিনতম কাজ। বঙ্গবন্ধু বলেন,

“স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলাম, আজ স্বাধীনতা পেয়েছি। সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছি, সোনার বাংলা দেখে আমি মরতে চাই”।

দেশের ভবিষ্যত নিয়ে শংকা প্রকাশ করেছেন অনেকে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অস্টিন রবিনসন 'ইকোনমিক প্রসপেক্টাস অব বাংলাদেশ' গ্রন্থে বাংলাদেশের টিকে থাকা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। তৎকালীন মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ির সাথে তুলনা করে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেন।

কিন্তু বঙ্গবন্ধু দৃঢ়কণ্ঠে সকলকে জানিয়ে দেন, "বাংলাদেশ এসেছে, বাংলাদেশ থাকবে"। অসীম সাহসী বঙ্গবন্ধু আর বাঙ্গালী জাতিকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারেনি।

পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের গুরুত্ব বিবেচনা করে বঙ্গবন্ধু প্রণয়ন করেন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮)। প্রতিবছর গড়ে ৫.৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। পরিকল্পনা প্রণয়নের ২য় বছরেই অর্থাৎ ১৯৭৪-১৯৭৫ সালে ৫.৫ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে দেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ ৯.৫৯ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। যদি আমরা ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টের কালো রাতে বঙ্গবন্ধুকে না হারাতাম আর একই ধারায় প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকতো তাহলে, আমাদের জিডিপির আকার ৩৫ বছরে ৩০০ বিলিয়ন এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ১.২ ট্রিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে উন্নত দেশের জিডিপির সমান হতো। কিন্তু কিছু বিপথগামী স্বাধীনতার চেতনাবিরোধীর কারণে আমাদের জাতির পিতা সে সুযোগ পাননি।

১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টের কালরাতের পর ১৯৮১ সালের ১৭ মে ছয় বছরের নির্বাসন ভেঙে সকল বাঁধা বিপত্তি অতিক্রম করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের প্রত্যয়ে দেশে ফেরেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশের মানুষের ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার গঠন করে দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের কাজে মনোনিবেশ করেন ১৯৯৬ সালে। ১৯৯৬-২০০১ সময়ে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয় ৫.৫ শতাংশ। গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৪.৪ শতাংশ। সর্বস্তরে স্বাধীনতার আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে জাতির পিতা ও জেল হত্যা মামলার বিচার, পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদন, গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি, দারিদ্র্যের হার ৪৪.৩ শতাংশে নামিয়ে আনা, গৃহায়ণ তহবিলের আওতায় গৃহহীনদের জন্য ঘরের ব্যবস্থা, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতার ব্যবস্থাকরণ, গড় আয়ু ৬৩ বছরে উন্নীতকরণ, একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচি চালুকরণ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থাকরণ, পাঁচ বছরে স্বাক্ষরতার হার ৪৪ থেকে ৬৫ শতাংশে উন্নীতকরণসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি শক্ত ভিত স্থাপন করেন।

২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পুনরায় সরকার গঠিত হয়। গত ১২ বছরের অসাধারণ সাফল্যের মাধ্যমে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ এখন উন্নয়ন অভিযাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে। এক যুগ আগের বাংলাদেশ আর আজকের বাংলাদেশ এক নয়। গত ১২ বছরে জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.৬ শতাংশ যা ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৭ শতাংশের উপরে ছিল এবং ২০১৮ ২০১৯ অর্থবছরে ৮ শতাংশ অতিক্রম করে। ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে আমাদের মাথাপিছু আয় ছিল ৫৪৩ মার্কিন ডলার যা বর্তমানে ২,২৫৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে। ওই সময়ে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪১.৫ শতাংশ যা বর্তমানে কমে দাঁড়িয়েছে ২০.৫ শতাংশ। জিডিপির আকার ৪ লাখ ৮২ হাজার ৩৩৭ কোটি থেকে ২৮ লাখ কোটি টাকা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল এক বিলিয়ন ডলারের কম যা বর্তমানে ৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে।

২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে বাজেটের আকার ছিল ৬১ হাজার কোটি টাকা যা বর্তমান অর্থবছরে দশগুণের মত বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের গড় আয়ু ২০০৫-২০০৬ বছরের ৫৯ বছর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০২০ সালে দাঁড়িয়েছে ৭২.৬ বছর। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ২ হাজার ৫০৫ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে বরাদ্দ ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ৪,৯০০ মেগাওয়াট থেকে ২৫,২২৭ মেগাওয়াটে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী জনসংখ্যা ৪৭ থেকে ৯৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

বাংলাদেশে বিগত ১২ বছর ধরে যে গতিতে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়েছে, তাতে দেশে উন্নয়নের একটা ধারাবাহিকতার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ২০২০ সালের মার্চে কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারি আমাদের উপর আঘাত হানে, যা এখনও দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর ঝুঁকি তৈরি এবং অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে বাঁধাগ্রস্ত করে চলেছে। ফলে, আমাদের এখন স্বাস্থ্যসেবার সক্ষমতা বাড়ানো ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় রোধের মাধ্যমে কোভিড-১৯ এর মোকাবেলা করে যেতে হচ্ছে।

এক সময়ের বিশ্বের দরিদ্রতম দশটি দেশের অন্যতম বাংলাদেশ আজ বিশ্বের ৪১তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। ব্রিটেনের অর্থনৈতিক সংস্থা সেন্টার ফর ইকোনমিক অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ (সিইবিআর) এর মতে, অর্থনৈতিক বিকাশ অব্যাহত থাকলে ২০৩৫ সাল নাগাদ বিশ্বের ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের উন্নয়নের অপ্রতিরোধ্য গতি আজ বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করেছে। স্বাস্থ্য বিধি পরিপালন নিশ্চিত করে ১৭-২৬ মার্চ ২০২১ এ আয়োজিত মুজিব জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর জাতীয় অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন বিশ্বনেতারা।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, “Bangladesh is an example of economic progress and a country of great hope and opportunity."

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, “বাংলাদেশ বিশ্বকে তার সামর্থ্য দেখিয়ে চলছে। এখন কেবল সামনে এগিয়ে যেতে হবে। আর দেরি করা যাবে না।”

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেন, বাংলাদেশের মানুষ বিগত পাঁচ দশকে সামাজিক অগ্রগতিতে বড় ভূমিকা রেখেছেন। তাদের এ উন্নতির জন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাই। আরও অভিনন্দন জানাতে চাই বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হওয়ায়।

এছাড়াও অংশগ্রহণকারী অন্যান্য সকল বিশ্বনেতাই স্বাধীনতার ৫০ বছরে এসে বাংলাদেশের অগ্রগতির অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাত্রিতে জাতির পিতার বিয়োগান্তক শাহাদতের মাধ্যমে দেশ পিছিয়ে গিয়েছিল অনেক। স্বল্পোন্নত দেশের তকমা ঝেড়ে ফেলে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হতে আমাদের তাই অনেক দিন লেগে গিয়েছে। প্রায় ৪৩ বছর পর বিগত ১২-১৬ মার্চ ২০১৮ তারিখ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত ইউএন সিডিপির ত্রি-বার্ষিক পর্যালোচনা সভায় বাংলাদেশ প্রথমবারের মত আনুষ্ঠানিকভাবে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের তিনটি সূচকের সকল মানদন্ড পূরণের স্বীকৃতি পায়। এটি সম্ভবপর হয়েছে বিগত এক যুগে বাংলাদেশ সরকারের সফল কর্মকান্ডের ফলস্বরূপ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রায় সকল সূচকে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করার ফলে। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে ইউএন-সিডিপি'র ত্রি-বার্ষিক পর্যালোচনা সভায় চূড়ান্তভাবে পাঁচ বছরের প্রস্তুতিকালসহ বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের সুপারিশ লাভ করেছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে এটি জাতির সবচেয়ে বড় অর্জন ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

[তথসূত্রঃ জাতীয় বাজজট বক্তৃতা ২০২১-২০২২, অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২১, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, রাষ্ট্রপতির ভাষণ, pmo.gov.bd, cabinet.gov.bd, mofa.gov.bd, mopa.gov.bd, mof.gov.bd & etc.]

[কর্মস্থলঃ সহকারী পরিচালক, ৪ আনসার ব্যাটালিওন, নওহাটা, পবা, রাজশাহী]

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

মোঃ শাওন শেখ
রোল নং- ১৩১৬

১৯৭১ সালে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে বাঙালি জাতি কাঙ্খিত স্বাধীনতা অর্জন করে। বিশ্বের মানচিত্রে জন্ম লাভ করে বাংলাদেশ নামে নতুন রাষ্ট্র। দেখতে দেখতে ৫০ টি বছর পেরিয়ে চলতি বছর অর্থাৎ ২০২১ সালে এসে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করছি। একই সাথে আমরা উদযাপন করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিলেন আজ তা বাস্তবায়েনের পথে আমরা অনেকটা এগিয়েছি। তবে এখনও আরো অনেকটা পথ পড়ি দিতে হবে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নপূরণে তারই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আত্নপ্রত্যয়ী নেতৃত্বের করণেই আজ আমরা সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় এতটা অগ্রসর হতে পেরেছি। আর্থ-সামাজিক খাতে বাংলাদেশের বিস্ময়কর উত্থান ও অগ্রযাত্রা এখন সারা বিশ্বে স্বীকৃত। একারণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘসহ সব আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রশংসিত হন সেই সাথে বাংলাদেশের ভূমিকাও প্রশংসিত হয়। ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের দেশ স্বাধীন হলেও তখন বাংলাদেশের অবস্থা ছিল ভয়াবহ, অনেকটা দুর্ভিক্ষের মতো। কেননা তখন ধস নেমেছিলো কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে, জনসংখ্যার তুলনায় সবকিছুর যোগান ছিলো কম এবং বেশিরভাগ মানুষ ছিল নিরক্ষর। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠিত করেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক উদ্যেগ গ্রহণ করে দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি তা পছন্দ করেনি, তাই তারা ষড়যন্ত্র করে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে থামিয়ে দেয় এদেশের উন্নয়ন। ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকান্ড থেকে সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর দির্ঘদিন ধরে ঝিমিয়ে পড়া উন্নয়নের গতিকে আবার সচল করেন তারই কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে। বর্তমানে টানা তৃতীয় বারের মত রাষ্ট ক্ষমতায় আছেন বঙ্গবন্ধু

কন্যা শেখ হাসিনা ,যার ফলে গত প্রায় ১২ (বার) বছর ধরে তিনি দেশকে সামাজিক অর্থনৈতিক প্রায় সকল সূচকে বাংলাদেশকে তুলেছেন সাফল্যের অনন্য উচ্চতায়।

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তোরণ ঘটেছে। এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু আয়, মানব সম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক এ তিনটি সূচকের যে কোন দুটিতে নির্ধারিত শর্ত পূরণ করলেই চলে, তবে বাংলাদেশ তিনটি সূচকের মানদণ্ডেই নির্ধারিত শর্ত পূরণ করেছে। কৃষির আধুনিকায়ন ও কৃষি খাতে উন্নয়নে সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং কৃষি খাতে সরকারি ভর্তুকি দেওয়ার ফলে বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। ধান, সবজি ও মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে তৃতীয় থেকে পঞ্চম স্থানের মধ্যে অবস্থান করে। শিল্পোন্নয়নের একটি বড় অনুষঙ্গ হলো বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি। ২০০৪-০৫ সালে যেখানে দৈনিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪.৫ হাজার মেগাওয়াট, সেখানে ২০২১ সালে দৈনিক উৎপাদন সক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ২৪ হাজার মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত লোকসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৯৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, এছাড়া রামপাল, বাঁশখালী, মহেশখালী ও মাতারবাড়ীতে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। শিল্প ও গৃহস্থালি কাজে গ্যাস সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার জন্য ২০১৮ সাল থেকে সরকার তরলীকৃত গ্যাস আমদানির উদ্যোগ নিয়েছে। কর অব্যাহতিসহ এ খাতে সরকার ভর্তুকি দিচ্ছে।

বর্তমান সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন। গত প্রায় ১২ বছর ধরে দেশে বহু রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্টসহ অসংখ্য স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-ময়মনসিংহ, ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গাসহ ৪৫৩ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক চার বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করা হয়েছে। ঢাকা-সিলেটসহ আরও ৬৬১ কিলোমিটার মহাসড়ক চার বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করার কাজ চলছে। এছাড়া পল্লি এলাকায় পাকা সড়ক উন্নয়ন, ব্রিজ, কালভার্ট, উপজেলা কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স, সাইক্লোন শেল্টার ও প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ অসংখ্য উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন হয়েছে, ফলে গ্রামীণ জনগণও নাগরিক সুবিধাসহ উন্নয়নের সব সুবিধা ভোগ করছে। পদ্মা সেতুর কাজ প্রায় ৯৫ শতাংশ, কর্ণফুলী টানেল প্রায় ৭০ শতাংশ, ঢাকা বিমানবন্দর থেকে কুতুবখালী পর্যন্ত ৪৬.৭৩ কিলোমিটার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও উত্তরা-মতিঝিল মেট্রোরেলের কাজ প্রায় ৭২ শতাংশের ঊর্ধ্বে সমাপ্ত হয়েছে। কিশোরগঞ্জ জেলার হাওড় এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম ৪০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। হাওড়ের পানি চলাচলে যাতে বিঘ্ন না ঘটে, সেজন্য এ সড়কে অসংখ্য ব্রিজ-কালভার্ট স্থাপিত হয়েছে।

জনমুখী প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের অর্থাভাব হয় না। মেট্রোরেল প্রকল্পে জাপানের জাইকা একাই ৭ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে আসে। মেট্রোরেল চালু হলে

ঢাকা শহরের যাতায়াত ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। পদ্মা সেতু চালু হলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার জেলাগুলোর সঙ্গে রেল যোগাযোগও সহজ হবে। এছাড়া যমুনা বঙ্গবন্ধু সেতুর পাশে আরও একটি রেল সেতু স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। ঢাকা শহরে পাতাল রেল প্রকল্প গ্রহণের বিষয়েও সরকার পরিকল্পনা করছে।বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইনসে যুক্ত হয়েছে অত্যাধুনিক বোয়িং ড্রিমলাইনার ।

বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে দেশের টেলিভিশন চ্যানেলেগুলোর অনুষ্ঠান সম্প্রচার ছাড়াও দেশের বিভিন্ন দ্বীপে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হচ্ছে। কয়েকটি ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীও স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১-এর সেবা গ্রহণ করছে। দেশে বর্তমানে ১৭ কোটি মোবাইল ব্যবহৃত হয়। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১১ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। এ সরকারের মেয়াদকালে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীল রয়েছে। বিনিয়োগ সুবিধাসহ ব্যাংক ঋণের কোনো অপ্রতুলতা নেই। মুদ্রা সরবরাহ স্থিতিশীল। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বরাবরই পর্যাপ্ত ছিল। এসব কারণে গত কয়েক বছর ধরে দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশের কাছাকাছি এবং মুদ্রাস্ফীতি গড়ে ৬ শতাংশের নিচে অবস্থান করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের এ পর্যায়ে শিল্পায়ন ও ভোগ চাহিদা বৃদ্ধির কারণে এরূপ মুদ্রাস্ফীতি সহনীয় বলা চলে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও জনগণের জীবন যত্রার মানোন্নয়নের পাশাপাশি দারিদ্র্যদূরীকরণে আশানুরূপ সাফল্য পাওয়া গেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে দরিদ্রের হার ২০.৫ শতাংশে এবং চরম দারিদ্রের হার ১০.৫ শতাংশে নেমে এসেছিলো। অবশ্য ২০২০ সালে করোনাভাইরাসের সংক্রমণের কারণে দরিদ্র ও চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারা দেশে সরকারি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক ইত্যাদির পাশাপাশি প্রায় সাড়ে ১২ হাজার ছোট-বড় প্রাইভেট হাসপাতাল, নার্সিং হোম ও ক্লিনিক জনগণের চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত। স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতির ফলে এবং টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যের কারণে দেশের মানুষের গড় আয়ু ৭২.৬ বছরে উন্নীত হয়েছে। শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার তুলনামূলকভাবে কম। ‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়’, বৈদেশিক নীতির এ মূলমন্ত্রে সরকার কাজ করে বিধায় সারা বিশ্বে বাংলাদেশ একটি উদীয়মান মর্যাদাশীল জাতি হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। বিশ্বের প্রায় সব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক রয়েছে। মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত, বাস্তুচ্যুত প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্ববাসীর প্রশংসা কুড়িয়েছে। তাদের শান্তিপূর্ণভাবে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর সব প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশকে আজকের অবস্থানে আসতে অতিক্রম করতে হয়েছে হাজারো প্রতিবন্ধকতা। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সারা বিশ্বের নিকট প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিবিড় সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবহার এবং দারিদ্র দূরীকরণে তার ভূমিকা, বৃক্ষরোপণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকের ইতিবাচক পরিবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত

হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর্থ-সামাজিক সকল সূচকে বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রে তার দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশীদের ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশের উন্নয়নের এ ধারাকে অব্যাহত রাখতে ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আমরা সবাই সর্বোচ্চ চেষ্টা করব, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে এই হোক আমাদের অঙ্গিকার।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী

মুহাম্মদ আরাফাত হুসাইন
রোল নং- ১৩২১

স্বাধীনতা শব্দটির মানে একেকজনের কাছে একেকরকম। আবার স্থান, কাল, বয়সভেদে একই ব্যাক্তির কাছে ভিন্নরকম অর্থ বহন করতে পারে। একান্ত ব্যাক্তিগত ভাবনায় আমার কাছে স্বাধীনতা সংজ্ঞা যেমন, সামগ্রিক ভাবনায় সেটি তেমন নয়। আজকে সামগ্রিক চিন্তায় স্বাধীনতার সংজ্ঞা নিয়েই লিখব।

অন্যসব উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশও বেকার সমস্যায় জর্জরিত। ব্যাক্তিক, সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে আমরা সেটি কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করে যাচ্ছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের তালিকায় নাম লেখানোর পথে এগিয়ে যাচ্ছে। উন্নত বাংলাদেশে আমাদের জীবন জীবিকাও উন্নত হবে এই আশা প্রত্যেকেরই। সেই সাথে উন্নত বাংলাদেশকে আমি কর্মময় বাংলাদেশ হিসেবেই আকাঙ্ক্ষা করি।

এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশঃ

১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুঁড়ি হিসেবে মন্তব্য করেছিলেন তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার। তার মন্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণ করে আজ বাংলাদেশ বিশ্বের ৪১ তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। (সূত্র: World Economic league table 2019, CEBR, England) শুধু তাই নয়, ২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর মধ্যেও অল্প কয়েকটি ধনাত্মক জিডিপি প্রবৃদ্ধির দেশের মধ্যে বাংলাদেশ তৃতীয়। (সূত্র: World economic outlook, October, 2020, IMF) বাংলাদেশ আজ পাকিস্তানকে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে পেছনে ফেলে প্রমাণ করেছে বাংলাদেশ পশ্চাৎপদ তো নয়ই, বরং অগ্রসরমান।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের অর্থনীতির একটি তুলনামূলক চিত্র নিচে দেয়া হল :

পার্থক্যের মাপকাঠি	বাংলাদেশ	পাকিস্তান
মানব উন্নয়ন সূচক ২০১৯	১৩৫তম	১৫২তম
সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব	২০.৩%	২০%
ক্ষুধা প্রতিরোধ সূচক ২০১৯	৮৮তম	১০২তম
গড় আয়ু	৭৪.৪ বছর	৬৮.১ বছর
জিডিপির আকারে বৃহৎ অর্থনীতি	৪১তম	৪৪তম

(সূত্র: অর্থনৈতিক-সামাজিক খাতের সব সূচকে পাকিস্তানের উপরে বাংলাদেশ, প্রথম আলো, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯)

কর্মহীনতার ছোবলঃ

যদিও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের রোল মডেল তবে বেকার সমস্যা পথের কাঁটা হয়ে আজো দৃশ্যমান। বর্তমানে দেশে বেকারত্বের হার ৪.৪%। শিক্ষিত বেকারের হার সবচেয়ে বেশি ১০.৭%, প্রাথমিক স্তর পার হয়নি এমন জনসংখ্যায় বেকারত্বের হার সবচেয়ে কম ১.৫%। (সূত্র: Asia Pacific Employment and Economic outlook 2018, ILO)

কর্মমুখী শিক্ষাঃ

বাংলাদেশে শিক্ষার হার ৭৪.৭%। তবে বেশিরভাগই গতানুগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত। যার ফলে পেশাগত দক্ষতা ও কর্ম অভিজ্ঞতা না থাকার ফলে কর্ম বাছাইয়ে সল্প সংখ্যক মানুষই পছন্দসই কাজটি বেছে নিতে পারে। অনেকেই গ্রাজুয়েশনের পরে কয়েক বছর বাধ্যতামূলকভাবে বেকার থাকে। এই সমস্যা সমাধানে কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প নেই। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেন, "কারিগরি শিক্ষার প্রতি সবচেয়ে বেশি নজর দিয়েছে সরকার। সারাদেশে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। আমরা পুরো কারিকুলাম পাঠ্য বই নতুন আঙ্গিকে করছি। আমরা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার মান আরো উন্নত করার চেষ্টা করছি। বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন দেখেছেন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে কারিগরি শিক্ষাকে উন্নত করতে হবে।" (সূত্র: সারাদেশে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৯ নভেম্বর ২০২০) প্রবাসে অবস্থানরত বাংলাদেশি কর্মজীবীদের বেশিরভাগই অদক্ষ ও আধাদক্ষ। এসব শ্রমিকরা যদি দক্ষ হয়ে বিদেশে যেত তবে বৈদেশিক রেমিট্যান্স আরো বেড়ে যেত তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

উদ্দ্যোক্তা সৃষ্টিঃ

এদেশে উদ্দ্যাক্তা হতে চাওয়া মানুষের চেয়ে চাকরি করতে আগ্রহী মানুষের সংখ্যা সবসময় বেশি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ব্যাবসা শুরু করতে গেলে মূলধন, অবকাঠামো, তথ্যের অপর্যাপ্ততা, অধিকতর বাজার ঝুঁকিসহ নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। আশার কথা হল বাংলাদেশ এসব বিষয়ে উত্তরোত্তর উন্নতি করছে তার প্রমাণ বিশ্বব্যাংকের ডুয়িং বিজনেস প্রতিবেদনে ২০২০ এ বাংলাদেশের অবস্থান ১৬৮ তম, যা গত বছর ছিল ১৭৬ তম। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটে প্রথমবারের মতো তরুন উদ্দোক্তাদের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও উদ্দ্যোক্তাদের ঋণ দিয়ে থাকে। ২০২০ ও ২০২১ সালের লকডাউন পরিস্থিতিতে অনলাইন বিজনেস আগের তুলনায় বেশ বেড়েছে।

চ্যালেঞ্জঃ

কর্মমুখর বাংলাদেশ গড়তে আমাদেরকে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে হবে। এছাড়াও পরিবর্তিত সময়ে সৃষ্টি হওয়া নতুন নতুন পথের মধ্যে সঠিক পথ বেছে নেয়াও গুরুত্বপূর্ণ।

১. আগ্রহী উদ্দোক্তাদের জন্য পর্যাপ্ত ঋণ, ঝুঁকি হ্রাস, অবকাঠামো, ব্যবসায় সহজলভ্যতা অধিকতর যুগোপযোগী করা।

২. ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্দোক্তাদের জন্য অবারিত সুযোগ নিশ্চিত করা।

৩. নারী উদ্দোক্তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনার ব্যাবস্থা করা।

৪. উদ্দোক্তাদেরকে সমাজের রোল মডেল হিসেবে উপস্থাপন করা।

৫. জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বড়-ছোট উদ্দোক্তাদের জন্য পুরস্কার প্রবর্তন।

৬. সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে দ্রুততম সময়ে নিয়োগ নিশ্চিত করা।

৭. নতুন নতুন কর্মসংস্থানের চাহিদানুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন ও সংস্কার এবং এসব বিষয়ে গবেষণা ও প্রণোদনা নিশ্চিত করা।

৮. বৈদেশিক কর্মসংস্থানে দক্ষ কর্মী প্রেরণে জোর দেয়া।

৯. বিদেশ হতে রেমিট্যান্স প্রেরণ এবং আমদানি রপ্তানি ব্যাবসা আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করা।

১০. গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করে মোধাপাচার রোধ করা এবং দেশেই মেধাবীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী।

আমরা করব জয়ঃ

বিশ্বব্যাংকসহ নানা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা সত্বেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পদ্মা সেতু নিমার্ণ করে বাংলাদেশের স্বক্ষমতা ও স্বনির্ভরতার প্রমাণ দিয়েছি। বর্তমানে বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে তৃতীয় , মাছ উৎপাদনে চতুর্থ, এছাড়াও ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিল্পোন্নত দেশের সারিতে নিজের অবস্থান তৈরি করে নিবে। সারাবিশ্ব বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখতেন তা ক্রমেই বাস্তব হিসেবে ধরা দিচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, "এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।" (সূত্রঃ বঙ্গবন্ধুর ২০ উক্তি, যুগান্তর, ২০ ডিসেম্বর ২০১৯)

জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা কর্মমুখর বাংলাদেশ তৈরীর জন্য অবিরত সংগ্রাম করে যাচ্ছি। তিনি বলেন,

"বাঙালি জাতি এখন বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলছে, আগামীতেও মাথা উঁচু করে চলবে, সেটাই হবে আমাদের বিজয় দিবসের প্রতিজ্ঞা।"

(সূত্রঃ ভোটে জনগণ তাদের চিরবিদায় করবেঃ শেখ হাসিনা, কালের কণ্ঠ, ১৭ ডিসেম্বর, ২০১৭)

এই সংগ্রামের সফলতা আমাদের স্বাধীনতাকে সত্যিকারভাবে অর্থপূর্ণ করে তুলবে।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

রেজাউল গনি
রোল নং- ১৩০৮

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। বিশ্বজুড়েই এই উন্নতির স্বীকৃতি মিলছে। কীভাবে 'তলাবিহীন ঝুড়ির' তকমা ঝেড়ে বাংলাদেশ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি অর্জন করেছে, সেই রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করছেন বিশ্বের বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ। 'হোয়াই ইজ বাংলাদেশ বুমিং' নামে একটি লেখায় অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসুও বাংলাদেশের সমৃদ্ধির রহস্য উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন।

কৌশিক বসু বিশ্বের সবচেয়ে নামকরা অর্থনীতিবিদদের একজন । জন্ম কলকাতায়। বিশ্ব ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ এবং এখন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অধ্যাপক। তাঁর ভাষায়, বাংলাদেশ এখন এশিয়ার সবচেয়ে 'চমকপ্রদ' সাফল্যের কাহিনীগুলোর একটি। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে একসময়ের দারিদ্র আর দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশটি এখন শুধু পাকিস্তানকেই নয়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতকেও ছাড়িয়ে যেতে চলেছে। কৌশিক বসুর এই বিশ্লেষণ ২০১৮ সালের। বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান তখনকার চেয়ে আরও ভালো।

বাংলাদেশ এরই মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তোরণের সুপারিশ পেয়েছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নীতি সংক্রান্ত কমিটি এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়। এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু আয়, মানব সম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক এ তিনটি সূচকের যে কোন দুটি অর্জনের শর্ত থাকলেও বাংলাদেশ তিনটি সূচকের মানদন্ডেই উন্নীত হয়েছে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের এই উত্তরণ - যেখানে রয়েছে এক বন্ধুর পথ পাড়ি দেওয়ার ইতিহাস। এটি সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাহসী এবং অগ্রগতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে, যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে এসেছে।বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম

আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় উঠে আসে জন্মের ৫০ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে কীভাবে বাংলাদেশ দ্রুতগতিসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মতো সফলতা দেখিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব, দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা, এমডিজি অর্জন, এসডিজি বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, কৃষি, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানীমূখী শিল্পায়ন, ১০০ টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, পোশাক শিল্প, ঔষধ শিল্প, রপ্তানী আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সূচকে বাংলাদেশ এখন ক্রমেই ওপরের দিকে উঠে আসছে। পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পসমূহ এখন আর স্বপ্ন নয়। আর কিছুদিনের মধ্যেই এসব প্রকল্পের সুবিধা পেতে শুরু করবে দেশের মানুষ।

বাংলাদেশের অর্জন

ক্ষুদ্র আয়তনের একটি উন্নয়নশীল দেশ হয়েও বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সারা বিশ্বের নিকট প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিবিড় সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবহার এবং দারিদ্র দূরীকরণে তার ভূমিকা, জনবহুল দেশে নির্বাচন পরিচালনায় স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুতা আনয়ন, বৃক্ষরোপণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকের ইতিবাচক পরিবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে জন্ম নেওয়া এই বাংলাদেশকে আজকের অবস্থানে আসতে অতিক্রম করতে হয়েছে হাজারো প্রতিবন্ধকতা। যুদ্ধ বিধ্বস্ত, প্রায় সর্বক্ষেত্রে অবকাঠামোবিহীন সেদিনের সেই সদ্যোজাত জাতির ৫০ বছরের অর্জনের পরিসংখ্যানও নিতান্ত অপ্রতুল নয়। নোবেল বিজয়ী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের করা মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বকে চমকে দেবার মতো সাফল্য আছে বাংলাদেশের। বিশেষত শিক্ষা সুবিধা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার ও জন্মহার কমানো, গরিব মানুষের জন্য শৌচাগার ও স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান এবং শিশুদের টিকাদান কার্যক্রম অন্যতম।

শিক্ষাখাতে অর্জন

শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো- শতভাগ ছাত্রছাত্রীর মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রম। নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেবার জন্য প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি ব্যবস্থা। নতুন করে হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ করা হয়েছে। ১৯৯০ সালে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুর শতকরা হার ছিল ৬১, বর্তমানে তা উন্নীত হয়েছে শতকরা ৯৭.৭ ভাগে। শিক্ষার সুবিধাবঞ্চিত গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন', ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে, গঠন করা হয়েছে 'শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট'।

স্বাস্থ্যসেবায় সাফল্য

শিশুদের টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যের জন্য এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম আদর্শ দেশ হিসেবে তার স্থান করে নিয়েছে। স্বাস্থ্যখাতকে যুগোপযোগী করতে প্রণয়ন করা হয়েছে 'জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা-২০১১'। তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র মানুষদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে গড়ে তোলা হয়েছে ১৮ হাজারেরো বেশি কমিউনিটি ক্লিনিক। ৩০০টিরও বেশি উপজেলা হাসপাতালকে উন্নীত করা হয়েছে ৫০ শয্যায়। মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপতালগুলোতে ২ হাজার শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার এবং জন্মহার হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। ১৯৯০ সালে নবজাতক মৃত্যুর হার ১৪৯ থেকে নেমে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ২১ এ। স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়।

নারী ও শিশু উন্নয়নে অর্জন

নারীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১'। নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি কার্যক্রম। সমাজের প্রতিটি স্তরে নারী অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে গৃহীত হয়েছে নানামুখী পদক্ষেপ। প্রযুক্তি জগতে নারীদের প্রবেশকে সহজ করতে ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্রের মতো ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্যসেবায় উদ্যোক্তা হিসেবে একজন পুরুষের পাশাপাশি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে একজন নারী উদ্যোক্তাকেও। 'জাতীয় শিশু নীতি-২০১১' প্রণয়নের মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হয়েছে শিশুদের সার্বিক অধিকারকে। দেশের ৪০টি জেলার সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থাপন করা হয়েছে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল। দুঃস্থ, এতিম, অসহায় পথ-শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য স্থাপন করা হয়েছে ১৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের নারী ও শিশুর উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভূষিত করা হয়েছে জাতিসংঘের সাউথ–সাউথ এওয়ার্ডে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন

ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবতায় রূপ দিতে বাংলাদেশ সরকার নিয়েছে যুগান্তকারী সব পদক্ষেপ। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সেবা পৌঁছে দেবার অভিপ্রায়ে দেশের ৪৫৭১টি ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার। তৈরি করা হয়েছে বিশ্বের অন্যতম বিশাল ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল। কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত এ পোর্টালের সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার। দেশের সবকটি উপজেলাকে আনা হয়েছে ইন্টারনেটের আওতায়। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি নাগাদ ১৬ কোটি ছাড়িয়েছে এবং

ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ১১ কোটি ৬১ লাখে উন্নীত হয়েছে। সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করতে চালু করা হয়েছে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিং। সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পাদন করার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নয়নের অংশ হিসেবে আগামী ১২ ডিসেম্বর চালু হতে যাচ্ছে ৫-জি প্রযুক্তি।

মন্দা মোকাবেলায় সাফল্য

মন্দার প্রকোপে বৈশ্বিক অর্থনীতি যখন বিপর্যস্ত ছিল বাংলাদেশ তখন বিভিন্ন উপযুক্ত প্রণোদনা প্যাকেজ ও নীতি সহায়তার মাধ্যমে মন্দা মোকাবেলায় সক্ষমই শুধু হয়নি, গত এক দশকে জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার গড়ে ৭ শতাংশ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির শ্লথ ধারার বিপরীতে আমদানি-রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধি বাড়ার পাশাপাশি বেড়েছে রেমিট্যান্সের পরিমাণ। ঋণ পরিশোধে সক্ষমতার মানদণ্ডে ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের সমকক্ষতা অর্জিত হয়েছে। করোনা মোকাবিলায়ও বাংলাদেশ দারুণ সাফল্য দেখিয়েছে।

এগুলো ছাড়াও কৃষিখাত এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, প্রবাসী শ্রমিকদের উন্নয়ন, জাতিসংঘ শান্তি মিশন, বিদ্যুৎখাত, শিল্প ও বাণিজ্য, সামাজিক নিরাপত্তা খাত, ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশ অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কোনও বাধাই এখন আর বাংলাদেশকে দমিয়ে রাখতে পারবে না। তাইতো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, একবার যেহেতু সব চ্যালেঞ্জ পাশ কাটিয়ে উন্নয়ন শুরু করতে পেরেছি তখন আল্লাহ চাইলে এই উন্নয়ন বন্ধ হবে না।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

দীপক ত্রিপুরা
রোল নং- ১৩২৯

মহান একাত্তরে পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফসল লাল-সবুজের বাংলাদেশ। বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে অস্ত্র হাতে নয় মাস যুদ্ধ করে করে ত্রিশ লাখ প্রাণের বিনিময়ে এসেছে কাঙ্খিত বিজয়। পঞ্চাশ বছরে দরিদ্রতার তকমা ঘুচিয়ে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তর ঘটেছে। রূপকল্প ২০৪১ সালে উন্নত দেশের স্বপ্নে বিভোর জাতি। এক দশকে দারিদ্র্য কমেছে ১৫ শতাংশের বেশি। মাথাপিছু আয় বেড়েছে ১৪ দশমিক ৭৫ গুণ আর জিডিপি বেড়েছে ৩০ গুণ। ১৯৭০ সালে এই অঞ্চলের মানুষের মাথাপিছু গড় আয় ছিল ১৪০ ডলার, ২০২০ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৬৪ মার্কিন ডলারে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ হিসাবে দেশের মাথাপিছু আয় এখন ২ হাজার ৫৫৪ ডলার। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিদ্যুৎ, শিল্পায়ন, গৃহায়ণ, নগরায়ণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, দারিদ্র্য বিমোচন, দুর্যোগ প্রশমনে বদলে গেছে বাংলাদেশ। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের এই উত্তরণ- যেখানে রয়েছে এক বন্ধুর পথ পাড়ি দেয়ার লড়াই সংগ্রামের সুবিশাল ইতিহাস। বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথেই দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, কৃষি, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন, পোশাক শিল্প, ওষুধ শিল্প, রপ্তানি আয় বাড়াসহ অর্থনৈতিক সূচকে অগ্রগতি, পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, বঙ্গবন্ধু টানেল, মেট্রো রেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পে অগ্রগতিতে বদলে গেছে বাংলাদেশের চেহারা।

বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য ও ২১০০ সালের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিসহ সব ক্ষেত্রে এগিয়েছে বাংলাদেশ। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীন নাগরিকদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ ‘আশ্রয়ণের অধিকার, শেখ হাসিনার উপহার’ এর মাধ্যমে বাড়ি নির্মাণ করে দিচ্ছে সরকার। যে বাংলাদেশকে একসময় ‘তলাবিহীন ঝুরি’ বলে আখ্যায়িত করা হতো সে বাংলাদেশ আজকে বিশ্বের

বুকে উন্নয়নের এক রোল মডেল। উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ উন্নত দেশের মর্যাদা লাভ করবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব, দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা, এমডিজি অর্জন, এসডিজি বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, কৃষি, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানীমূখী শিল্পায়ন, ১০০ টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, পোশাক শিল্প, ঔষধ শিল্প, রপ্তানী আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সূচক অর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় এগিয়ে চলেছে। পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, বঙ্গবন্ধু টানেল, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী কাঙ্ক্ষিত সার্থকতা লাভ করবে এবং সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় অনেকদূর এগিয়ে যাবে।

শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো- শতভাগ ছাত্রছাত্রীর মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রম। নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেবার জন্য প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি ব্যবস্থা। বর্তমান ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নতুন করে জাতীয়করণ করেছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষকের চাকরি সরকারীকরণ করা হয়েছে। ১৯৯০ সালে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুর শতকরা হার ছিল ৬১, বর্তমানে তা উন্নীত হয়েছে শতকরা ৯৭.৭ ভাগে। শিক্ষার সুবিধাবঞ্চিত গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং গঠন করা হয়েছে "শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট"।

স্বাস্থ্যখাতেও বর্তমানে বাংলাদেশের রয়েছে অভাবনীয় সাফল্য। নবজাতক ও শিশুদের উল্লেখযোগ্য অনেকগুলো রোগের বিনামূল্যে টিকা সরবরাহ ও প্রদানের মাধ্যমে অনেকগুলো রোগ বাংলাদেশ থেকে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতকে যুগোপযোগী করতে প্রণয়ন করা হয়েছে "জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা-২০১১"। তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র মানুষদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে গড়ে তোলা হয়েছে কমিউনিটি ক্লিনিক। উপজেলা হাসপাতালগুলোকে ৫০শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপতালগুলোতে ২ হাজার শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার এবং জন্মহার হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। এগুলো নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন যা সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করবে।

এছাড়া নারী ক্ষমতায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন, কৃষির উন্নয়ন ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও রেমিট্যান্স লাভ, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানী খাতে উন্নয়ন, শিল্প ও বাণিজ্য খাতে উন্নয়ন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন, সামাজিক নিরাপত্তা সূচকে সাফল্য, প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জন, দুর্নীতি প্রতিরোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে।

তাই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ এখন এক রোল মডেল এবং অনেক দেশের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এগুলো বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। এভাবেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশিত ও অনুসৃত ‘সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়’ নীতি অনুসরণ করে সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ এবং তৈরি হবে বঙ্গবন্ধুর সেই কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী: ফিরে দেখা স্বাধীনতার ৫০ বছর

মো: মেহেদী হাসান
রোল নং- ৭২৪

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর দীর্ঘ ত্যাগ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্য অর্জিত হয়েছে বাঙালির স্বাধীনতা, আমরা পেয়েছি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু ছিলেন সপ্নদর্শী নেতা, তিনি শোষিত বাঙালিকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন শোষনের নিষ্পেষণ থেকে, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন বাঙালি জাতিকে, তারই ধারাবাহিতায় তাঁর জীবদ্দশায় আজীবন সংগ্রাম করে তার অর্জিত স্বাধীন দেশে মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসন করার সুযোগ পেলেও এই সল্প সময়ে তিনি গ্রহণ করেছিলেন বহুবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা। কারণ তিনি বুঝেছিলেন এবং বলেছিলেন-

"ভিক্ষুক জাতির ইজ্জত থাকে না। বিদেশ থেকে ভিক্ষা করে এনে দেশকে গড়া যাবে না। দেশের মধ্যেই পয়সা করতে হবে।"

তাই তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন সোনার বাংলা গড়ার। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধু নামের সাথে জড়িয়ে আছে তার অসামান্য নেতৃত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দেশপ্রেমের প্রজ্বলিত এক অগ্নি শিখা যার উত্তাপ এখনো বিদ্যমান যা আমরা দেখতে পাই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইশতেহারে। এই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার এর স্লোগান ছিল "সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ" যে ইশতেহারে প্রতিটি অঙ্গীকার যেন বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি সপ্ন। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে ২৬ মার্চ ২০২১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সময়ে উদযাপন করা হচ্ছে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। এই ৫০ বছরে দেখে নেয়া যাক বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলো।

১৯৭১ সালে সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশের বার্ষিক বাজেট ছিল মাত্র ৭৮৬ কোটি টাকা যা বর্তমানে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। বর্তমানে বাংলাদেশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির দিক দিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশের একটি। ১৯৭২ সালে দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ছিল ১২৯ ডলার যা

এখন ২৫৫৪ ডলার। ক্রমাগত জিডিপি বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ এখন এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ১৩তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ।

এমনকি বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারির কারণে যেখানে অনন্য দেশগুলোর জিডিপি প্রবৃদ্ধির গতি ব্যাহত হয়েছে, সেখানে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশের ওপরে রয়েছে। বেড়েছে বৈদেশিক রিজার্ভ যা বর্তমানে প্রায় ৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। স্বাধীনতা পরবর্তী দেশে দারিদ্র্যপীড়িত জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৮০ শতাংশ যা স্বাধীনতার ৫০ বছরে নেমে এসেছে ২০ শতাংশের নিচে।অথচ স্বাধীনতার সময়ে বাংলাদেশ ছিল দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম দরিদ্র দেশ। এমনকি স্বাধীন হবার পূর্বে পাকিস্তানের অংশ হয়েও পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে দরিদ্র ছিল পূর্ব পাকিস্তান কারন এখানকার সম্পদ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে সমৃদ্ধ করা হতো। আর বর্তমানে তখনকার সেই দরিদ্র পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশ, বর্তমান পাকিস্তানের থেকে থেকে দরিদ্রতার হার কমিয়ে উন্নয়নের রোল মডেল হয়ে মাথা উঁচু করে এগিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে দেশে সাক্ষরতার হার ৭৪ দশমিক ৭ শতাংশ। বিনামূল্যে দেয়া হচ্ছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বইসহ নানা শিক্ষা উপকরণ। বর্তমানে ২০১৯-২০২০ সালে জনগণের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭২.৬ বছরে যা গুণগত জীবনের নিশ্চয়তা দিচ্ছে।

বর্তমানে দেশের ৯৯.৮ শতাংশ জনগণ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে যা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ(বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী) উদযাপন শেষ হওয়ার পূর্বেই শতভাগ করা হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন বিদুৎ প্রতিমন্ত্রী।

২০২০ সালে আইসিটি খাতে রপ্তানি আয় হয়েছে ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০২৫ সালে ৫ বিলিয়ন ডলার লক্ষ্যমাত্রা ধরে হাইটেক পার্ক এবং আইটি ভিলেজ নির্মাণ করে বেকার যুবক যুবতীদের প্রশিক্ষিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ১৯৭১-৭২ সালে দেশে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল প্রায় ৩০ লাখ টন।কিন্তু বর্তমানে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রায় ৪ কোটি ৫৩ লাখ ৪৩ হাজার মেট্রিক টন হয়েছে যার মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ এবং কিছু কিছু খাদ্য রপ্তানিও করা হচ্ছে।

রাজধানীতে নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি করতে ২০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের মেট্রোরেল স্থাপন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, যা ১৬টি স্টেশনে ঘণ্টায় প্রায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহনের সক্ষমতা রাখবে। এছাড়া হাতিরঝিল ও উড়াল সেতুর মাধ্যমে যানজট কমিয়ে আনার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। নিজস্ব বাজেটে তৈরি বাঙালির স্বপ্নের ও আত্মমর্যাদার সেতু ‘পদ্মা বহুমুখী সেতু’ যার কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের। এর সাথে পায়রা বন্দর ও সদ্য উদ্বোধনকৃত বরিশাল-কুয়াকাটা পথে পায়রা সেতু ও বরিশাল-পিরোজপুর পথে উদ্বোধনের অপেক্ষায় থাকা বেকুটিয়া সেতুর মাধ্যমে দক্ষিণবঙ্গের প্রধানধারা হবে ফেরীমুক্ত এবং উপকৃত হবে প্রায় ২১টি জেলার মানুষ। তৈরি হবে ভারি ভারি শিল্প কারখানা এবং বাড়বে

কর্মসংস্থান। যা অনেকের বেকারত্ব গুছাতে সাহায্য করবে। এছাড়া দেশের অন্য প্রান্ত যেমন কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ট্যানেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, মহেশখালী-মাতারবাড়ি সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পসহ বেশকিছু মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। সারাদেশে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও শিল্পায়ন এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরি করে অর্থনীতিতে আরও গতি সঞ্চার করা হবে।

বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ মহাকাশে ‘বঙ্গবন্ধু ১’ স্যাটেলাইট পাঠিয়েছে যার মাধ্যমে দেশের দুর্গম অঞ্চলগুলোতে টেলিযোগাযোগ স্থাপন, নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রচার সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণে বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে বাংলাদেশ যেখানে বিশ্বের ১৫৩টি দেশের মধ্য বাংলাদেশের অবস্থান ৫০তম।

আধুনিক বিশ্বের মত যেকোনো সময় জরুরি ভিত্তিতে সেবা পেতে দেশে চালু হয়েছে টোল ফ্রি জাতীয় সেবা হেল্প ডেস্ক '৯৯৯' কল সেবা যার মাধ্যমে সপ্তাহে ৭দিন ২৪ ঘন্টা ফায়ার সার্ভিস, পুলিশও এম্বুলেন্স সহ জরুরি সেবা পাচ্ছে। এ ছাড়া জনগণের সেবাদানে অন্যান্য কল সেবাগুলো যেমন দুর্নীতি দমনে '১০৬', নারী নির্যাতন বা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ '১০৯', সরকারি তথ্যসেবার জন্য '৩৩৩',স্বাস্থ্য বাতায়ন '১৬২৬৩',কৃষি বিষয়ক পরামর্শের জন্য '১৬১২৩' ইত্যাদি কলসেন্টারগুলো চালু রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিশ্বের সবচেয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরগুলির একটি বাংলাদেশ। নদী বিধৌত বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব যেমন নদী ভাঙন, নদী ব্যবস্থাপনা, নগর ও গ্রামে পনি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বন্য নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ইত্যাদি থেকে রক্ষা করার জন্য নেয়া হয়েছে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা ডেল্টা প্লান-২১০০। যার মাধ্যমে নিরাপদ, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিঘাতসহিষ্ণু সমৃদ্ধশালী ব-দ্বীপ গড়ে টেকসই জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। ২০২৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার মর্যাদায় ভূষিত হবে যা বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করবে।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-২০৩০ অর্জনে বিশ্বের শীর্ষ তিনটি দেশের একটি বাংলাদেশ।বঙ্গবন্ধুর ‘স্বপ্নের সোনার বাংলা’ গড়ার প্রত্যয়ে ২০৪১ সালকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে সরকার ঘোষণা করেছে রূপকল্প-২০৪১। যার প্রধান এজেন্ডা হচ্ছে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

আধুনিক উন্নয়নমুখী ও কল্যাণ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদর্শন থাকলে দেশের কীভাবে দেশকে এগিয়ে নেয়া যায় তার অনন্যা নিদর্শন বর্তমান বাংলাদেশ গত একযুগে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে যে অকল্পনীয় সাফল্য অর্জন করেছে তা বিশ্ববাসীর কাছে অনুকরণীয়। বঙ্গবন্ধুর সপ্নের সোনার বাংলার পরিপূর্ণ রূপ দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধু ও ৩০ লাখ শহিদদের রক্তের ঋণ কোন দিন শোধ করার মত নয় কিন্তু তাদের সপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সরকারের সাথে আমাদের সবাইকে নিজ নিজ

অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে।ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে দেশকে, তাহলে অব্যাহত থাকবে স্বাধীনতার চেতনা ও উন্নয়নের অগ্রগমন।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

লাকী দাস
রোল নং- ৭৪৩

বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ঘোষণা করেছিলেন: ‘এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। তিনি বলেছিলেন: ‘ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।’

এরপর এলো ২৫ মার্চ। ভয়াবহ কালরাত্রি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলন ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার লক্ষ্যে পাকিস্তানি সামরিক শাসক তার বর্বর বাহিনী নিয়ে ‘অপারেশন সার্চ লাইট’ নামে এ দেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ঢাকাসহ সারা দেশে গণহত্যা শুরু করলে বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ১২.২০ মি. অর্থাৎ ২৬ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের স্বাদ লাভ করে স্বাধীন এই বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই শুভক্ষণে খুব স্বাভাবিকভাবেই পেছনে চোখ যায়। দু’শ বছর ব্রিটিশদের এবং ২৪ বছর পাকিস্তানিদের শাসন-শোষণকে আমরা কখনোই ভুলতে পারি না। ১৯৭১ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত, সাহায্যনির্ভর, ঋণনির্ভর স্বাধীন দেশটি আর্থিক উপার্জনের কৌশল বাড়িয়ে আজ মধ্যম আয়ের দেশ পেরিয়েছে। জাতিসংঘ স্বীকৃতি দিয়েছে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে।

কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশ জাতীয় আয়ের প্রধান উৎসকে কৃষি থেকে তৈরি পোশাক আর জনশক্তিতে রূপান্তর ঘটিয়ে ব্যাপক উন্নয়নের দ্বার খুলেছে। বহুগুণে বেড়েছে মাথাপিছু আয়। ১৯৭১ সালের দেশের বার্ষিক রপ্তানি বাড়িয়ে আকাশছোঁয়া করেছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা ও নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। স্বাধীনতার পাঁচ দশকে শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা সাফল্য অর্জিত হয়েছে। দেশে প্রাথমিক শিক্ষার হার বেড়েছে, শিক্ষার হার বেড়েছে, সাক্ষরতার হার বেড়েছে, নারী শিক্ষার হার বেড়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হয়েছে, ঝরে পড়ার হার কমেছে। পাবলিক

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বেড়েছে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ বেড়েছে প্রকৌশল, কৃষি, মেডিক্যাল, বস্ত্র, চামড়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে।

সরকারের সকল দপ্তরকে একীভূত নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে ৫৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ গুরুত্বপূর্ণ ২৪০টি সরকারি দপ্তর এবং ৬৪ জেলা ও নির্বাচিত ৬৪টি উপজেলায় নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ১৮,৪৩৪টি সরকারি অফিসকে একীভূত নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে ও ৮০০+ গুরত্বপূর্ণ দপ্তরে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। উপজেলা পর্যন্ত সরকারি দপ্তরসমূহে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে। দেশের প্রান্তিক জনপদে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা সরবরাহের লক্ষ্যে ২,৬০০ ইউনিয়ন পরিষদ এবং ১,০০০ পুলিশ স্টেশনে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানের প্রক্রিয়া চলছে। তাছাড়াও, ২২০৪টি ইউনিয়ন পরিষদে ওয়াইফাই জোন স্থাপন করে জনগণকে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। দেশব্যাপী ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে সংযুক্ত করতে ১৯,৫০০ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। দুর্গম এলাকায় তথ্যপ্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৭৭২টি দুর্গম ইউনিয়নকে এই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে। এর ফলে বাংলাদেশের সকল ইউনিয়ন দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির আওতায় আসবে। ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা দেশের উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চলে সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ২০১৬ সালে ‘ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী’ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় মহেশখালী দ্বীপে তিনটি নির্বাচিত ইউনিয়নের ২৫টি সরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চগতির ইন্টারনেট সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়। এ সুবিধা ব্যবহার করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও ই-কমার্স কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় পেছন ফিরে তাকালে আমাদের স্বস্তির অনেক কারণ পাওয়া যায়। বিগত ৫০ বছরে আমাদের অর্জন অসামান্য। এখন বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে সম্মানজনক দেশ ও রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আমাদের আরও গভীর মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে সেটিও বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৯৭১ থেকে ২০২১। বাংলাদেশের এ ৫০ বছরকে নানা সূচকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিবাচক দিক খুঁজে পাওয়া যায়। ১৯৭০ সালে স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে বাংলাদেশের জিডিপি ছিল শুধু ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২১ সালে এসে তা বহুগুণে বেড়েছে। ইতিমধ্যেই স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে চূড়ান্ত সুপারিশ পেয়েছে বাংলাদেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসির ৫ দিনব্যাপী বৈঠকের সমাপনী দিনে এলডিসি থেকে বেরিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণের সুপারিশ করা হয়। ফলে জাতিসংঘের বিচারে চূড়ান্তভাবে স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসি থেকে বের হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

১৯৭২-১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের আকার ছিল ৭৮৬ কোটি, ২০১৮-২০১৯-এ ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি, ২০১৯-২০২০-এ ৫ লাখ ৬৪ হাজার কোটি এবং ২০২০-২০২১ সালের বাজেট ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকা এবং ২০২০-২০২১ সালের বাজেট ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। ১৯৭২-১৯৭৩ সালের তুলনায় বাজেটের আকার বেড়েছে প্রায় ৭৬৮ গুণ।

সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও আমাদের ৫০ বছরের অগ্রগতি স্বস্তিদায়ক। যেমন সার্বিক সাধারণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য তথা শিশুমৃত্যু, মাতৃমৃত্যু, গড় আয়ু, ইপিআই, নারীর ক্ষমতায়ন, জন্ম ও মৃত্যুহার হ্রাস ইত্যাদিতে অগ্রগতির উল্লেখ করা যেতে পারে। দুর্নীতির ধারণা সূচকে আমরা গত ২০ বছরের তুলনায় ভালো করেছি বলা যায়।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর কুচক্রী মহল স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাথা, ইতিহাস বিকৃতি, জাতির পিতার নাম ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা এমনকি ১৯৭৫ সালে সপরিবারে হত্যার বিচার আইন করে বন্ধ করা হয়েছিল। একই সঙ্গে গণতন্ত্র, মানবিক মর্যাদা, মানবাধিকার, অর্থনৈতিক সাম্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য আমাদের যৌথ স্বপ্ন ছিঁড়ে দিয়েছিল মুষ্টিমেয় স্বাধীনতাবিরোধী, গুটিকতক উচ্চাভিলাষী সেনা কর্মকর্তার নৃশংসতায়। কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতার অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর মাসে এসে এক কথায় বলা যায়, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দৃশ্যমান অর্জনও করেছে।

বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল ও সম্ভাবনার অপার বিস্ময়কর একটি উদীয়মান অর্থনীতির দেশ। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা প্রতিবেশী দেশ ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিলাম; আর এখন বাংলাদেশই হয়ে উঠেছে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয়, খাদ্য ও নির্ভয়ে জীবনযাপনের জোগানদাতা। ইতিমধ্যেই নোয়াখালীর ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের উন্নততর জীবনযাপনের মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করে বর্তমান সরকার আরেকটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। বিশ্বের আর কোনো দেশে এভাবে বিপুলসংখ্যক শরণার্থীর আশ্রয়ের নজির যেমন নেই, তেমনি দীর্ঘ সময়ে অবস্থানের নজির নেই।

পদ্মা সেতু নির্মাণ বর্তমান সরকারের আরেকটি বড় সাফল্য। এ সেতু চালু হলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সঙ্গে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ সহজতর হবে। ঢাকা শহরে যানজট নিরসনের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকায় প্রথমবারের মতো মেট্রোরেল স্থাপন করার যুগান্তকারী পদক্ষেপও নিয়েছে সরকার। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন স্বপ্ন নয় সত্যি। তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ, প্রসার, ব্যবহারে দেশ অনেক দূর এগিয়েছে।

বিশ্বে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল থেকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে মহাকাশে বিচরণ করছে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। স্বাধীনতা-পরবর্তী কল্পিত

‘তলাবিহীন ঝুঁড়ি’র দেশ বাংলাদেশ, এখন ১৮ কোটি মানুষের খাদ্যচাহিদা পূরণ করছে। উপরন্তু সাড়ে ১১ লাখ রোহিঙ্গাকে নিয়মিত তিন বেলা খাওয়ানোর পরও খাদ্যে উদ্বৃত্ত রয়েছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এমন সব অর্জন আমাদের জন্য স্বপ্নময় প্রাপ্তি।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

সিরাজাম মুনীরা ফাইমান
রোল নং- ৭৪৬

শুরুটা করি ছোট একটা অভিজ্ঞতার গল্প দিয়ে। কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলার মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত স্মৃতি বিজড়িত গ্রাম কোদালিয়ায়। আবেগের জায়গাটা সামলে নিয়ে হাঁটছিলাম গ্রামের রাস্তা ধরে। একটা চা দোকানে জড়ো হওয়া কিছু স্থানীয় মানুষের আলাপ কানে এল। আলাপের বিষয়বস্তু গত দুদিন যাবৎ ওয়াইফাই কানেকশনে সমস্যা হচ্ছে তাদের কয়েকজনের বাড়িতে। এই নিয়ে তারা কিছুটা বিরক্ত। কারণ প্রবাসী আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগ হচ্ছে না।

আমার ভাল লাগল কথাগুলো শুনে। চোখ বুজেই একটা গ্রাফ দেখলাম যেন আমি। যুদ্ধপরবর্তী ডকুমেন্টারিতে দেখা হাড় জিরজিরে ক্ষুধার্ত মানুষের বদলে আমরা আজ দেখি প্রত্যন্ত গ্রামেও শহুরে সব আধুনিক সুযোগ সুবিধা উপভোগ করা জনগোষ্ঠি।

৮০ এর দশকে অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন দারিদ্র্য দূরীকরণের ধারণায় নতুন কিছু সংযোজন করেন -"capability approach" অর্থাৎ প্রচুর অর্থের সরবরাহ মানেই দারিদ্র্য থেকে মুক্তি নয়। দারিদ্র্য থেকে মুক্তির উপায় প্রতিটি মানুষের সক্ষমতা বাড়ানো যেন তা সুন্দর স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানবিক এবং সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করে একটি জনগোষ্ঠিতে। বর্তমান সরকারের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের দিকে মনোযোগ দিলে বোঝা যায় কেবল দারিদ্র্য দূরীকরণ সরকারের মূল উদ্দেশ্য নয় বরং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে এই বিজয় যেন চিরস্থায়ী হয়। আর তা কেবল সম্ভব 'capacity expansion' এর মাধ্যমে। এই সমন্বিত প্রয়াস মূলত "sustainable development goal" বা SDG বাস্তবায়নের অংশ। 'capacity expansion' অর্থ সক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে গৃহীত কার্যক্রম।

বাংলাদেশ এই ৫০ বছরে অর্জন করেছে 'উন্নয়নশীল দেশে' এর তকমা। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের (ইকোসক) মানদন্ড অনুযায়ী এক্ষেত্রে একটি দেশের মাথাপিছু আয় হতে হবে কমপক্ষে ১২৩০ মার্কিন ডলার, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় তার থেকে অনেক বেশি অর্থাৎ ১৬১০ মার্কিন ডলার। মানবসম্পদ সূচকে ৬৬ প্রয়োজন হলেও বাংলাদেশ অর্জন করেছে ৭২ দশমিক ৯। অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক হতে হবে ৩২ ভাগ বা এর কম যেখানে বাংলাদেশের রয়েছে ২৪ দশমিক ৮ ভাগ।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ ' নামক রূপকল্প বাস্তবায়ন এর অংশ হিসেবে ৪৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার তৈরির মাধ্যমে বিশ্বের অন্যতম বিশাল ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল জন্ম নিয়েছে। কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত এ পোর্টালের সংখ্যা প্রায় ২৫০০০। দেশের সবক'টি উপজেলাকে আনা হয়েছে ইন্টারনেটের আওতায়। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ১২ কোটি ৩৭ লক্ষ এবং ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ৪ কোটি ৪৬ লক্ষে উন্নীত হয়েছে। সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করতে চালু করা হয়েছে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিং। সরকারী ক্রয় প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পাদন করার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে। ৩-জি প্রযুক্তির মোবাইল নেটওয়ার্কের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের আইটি শিল্প ১০ কোটি মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় ছাড়িয়ে গেছে।

মান্ধাতার আমলের ভূমি ব্যবস্থাপনায় এসেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। ৫৫টি জেলায় বিদ্যমান মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান কম্পিউটারাইজেশনের কাজ সম্পন্ন করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ভূমির পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে মোট ২১টি জেলার ১৫২টি উপজেলায় ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

আমরা ৯০ দশকের শহুরে প্রজন্ম ছিলাম কারেন্ট চলে যাবার অপেক্ষায় থাকা কিশোর কিশোরী। কখন কারেন্ট যাবে আর মুক্তি মিলবে পড়াশোনার হাত থেকে। কিন্তু আজকের প্রজন্ম সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তার কারণ জাতীয় গ্রিডে অতিরিক্ত ৬ হাজার ৩২৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সংযোজন, যার ফলে বিদ্যুতের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৭ শতাংশ থেকে ৬২ শতাংশে পা রেখেছে। একই সাথে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ২২০ কিলোওয়াট ঘণ্টা থেকে বেড়ে ৩৪৮ কিলোওয়াট ঘণ্টায় দাঁড়িয়েছে। নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে ৩৫ লক্ষ গ্রাহককে। নির্মাণ করা হয়েছে নতুন ৬৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

মুজিববর্ষে থাকবে না কেউ গৃহহীন এই প্রত্যয় নিয়ে শুরু হওয়া আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। বয়স্ক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃকালীন ভাতাসহ ভাতার হার ও আওতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০০৮-২০০৯ সালে এই খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৩ হাজার ৮৪৫ কোটি টাকা, বর্তমানে এ কার্যক্রমে বরাদ্দের পরিমাণ ২৫ হাজার ৩৭১ কোটি টাকা। খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ২০১০ এর সমীক্ষায় দেখা গেছে মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৪.৫% সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতাভুক্ত হয়েছে।

মাথার উপর ছাদের পরে লাগে সুস্বাস্থ্য। আরো একটি গল্প মনে পড়ে। কঙ্কালসার শরীরের সাথে ফোলা মুখ আর থলের মত পেট নিয়ে অপুষ্টিতে ভুগতে থাকা শিশুদের আজ আর দেখা যায় না গ্রামের পথে পথে। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা-২০১১ বাস্তবায়নের

মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র মানুষদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে গড়ে তোলা হয়েছে ১২ হাজার ৭৭৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক। ৩১২টি উপজেলা হাসপাতালকে উন্নীত করা হয়েছে ৫০ শয্যায়। মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপতালগুলোতে ২ হাজার শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার এবং জন্মহার হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। ১৯৯০ সালে নবজাতক মৃত্যুর হার ১৪৯ থেকে নেমে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৫৩তে।

আমার মনে পড়ে আমাদের ছোটবেলায় বিটিভিতে প্রচারিত হত "শিশুদের স্কুলে পাঠান" বিষয়ক জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন। এখন তার জায়গা করে নিয়েছে শিশুদের ডিজিটাল শিক্ষায় শিক্ষিত করার বিজ্ঞাপন। ১৯৯০ সালে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুর শতকরা হার ছিল ৬১, বর্তমানে তা উন্নীত হয়েছে শতকরা ৯৭.৭ ভাগে। সুতরাং বদলে যাবার গল্পটা এখানে রূপকথা নয়-নিরেট বাস্তবতা।

আমরা কেবল সমৃদ্ধির চিত্রায়ণ দেখলেও এর শুরুটা ছিল কল্পনার জগতে ভাসতে থাকা দুর্গের মত। ছিল অনেক বাধা। সবটা কাটিয়ে ওঠা যায়নি এখনো। পেরুতে হবে অনেকদূর। উন্নয়নশীল দেশের তকমা লাভের সাথে সাথে আমরা হারাতে যাচ্ছি বৈশ্বিক বাজারে বাড়তি সুবিধা। আমরা মুখোমুখি হতে যাচ্ছি এক চ্যালেঞ্জের। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ১৬% থেকে ২০% জাতীয় সঞ্চয়ের প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশে বর্তমান জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ মাত্র ৮%। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে রপ্তানির তুলনায় আমদানির আধিক্যের কারণে বাণিজ্যিক লেনদেনের ভারসাম্যে ঘাটতি সৃষ্টি হয়। ২০১০-১১ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ। সময়ে দেশে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪৮৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বর্তমানে চলমান রয়েছে বেশ অনেকগুলো উন্নয়ন প্রকল্প। দেশে ঋণখেলাপীর সংখ্যা বাড়ছে। রয়েছে দুর্নীতি এবং চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ অর্জিত এই সাফল্য কতখানি ধরে রাখতে সক্ষম হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলাই যায়।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়ায় সংস্কারের অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বিশ্ববাংকের দক্ষিণ এশীয় বিভাগের অর্থনীতিবিদ বলেছেন, বাংলাদেশের দুর্নীতির স্তর এক ধাপ কমাতে পারলে বিনিয়োগ বাড়বে GDP-র ৪ শতাংশ এবং GDP-র প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পাবে ০.৫ শতাংশ। তবুও আমরা আশা দেখতে ভুলে যাই না।

Bangladesh 2020 : A Long Run Perspective Study' শীর্ষক সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাংকের এক দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী, আগামী ২০২০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে কমপক্ষে ৮০০ কোটি মার্কিন ডলারের প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আসার সম্ভাবনা রয়েছে।প্রাকৃতিক গ্যাস খাতে বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ আগামী ৪ বছরে ১০ কোটি ডলারে পৌঁছতে পারে।

আমরা অগণিত অপার সম্ভাবনার গল্প শুনতে চাই। বিখ্যাত এনিমেশন মুভি র‍্যাটাটুলিতে ফুড ক্রিটিক গুস্তাভ চরিত্রের একটা বিখ্যাত ডায়ালগ আছে- "If you focus on what you left behind, you will never be able to see what lies ahead." আমাদের সময় এখন সামনে এগুবার। আমরা পেছনের সব দুঃসহ স্মৃতি ফেলে এগিয়ে যেতে চাই অনেকদূর।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

মোঃ রিয়াদ আনসারী
রোল নং- ৭২৭

ভূমিকাঃ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী অন্যের শাসন শোষণে জর্জরিত যুদ্ধবিদ্ধস্ত আমাদের এই মাতৃভূমি প্রথমবারের মত বাঙালিদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আসে। নানান প্রতিকূলতা উৎরিয়ে উন্নয়নের 'টেস্ট কেস' বাংলাদেশ আজকে স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পার হবার আগেই 'উন্নয়নের রোল মডেল'। ২০১৭ সালে অর্জন করে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সকল যোগ্যতা। ২০২১ সালে দেশ যখন স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করছে তখন বাংলাদেশ উন্নয়নের যাত্রায় অগ্রপথিকদের মধ্যে অন্যতম। ২০২০ এ জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিক পালিত হবার মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার পথে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের অর্জনঃ ছোট আকারের দেশ আমাদের বাংলাদেশ। একটি নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হলেও ইতোমধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন, সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবহার প্রভৃতির বাংলাদেশ আজ বিশ্বের দরবারে অনুকরণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন সূচকে অনেক অগ্রগামী দেশের চেয়েও ভালো অবস্থানে আছে বাংলাদেশ। বৃক্ষরোপণ, সামাজিক বনায়ন, পরিবেশ আন্দোলন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশের অর্জন অনন্যসাধারণ। এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য ছিল শুরুর দিকে। এসডিজি অর্জনেও সাফল্যের সাথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশকে এগিয়ে নিতে কম পরিশ্রম করতে হয়নি। যোগ্য নেতৃত্ব, যথাযথ ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, দেশে ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, বৈদেশিক বাণিজ্যের বিস্তৃতি, প্রযুক্তিগত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শক্তিশালী বাজার ব্যবস্থাপনা, উদ্যোক্তা সংস্কৃতির বিকাশ, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশ যেভাবে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে তা নজিরবিহীন।

অর্থনৈতিক সামাজিক সূচকে বাংলাদেশঃ বিভিন্ন অর্থনৈতিক সূচকে বাংলাদেশের সাফল্য রীতিমত ঈর্ষণীয়। ২০২১ সালে এসে বাংলাদেশে মাথাপিছু বার্ষিক জিডিপি ২৫৫৪ মার্কিন ডলার। অতিমারী পূর্বে জিডিপি গ্রোথ ছিল ৮ দশমিক ২ শতাংশ। মোট জিডিপি

৪০৯ বিলিয়ন ডলার (প্রাক্কলিত)। মূল্যস্ফীতির হার যেখানে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ। ফলে বেড়েছে মানুষের জীবনযাত্রার মান। শুধু অর্থনৈতিক সূচকেই নয়, বেড়েছে গড় আয়ু যা বর্তমানে প্রায় ৭৩ বছর। কমেছে নারী-পুরুষ বৈষম্য। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান ৬৫ তম। দারিদ্র্যের হার প্রাক কোভিড সময়ে প্রায় ১৪ শতাংশ। জিডিপির হিসেবে বাংলাদেশ এখন ৩৭তম, ক্রয়ক্ষমতা বিবেচনায় যা ৩১তম। বেড়েছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। যা বর্তমানে ৪৮ বিলিয়ন ডলার। রপ্তানি প্রাক কোভিড সময়ে ছিল প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলার। মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যুর হার যেকোন সময়ের তুলনায় সর্বনিম্ন। সাক্ষরতার হার বর্তমানে প্রায় ৭৫ শতাংশ।

অবকাঠামোগত উন্নয়নঃ একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন অনুধাবন করা যায় সে দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে। দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও জীবনযাত্রার মানের গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্য এটি একটি বিশেষ দিক। গত দশকে এই অবকাঠামোগত উন্নয়ন লক্ষ্য করার মত। বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে বাংলাদেশ। নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবার পথে পদ্মাসেতু। এছাড়া মেট্রোরেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, গভীর সমুদ্রবন্দর, কর্ণফুলী নদীতে টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েসহ অনেক বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে সাফল্যের সঙ্গে। এতে যেমন জনগণের সুবিধা হচ্ছে সাথে সাথে এগিয়ে যাচ্ছে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য। বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল। এছাড়া সড়ক ও সেতু নির্মাণের মাধ্যমে সহজ আরামদায়ক করা হচ্ছে যোগাযোগ। এর মাধ্যমে দেশীয় সম্পদ ব্যবহার করে দেশে উৎপাদন ব্যবস্থা সচল হবে, রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন বাড়বে, বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে।

প্রযুক্তিগত উন্নয়নঃ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে আরো গতিশীল করে তুলছে। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্যে দেশের ৪৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৬.৬ কোটি এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১১.৬ কোটি। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করতে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে। থ্রি-জি ও ফোরজি প্রযুক্তির মোবাইল নেটওয়ার্কের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটালাইট-১ ২০১৮ সালের ১১ই মে যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত ছবি ও তথ্যের মাধ্যমে দেশের সম্প্রচার কার্যক্রম সমৃদ্ধ হচ্ছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হচ্ছে।

শিক্ষাখাতে অর্জনঃ শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো শতভাগ ছাত্রছাত্রীর মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রম। নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেবার জন্য প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি ব্যবস্থা। বর্তমান ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক

বিদ্যালয়কে নতুন করে জাতীয়করণ করেছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষকের চাকরি সরকারীকরণ করা হয়েছে। ১৯৯০ সালে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুর শতকরা হার ছিল ৬১, বর্তমানে তা উন্নীত হয়েছে শতকরা ৯৭.৬ ভাগে।

স্বাস্থ্যখাতে অর্জনঃ শিশুদের টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যের জন্য এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম আদর্শ দেশ হিসেবে তার স্থান করে নিয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র মানুষদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে গড়ে তোলা হয়েছে ১২ হাজার ৭৭৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক। ৩১২টি উপজেলা হাসপাতালকে উন্নীত করা হয়েছে ৫০ শয্যায়। মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপতালগুলোতে ২ হাজার শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার এবং জন্মহার হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। ১৯৯০ সালে নবজাতক মৃত্যুর হার ১৪৯ থেকে নেমে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৫৩ তে। স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার লক্ষ্যকে সামনে রেখে নির্মাণ করা হয়েছে নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ।

কৃষিখাতে অর্জনঃ কৃষিখাতে অভূতপূর্ব কিছু সাফল্যের জন্য বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ বারবার আলোচিত হয়েছে।প্রায় ১৬ কোটি জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে ধানের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রধানমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীর সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম আবিষ্কার করেছেন পাটের জিনোম সিকুয়েন্সিং।

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাংলাদেশের অর্জনঃ হতদরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি বিস্তৃত করতে বয়স্ক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃকালীন ভাতাসহ ভাতার হার ও আওতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০০৮-২০০৯ সালে এই খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৩ হাজার ৮৪৫ কোটি টাকা, বর্তমানে এ কার্যক্রমে বরাদ্দের পরিমাণ ২৫ হাজার ৩৭১ কোটি টাকা। খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ২০১০ এর সমীক্ষায় দেখা গেছে মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৪.৫% সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতাভুক্ত হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পে গৃহহীনকে দেয়া হয়েছে বন্দোবস্ত।

প্রতিবন্ধকতাঃ ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অগ্রগতিকে প্রথমবারের মত আটকে দেওয়ার চক্রান্ত হয়। এরপর বহু বছর ধরে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় বাংলাদেশের অগ্রগতি স্থবির হয়ে পড়ে। বর্তমানে উন্নয়ন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। তবে দেশে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এই অগ্রযাত্রাকে খানিকটা ব্যাহত করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক সৃষ্টি করে প্রতিবন্ধকতা। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় দুর্নীতিও একটা বাধা। এসব বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা আরো অপ্রতিহত হবে, অগ্রগতি টেকসই হবে এবং অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে।

উপসংহার: বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা এখন পুরো বিশ্বের জন্য দৃষ্টান্ত। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও আর্থ-সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে গেছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশকে। বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন সোনার বাংলার স্বপ্ন, চেয়েছিলেন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি, গড়তে চেয়েছিলেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ। বর্তমান সরকার সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ২০২০-'২১ কে সরকার মুজিববর্ষ ঘোষণা করেছে। ২০২১ এ দেশব্যাপী ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। সকল বাঁধা ডিঙিয়ে উন্নতির এই অপ্রতিরোধ্য ধারা অব্যাহত থাকবে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ অর্জন করবে উন্নত দেশের মর্যাদা। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এটাই বাংলাদেশের প্রত্যাশা।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

মোঃ শামছুজ্জামান আসিফ
রোল নং- ১১৩৭

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতায় দেশের মানুষ আজ উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের কথা ভাবতে শুরু করেছে। এ বছর ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি হয়েছে। স্বাধীনতার এই সুবর্ণজয়ন্তীতে দাঁড়িয়ে পেছনে তাকালে সহজেই অনুধাবন করা যাবে বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আর্থ-সামাজিক, মানুষের জীবনযাত্রার মান, অবকাঠামোর উন্নয়ন, আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভরতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। আর এই দীর্ঘ সময়ের অর্জন হিসাব করলে বড় বড় উন্নয়ন অর্জনগুলো সাধিত হয়েছে গত এক যুগের ধারাবাহিকতায়।

১৯৪৭ সালে পশ্চাৎপদ চিন্তার ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) মানুষ ছিলো শোষিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত, নিস্পেষিত। সকল প্রকার উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত এবং অর্থনৈতিকভাবে ভঙ্গুর। পূর্ব বাংলা ছিলো পশ্চাৎপদ একটি জনপদ। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ যখন মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে তখনই স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়। শুরুতেই হোঁচট খায় বাংলাদেশ। এর পর দীর্ঘ চড়াই উৎড়াই, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে।

দেশে বর্তমানে ক্ষমতায় রয়েছে স্বাধীনতার নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ। এই সরকারের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। গত ১২ বছরের বেশি সময় ধরে বর্তমান সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। চলতি বছরই বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে চূড়ান্ত সুপারিশ পেয়েছে। এই সময়ের মধ্যে দেশকে উন্নত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে নানা উদ্যোগ, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে সরকার। ইতোমধ্যেই তথ্য-প্রযুক্তিতে দেশ অনেক দূর এগিয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্লোগান আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর দেশ গড়ে তুলতে একের পর এক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি দেশ আধুনিক অবকাঠামোয় সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ প্রবেশ করেছে পারমাণবিক বিশ্বে, স্থান করে নিয়েছে মহাকাশে। উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সরকার গঠনের শুরু থেকে মহাপরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাথা পিছু আয় আজ দুই হাজার মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে। দারিদ্রের হার নেমে এসেছে ২০.৫ শতাংশে। খাদ্যে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। জাতীয় বাজেট ৫ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। শিক্ষা, চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেশ অনেক এগিয়েছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও দেশ এগিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত স্বাধীনতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে এবং এই বিচার কাজ অব্যাহত আছে।

এই সময়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বিশেষ করে অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন মেগা প্রকল্পের কাজ যা বদলে দেবে বাংলাদেশের দৃশ্যপট ও অর্থনৈতিক গতিধারাকে। শুধু প্রকল্প গ্রহণই নয়, প্রকল্প বাস্তবায়নও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

উন্নয়নের মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিশ্ব ব্যাংকের চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে স্বপ্নের পদ্মাসেতুর নির্মাণ কাজ এগিয়ে যাচ্ছে, যা এখন বাস্তবায়নের দোরগোড়ায়। এই প্রকল্পের কাজ শুরু করতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং রাজনৈতিক ও কুটনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে বাংলাদেশকে। এই সেতু নির্মাণে মোট ব্যয় হবে ৩০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। পদ্মাসেতুকে কেন্দ্র করে ঢাকা-মাওয়া-ভাঙা এক্সপ্রেসওয়ে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন যুগের সূচনা করেছে এবং ওই অঞ্চলের দৃশ্যপট বদলে দিয়েছে।

দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে আরেক চ্যালেঞ্জিং প্রকল্প দেশের সর্ববৃহৎ এবং প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ কাজ। যা নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রাহমান। শেখ হাসিনা সরকার এই রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ পারমাণবিক বিশ্বে পদাপর্ণ করে এবং বিশ্ব পরমাণু ক্লাবের সদস্যপদ লাভ করেছে। রাশিয়ার প্রযুক্তি ও সহযোগিতায় এক লাখ ১৩শ’ কোটি টাকা ব্যয়ে দুই ইউনিট বিশিষ্ট এই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে ২০২৩ ও ২০২৪ সালে।

বাংলাদেশ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করেছে কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাই-১। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণেরও প্রস্তুতি চলছে। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রবেশ করেছে স্যাটেলাইট বিশ্বে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের স্লোগান নিয়ে ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছিল বর্তমান সরকার। টানা তিন মেয়াদের এই সরকারের প্রথম মেয়াদেই দৃশ্যমান হয়েছে এই ডিজিটাল বাংলাদেশ। আজ গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গেছে ইন্টারনেট,

কম্পিউটার, স্মার্টফোন। ইন্টারনেট জগতে বাংলাদেশ চতুর্থ জেনারেশনে(৪-জি) প্রবেশ করেছে। এ বছর বাংলাদেশে ৫-জি চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে দ্রুত এগিয়ে নিতে কৃষি, শিল্প উৎপাদনের পাশাপাশি অবকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। সারা দেশে একশটি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে। রাজধানী এবং রাজধানীর বাইরে বিশেষ করে ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলকে বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে এবং হচ্ছে। যোগাযোগ ক্ষেত্রে দেশে এক যুগান্তকারী উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

রাজধানীতে যানজট দুর করতে নির্মাণাধীন মেট্রো রেল প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে। উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত এই মেট্রো রেল এখন দৃশ্যমান। রাজধানীর উপকণ্ঠ হেমায়েতপুর থেকে গুলশান হয়ে ভাটারা এবং বিমান বন্দর থেকে রামপুরা হয়ে কমলাপুর পযন্ত আরও দুইটি মেটো রেল প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে রাজধানীর বিভিন্ন রুটে ও স্থানে নির্মাণ হয়েছে বেশ কয়েকটি ফ্লাইওভার। নির্মাণ হচ্ছে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে।

উন্নয়নের পূর্ব শর্ত বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে বর্তমান সরকার এই সেক্টরকে অগ্রাধিকার দিয়ে এগিয়ে নিচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে ২১ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। চাহিদার থেকে ৯ হাজার মেগাওয়াট বেশি। এরপর আরও কয়েকটি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ হচ্ছে।

মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে। মাতারবাড়ী ও ঢালঘাটা ইউনিয়নের এক হাজার ৪১৪ একর জমিতে এই বিদ্যুৎ প্রকল্পটি নির্মাণ করা হচ্ছে। কয়লাভিত্তিক এ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হবে আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তিতে। নির্মাণাধীন রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ২০২১ সালের শেষ দিকে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ আসতে শুরু করবে। নির্মাণাধীন পায়রা বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে।

এদিকে চট্রগ্রাম সমুদ্র বন্দরকে আধুনিকায়ণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর চাপ কমাতে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়ায় রাবনাবাদ চ্যানেলে পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ হচ্ছে। আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে ১৬ মিটার গভীরতায় চ্যানেল ড্রেজিং সম্পন্ন করে বন্দর গড়ে তোলা হবে। সমুদ্রপথে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও এগিয়ে নিতে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে শুরু করা হয়েছে সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের কাজ।

স্বাধীনতার সুফল, সুষমভাবে সবার ঘরে ঘরে পৌঁছে যাক। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরেই সূচনা হয় বাঙালির নবজীবনের। দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লাখো শহীদের রক্তে

রাঙিয়ে রাতের অন্ধকার ভেদ করে বাংলার দামাল ছেলেরা কেড়ে এনেছিলো ফুটন্ত সকাল। বাঙালি জাতির হাজার বছরের শৌর্য-বীর্য ও বীরত্বগাঁথা এবং এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এ স্বাধীনতা। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে চলুন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই- মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও চেতনা বাস্তবায়নে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আরও অবদান রাখি। দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নেই সমৃদ্ধ আগামীর পথে। মুজিব শতবার্ষিকী উপলক্ষে, মুজিব আদর্শে উজ্জীবিত হোক সারা বাংলা। বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে জন্মগ্রহণ করুক মুজিবের মতো ন্যায়-নিষ্ঠা, আদর্শবান, সত্যবাদী, নিরহংকারী সাহসী নেতা। বঙ্গবন্ধু যেমন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন সকল অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতিকে তেমনি আমরা আশা করি বর্তমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার ও দূর্নীতিকে প্রত্যাখান করে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাশিত সোনার বাংলা বিনির্মাণ করবে।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

মোঃ খায়রুজ্জামান
রোল নং- ১১৩০

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। বাঙ্গালির হাজার বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল, গোলামীর জিঞ্জির ভেঙ্গে স্বাধীনতার লাল সূর্যের রঙের সাথে মিশে আছে ত্রিশ লাখ শহীদের রক্ত, দুই লাখ মা বোনের সম্ভ্রম হারানোর বেদনা এবং বিপুল সম্পদ ক্ষতির মাশুল। বিশ্বের অন্যকোনো জাতি, অন্যকোনো দেশের স্বাধীনতা অর্জনে এত ত্যাগের নজির ইতিহাসে বিরল এবং অনন্য। এবারে স্বাধীনতা অর্জনে ৫০তম বছরে এসে বিনম্র চিত্তে বীর শহীদদের স্মরণ করছে জাতি। কিন্তু এবারের বিজয় দিবসের মাহাত্ম্য, মর্মার্থ, ব্যাপ্তি, গুরুত্ব নতুন করে অনুধাবণ, অনুসরণের আলাদা বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে। ২০২১ সালে বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের দ্বারপ্রান্তে আমরা। এবারের বিজয় দিবসের গুরুত্বের এটি হলো এক কারণ। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ২০২১ সালের ১৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন। কাজেই স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, জাতির জনকের জন্মশতবার্ষিকী এবং তৃতীয়ত: এবারের বিজয় দিবসের আগমুহূর্তে বহুল প্রত্যাশিত ‘পদ্মা সেতু’র শেষ স্প্যান বসানোর মধ্যদিয়ে সূচিত হলো আরেকটি বিজয় অর্জন। এই তিনটি অর্জনকে পুরো জাতি সানন্দে, সাড়ম্বরে, উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপনে প্রস্তুত। বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল ও সম্ভাবনার অপার বিস্ময়কর একটি উদীয়মান অর্থনীতির দেশ। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা প্রতিবেশী দেশ ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিলাম; আর এখন বাংলাদেশই হয়ে উঠছে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয়, খাদ্য ও নির্ভয়ে জীবনযাপনের যোগানদাতা।

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তোরণ ঘটেছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নীতি সংক্রান্ত কমিটি (সিডিপি) গত ১৫ মার্চ এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়। এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু আয়, মানব সম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক এ তিনটি সূচকের যে কোন দুটি অর্জনের শর্ত থাকলেও বাংলাদেশ তিনটি সূচকের মানদণ্ডেই উন্নীত হয়েছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের (ইকোসক) মানদন্ড অনুযায়ী এক্ষেত্রে একটি দেশের মাথাপিছু

আয় হতে হবে কমপক্ষে ১২৩০ মার্কিন ডলার, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় তার থেকে অনেক বেশি। মানবসম্পদ সূচকে ৬৬ প্রয়োজন হলেও বাংলাদেশ অর্জন করেছে ৭২ দমমিক ৯। অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক হতে হবে ৩২ ভাগ বা এর কম যেখানে বাংলাদেশের রয়েছে ২৪ দশমিক ৮ ভাগ।

ক্ষুদ্র আয়তনের একটি উন্নয়নশীল দেশ হয়েও বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সারা বিশ্বের নিকট প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিবিড় সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবহার এবং দারিদ্র দূরীকরণে তার ভূমিকা, জনবহুল দেশে নির্বাচন পরিচালনায় স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুতা আনয়ন, বৃক্ষরোপণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকের ইতিবাচক পরিবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ৮টি লক্ষ্যের মধ্যে শিক্ষা, শিশুমৃত্যুহার কমানো এবং দারিদ্র হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে।

শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো- শতভাগ ছাত্রছাত্রীর মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রম। নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেবার জন্য প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি ব্যবস্থা। বর্তমান ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নতুন করে জাতীয়করণ করেছে। ১৯৯০ সালে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুর শতকরা হার ছিল ৬১, বর্তমানে তা উন্নীত হয়েছে শতকরা ৯৭.৭ ভাগে।

শিশুদের টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যের জন্য এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম আদর্শ দেশ হিসেবে তার স্থান করে নিয়েছে। স্বাস্থ্যখাতকে যুগোপযোগী করতে প্রণয়ন করা হয়েছে "জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা-২০১১"। তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র মানুষদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে গড়ে তোলা হয়েছে ১২ হাজার ৭৭৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক। ৩১২টি উপজেলা হাসপাতালকে উন্নীত করা হয়েছে ৫০ শয্যায়। মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার এবং জন্মহার হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে।

নারীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১"। নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি কার্যক্রম। "জাতীয় শিশু নীতি-২০১১" প্রণয়নের মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হয়েছে শিশুদের সার্বিক অধিকারকে। দেশের ৪০টি জেলার সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থাপন করা হয়েছে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল। নারী বঞ্চনার তিক্ত অতীত পেরিয়ে বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে অনেকদূর এগিয়েছে। পোশাকশিল্পে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ দেশ। আর এই শিল্পের সিংহভাগ কর্মী হচ্ছেন নারী। ক্ষুদ্রঋণ বাংলাদেশে গ্রামীণ উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে। আর ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে ৮০% এর উপর নারী।

ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবতায় রূপ দিতে বাংলাদেশ সরকার নিয়েছে যুগান্তকারী সব পদক্ষেপ। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সেবা পৌঁছে দেবার অভিপ্রায়ে দেশের ৪৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার। তৈরি করা হয়েছে বিশ্বের অন্যতম বিশাল ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল। কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত এ পোর্টালের সংখ্যা প্রায় ২৫০০০। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহারে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে।

প্রায় ১৬ কোটি জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে ধানের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রধানমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীর সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম আবিষ্কার করেছেন পাটের জিনোম সিকুয়েন্সিং। সারা বিশ্বে আজ পর্যন্ত মাত্র ১৭ টি উদ্ভিদের জিনোম সিকুয়েন্সিং হয়েছে, তার মধ্যে ড. মাকসুদ করেছেন তিনটি। তাঁর এই অনন্য অর্জন বাংলাদেশের মানুষকে করেছে গর্বিত।

বর্তমানে বিশ্বের ১৫৭টি দেশে বাংলাদেশের ৮৬ লক্ষেরও অধিক শ্রমিক কর্মরত আছে। বিদেশে শ্রমিক প্রেরণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ স্থাপন করেছে অনন্য দৃষ্টান্ত। সারাদেশে তৃণমূল পর্যায় থেকে বিদেশ গমনেচ্ছু জনগণকে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণকেও এ সেবা গ্রহণের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে হয়রানি ছাড়াই স্বল্প ব্যয়ে মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য দেশগুলোতে শ্রমিকগণ যেতে পেরেছে।

১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তি মিশনে যোগদানের পর এ পর্যন্ত বিশ্বের ৩৯টি দেশের ৬৪ শান্তি মিশনে খ্যাতি ও সফলতার সাথে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এ যাবৎকালে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ১১৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সর্বাগ্রে। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের পাশাপাশি প্রসার ঘটেছে আবাসন, জাহাজ, ঔষুধ, ও প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য শিল্পের। বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের তালিকায় যোগ হয়েছে জাহাজ, ঔষুধ এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসামগ্রী। ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন করতে ৫৫টি জেলায় বিদ্যমান মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান কম্পিউটারাইজেশনের কাজ সম্পন্ন করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ভূমির পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে মোট ২১টি জেলার ১৫২টি উপজেলায় ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধু যে রাষ্ট্রকাঠামো তৈরি করেছেন, বর্তমানে বঙ্গবন্ধু কন্যা সেই কাঠামো অনুযায়ী দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। চারুকলা, নাটক, লোকসঙ্গীত, কিছু চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক মানের খ্যাতি অর্জন করেছে। কিন্তু মৌলবাদের থাবায়

আমাদের মাঝে মধ্যে বিব্রত হতে হয়। পঁচাত্তরের পর উত্থানশীল মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রগতিশীল শক্তির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের অভাবে তারা এখনো শক্তিশালী। এক্ষেত্রে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিকল্প নেই।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
রোল নং- ১১০৮

স্বাধীনতার মহান স্থপতি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্ব ও দ্বি-লক্ষাধিক মা-বোনের সম্ভ্রমসহ ত্রিশ লক্ষাধিক প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত লাল-সবুজ ভূ-খন্ডের আধার 'উন্নয়নের বিস্ময়' আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের এক সময়ের যুদ্ধবিধ্বস্ত অনুন্নত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের এই অভূতপূর্ব অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব, অকৃত্রিম দেশপ্রেম, সাধারণ মানুষের প্রতি ভালবাসা ও মমত্ববোধ এবং কঠোর পরিশ্রমের ফলে। কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশ আজ শিক্ষা ,স্বাস্থ্য, অবকাঠামো উন্নয়নসহ আর্থ-সামাজিক সকল খাতে অর্জন করেছে বিস্ময়কর অগ্রগতি। আর্থ-সামাজিক সকল সূচকে বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশীদের ছাড়িয়ে গেছে এবং অফুরান সম্ভাবনার প্রাণকেন্দ্রে উপনীত হয়েছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের উন্নয়ন অভিযাত্রায় বাংলাদেশের মাথায় দুটি অমূল্য মুকুট শোভিত হয়েছে। ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি দিয়েছে। আর ২০১৮ সালের মার্চ মাসে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সনদ প্রদান করেছে । আর্থ-সামাজিক সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে আজকের বাংলাদেশ এখন এক বদলে যাওয়া বাংলাদেশ। আজকের বাংলাদেশ আর্থিক দিক থেকে যেমন শক্তিশালী, তেমনি মানসিকতার দিক থেকে অনেক বলীয়ান। ছোটখাটো অভিঘাত বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দিতে পারবে না। ২০০৯ সালের পর 'আইলা', অসময়ে বন্যা, ভূমিধস, বিশ্বমন্দার প্রভাব কোনটাই বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রগতির চাকাকে গতিরোধ করতে পারেনি। ঈশ্বরদীতে পারমাণবিক বিদ্যুতকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এখন পারমাণবিক ক্লাবের সদস্য। একইভাবে মহাকাশে বাংলাদেশের পতাকা-সংবলিত নিজস্ব 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' উৎক্ষেপণের মাধ্যমে আমরা হয়েছি এলিট স্যাটেলাইট ক্লাবের সদস্য। যে কোন মেগাসিটির জন্য মেট্রোরেল একটি অতি প্রয়োজনীয় বাহন এবং আভিজাত্যের প্রতীক। রাজধানী ঢাকায় স্বপ্নের মেট্রোরেলের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর কাজও প্রায় শেষের পথে যা দেশের মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে অর্থনীতিবিদেরা মতামত দিয়েছেন । সুযোগ্য নেতৃত্ব,

যথাযথ ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, অবকাঠামো ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, বৈদেশিক বাণিজ্যের বিস্তৃতি, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, শক্তিশালী বাজার পরিকল্পনা প্রভৃতির কারণে বাংলাদেশ যেভাবে সামনের দিকে এগিয়ে আজ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত তা সময়ের ব্যাপ্তিতে নজিরবিহীন। শুধু মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে তা-ই নয়, বেড়েছে মানুষের গড় আয়ু । বাজেটের আকার রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাজেট বাস্তবায়নে কমছে পরনির্ভরতা। সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির কারণে দারিদ্র্যের হারও আজ নিম্নমুখী। বর্তমান সময়ে দারিদ্র্যের হার ১৩ শতাংশেরও কম। জিডিপির হিসেবে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৩৭তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ; ক্রয়ক্ষমতার বিবেচনায় ৩১তম; আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বিবেচনায় বিশ্বে বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় অবস্থানে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের যে-কোনো সূচকের বিচারে বাংলাদেশের অগ্রগতি অভূতপূর্ব।

একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার দৃশ্যমান দিক হচ্ছে অবকাঠামোগত উন্নয়ন। এর মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও জীবনমানের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। গত এক দশকে বাংলাদেশের এই অবকাঠামোগত উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো। বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অল্প দিনের মধ্যেই চালু হবে বাংলাদেশের জনমানুষের বহুকাঙ্ক্ষিত পদ্মাসেতু। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণের সফলতা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে একটি মাইলফলক। অবকাঠামোসমূহ যথাসময়ে সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে আরো এগিয়ে যাবে। এছাড়া সড়ক নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন ভবন নির্মাণও বর্তমানে দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানিকে সামনে রেখে পৃথক পৃথক অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সারা দেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশীয় সম্পদ ব্যবহার করে দেশে উৎপাদন ব্যবস্থা সচল হবে, রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বাড়বে, বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে আরো গতিশীল করে তুলছে। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্যে দেশের ৪৫৬২ টি ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি উপজেলাকে ইন্টারনেট সেবার আওতায় আনা হয়েছে। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন সংযোগের সংখ্যা ১৬ কোটির অধিক এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১২ কোটি। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করতে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে। থ্রি-জি ও ফোরজি প্রযুক্তির মোবাইল নেটওয়ার্কের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটালাইট-১ উৎক্ষেপণ বাংলাদেশের তথ্য-প্রযুক্তি খাতে যুগান্তকারী ঘটনা। এটি বাংলাদেশের নিজস্ব সম্প্রচার উপগ্রহ। ২০১৮ সালের ১১ই মে যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে এটি উৎক্ষেপণ করা

হয় । বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত ছবি ও তথ্যের মাধ্যমে দেশের সম্প্রচার কার্যক্রম সমৃদ্ধ হচ্ছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হচ্ছে।

দেশের সর্বস্তরে শিক্ষাকার্যক্রম নিশ্চিত করার ফলে একটি কর্মক্ষম দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে উঠছে। মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রভৃতির মাধ্যমে দেশে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে। দেশে ও দেশের বাইরে উভয় ক্ষেত্রে তাদের কর্মসংস্থানের অনেক ক্ষেত্রও তৈরি হয়েছে। কৃষি শিল্প, পোশাক শিল্প, ঔষধ শিল্পসহ প্রতিটি শিল্পখাতের আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগও বেড়েছে। চাকরি নির্ভরতা কমেছে; উদ্যোক্তার সংখ্যা বেড়েছে। স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নের ফলে মানুষের গড় আয়ু ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষিতে শিক্ষিত উদ্যোক্তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত এক দশকে শুধু তথ্য-প্রযুক্তি খাতে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ১৩ লাখ মানুষের । বর্তমানে বিশ্বের ১৫৭টি দেশে বাংলাদেশের ৮৮ লাখের অধিক শ্রমিক কর্মরত আছে যারা নিয়মিত তাদের কষ্টে উপার্জিত অর্থ দেশে পাঠাচ্ছে। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় মানবসম্পদ এভাবে সবচেয়ে বড় প্রভাবক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির আকার যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমন বিস্তৃত হয়েছে বৈদেশিক বাণিজ্য। বৈদেশিকপণ্য রপ্তানি আয়ে অর্জিত হয়েছে মাইলফলক। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি হয়েছে চার হাজার কোটি মার্কিন ডলার, যা এখন পর্যন্ত কোন অর্থবছরে দেশের সর্বোচ্চ পণ্য-রপ্তানি আয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অগ্রগতিকে প্রথমবারের মতো আটকে দেওয়ার চক্রান্ত হয়। এরপর বহু বছর ধরে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় বাংলাদেশের অগ্রগতি স্থবির হয়ে পড়ে। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের অগ্রগতি ছিল ধীরগতির। গত এক দশকে তা অস্বাভাবিক গতি অর্জন করেছে। তবে দেশে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এই অগ্রযাত্রাকে খানিকটা ব্যাহত করে ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক সৃষ্টি করে প্রতিবন্ধকতা। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় দুর্নীতিও একটা বাঁধা। এসব বাঁধা অতিক্রম করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা আরো অপ্রতিরোধ্য হবে, অগ্রগতি টেকসই হবে এবং অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা এখনই পুরো বিশ্বের জন্য দৃষ্টান্ত। এর নাম দেওয়া যেতে পারে: অদম্য ব-দ্বীপ বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলার স্বপ্ন, চেয়েছিলেন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি, গড়তে চেয়েছিলেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ। বর্তমান সরকার সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। উন্নতির এই ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব হলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ অর্জন করতে পারে উন্নত দেশের মর্যাদা যেখানে থাকবে না কোন দারিদ্র্য ও শোষণের চিহ্ন।

‘এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে, যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না, যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি আমার যুবক শ্রেণি কাজ না পায়।’ যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ধ্বংসস্তুপের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে সদ্য স্বাধীন দেশের বিজয়ী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভাবেই তার দ্বিতীয় স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে। দারিদ্র্যের তলাবিহীন ঝুড়ি, বারবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন পিতৃহন্তারক জাতি হারতে হারতেও জেগে ওঠেছে ফিনিক্স পাখির মতো। জাতির পিতার স্বপ্ন, আদর্শ পূঁজি করেই তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরির নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লড়াই। ইতোমধ্যেই প্রত্যাশিত লক্ষে পৌঁছতে পথ-নকশা তৈরি করেছে পঞ্চাশে পা রাখা উন্নয়নশীল বিশ্বের ‘রোলমডেল’ বাংলাদেশ। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষে সবুজের মাঝে লাল ব-দ্বীপ বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে চিরকাল এই হোক আমাদের দীপ্ত আত্মপ্রত্যয়।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

মোঃ শফিকুল ইসলাম
রোল নং- ১১০৬

যে দেশটিকে একদিন তলাবিহীন ঝুড়ি বলে তিরস্কার করেছিল হেনরি কিসিঞ্জার- সে দেশটি আজকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হবার দ্বারপ্রান্তে, সে দেশটির মাথাপিছু আয় আজ ২৫৫৪ মার্কিন ডলার, সে দেশটি বিশ্বব্যাংককে চ্যালেঞ্জ করে নিজস্ব অর্থায়নে বিশ্বের অন্যতম বড় বহুমুখী পদ্মাসেতু চালু করতে যাচ্ছে, সে দেশটি আজ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করেছে, সে দেশটি আমাদের সকলের প্রিয় মাতৃভূমি "**বাংলাদেশ**"। ধনধান্য পুষ্পভরা খ্যাত এই বাংলার পলি মাটিতে যে বিশ্ব বরেন্য নেতার জন্ম হয়েছিল টুঙ্গিপাড়ার একটি গ্রামে, বঙ্গবন্ধু বলে যার নাম প্রতিধ্বনিত হয় এই বাংলার আনাচে-কানাচে, সেই মানুষটির নিজ হাতে গড়া এই দেশটি প্রকৃত অর্থেই সোনার বাংলায় পরিগণিত হয়েছে। এ দেশের ইতিহাস অনেক সংগ্রাম আর ঐতিহ্যের । যুগে যুগে ঔপনিবেশিক শাসনের শিকলে আবদ্ধ এই জাতিটি প্রকৃত অর্থেই মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবর রহমানের অসীম সাহসিকতায় আর দুরদর্শি নেতৃত্বগুণে। কিন্তু মুক্তির সেই সুখ এ ভাগ্যহত জাতির কপালে বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। একাত্তরের পরাজিত শক্তির পুনর্জাগরণে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তা স্তিমিত হয়ে যায়। জাতির পিতার বুকে ঘাতকের বুলেটের আঘাত যেন সারা বাংলার ভাগ্যকাশে শেল হয়ে বিঁধে এ দেশকে আবারও পিছনের দিকে ঠেলে দেয়। এরপরে সামরিক শাসনের যাতাকলে এই দেশটি আরো বেশি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অতপর আবার ফিরে এসেছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, যে ক্ষণের বা স্বপ্নের বীজ জাতির পিতা নিজ হাতে বপন করেছিল। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় অনেকগুলো সোপান অতিক্রম করেছে। ২০২১ সালে উন্নয়নশীল দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়া, ২০৪১ সালে উন্নত দেশ, ২০৭১ সালে স্বাধীনতার ১০০তম বছর উদযাপন, ২১০০ সালের ডেল্টা প্ল্যান গ্রহণের মাধ্যমে দেশকে আজ এক অনন্য উচ্চতায় আসীন করেছে বর্তমান সরকার। যে দেশের মানুষ তিন বেলা ঠিকমত ভাত খেতে পারত না সে দেশটি আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে ।এমনকি বিদেশেও চাল রপ্তানি করার চিন্তাভাবনা করছে। স্বাধীনতার পর আমাদের বাজেট ছিল মাত্র ৭৮৬ কোটি টাকা তা আজ

৬০৩৬৮১ কোটি টাকায় এসে উপনীত হয়েছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে ৩৩তম সবচেয়ে বৃহৎ অর্থনীতির দেশ।

মোটাদাগে কয়েকটি সূচকে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের অর্থনীতির চিত্র বোঝা যায়।বিবিএস এবং বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এসব সূচকের প্রথম যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে, ১৯৭৩-১৯৭৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ছিলো মাত্র ২৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সে সময় জিডিপি'র আকার ছিলো ৭ হাজার ৫৭৫ কোটি টাকা। মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ১২৯ ডলার অন্যদিকে দারিদ্রের হার ছিল ৭০ শতাংশ। পঞ্চাশ বছর পর এসে দেখা যাচ্ছে রপ্তানি আয় বহুগুণে বেড়ে মিলিয়ন ডলার থেকে এসেছে বিলিয়ন ডলারের ঘরে। ২০২০ সালের হিসেবে যা ৩৯.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। জিডিপি আকার ১৯৭৩-১৯৭৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে এসে বেড়েছে ৩৬৯ গুণ যা ক্রমবর্ধমান। পরিমাণে যা প্রায় ২৭ লাখ ৯৬ হাজার কোটি টাকা। মাথাপিছু আয় বেড়েছে প্রায় ১৬-১৭ গুণ। দারিদ্রের হার কমে হয়েছে প্রায় ২০.৫ শতাংশ। একসময় যে দেশটি তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে আখ্যায়িত ছিল এখন বলা হচ্ছে, ২০৩৫ সালের মধ্যে সেই দেশটি হতে যাচ্ছে বিশ্বের ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ।

দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাসহ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতেই সরকার কাজ করে যাচ্ছে। তবে এ ক্ষেত্রে স্বপ্নের মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করছে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে আরো বেশি প্রস্ফুটিত করেছে এসব মেগা প্রকল্প গুলো। দেশের প্রবৃদ্ধি আরও বেগবান হবে যদি অবকাঠামো উন্নয়নে মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন হয়। এই দিকে বিশেষ নজর দেয়ার জন্য সরকার দশটি মেগা প্রকল্পকে ফাস্টট্র্যাকভুক্ত করেছে। সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ফাস্টট্র্যাকভুক্ত মেগা প্রকল্পগুলো হচ্ছে- পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মেট্রোরেল প্রকল্প, এলএনজি টার্মিনাল ও গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্প, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, পদ্মা সেতুতে রেল সংযোগ, দোহাজারী-রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু-মিয়ানমারের কাছে ঘুমধুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্প।এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে দেশের প্রবৃদ্ধি ও মানুষের মাথাপিছু আয় বাড়বে। ব্যবসা-বানিজ্যে গতি সঞ্চার হবে পাশাপাশি সুযোগ সৃষ্টি হবে কর্মসংস্থানের। তাই বলা যায় ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি যথার্থই বলেছেন যে- **“দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশই সেরা”**।

শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই আর আজ আমাদের ছোট্ট দেশটি। সামাজিক বেষ্টিনীর আওতায় সমাজের অসচ্ছল, পিছিয়ে পড়া মানুষ সহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার রয়েছে প্রচেষ্টা রয়েছে। এমনকি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে যাদের রয়েছে অপরিমেয় ভূমিকা সেই সব অকুতভয় বীর সেনানিদের জন্যে ২০০০০ টাকা পর্যন্ত মাসিক সম্মানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্ষুদ্র পরিসরে তা যেন আমাদের স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রাকে এক সুতোয়

গেঁথে দিয়েছে। পঞ্চাশ বছর বয়সের এই দেশটি আজ শুধু দু'বেলা দু মুঠো অন্ন যুগিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, একটি উন্নত সুখি সমৃদ্ধ কল্যাণকর রাষ্ট্র হওয়ার জন্য যা যা প্রয়োজন তার প্রায় সব কিছুরই সন্নিবেশ ঘটেছে এখানে।

বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ আজ মাথা তুলে দাড়িয়েছে। স্বাধীনতার ৫০তম বছরে আমরা এক নতুন বাংলাদেশ দেখছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন-

"এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।''

বঙ্গবন্ধু যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাস্তবে রূপ নিয়েছে। এ দেশের মানুষ স্বাধীনতা লাভের প্রকৃত স্বাদ আচ্ছাদন করতে পারছে। সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের গৃহীত আশ্রয়হীন মানুষদের জন্যে ঘর করে দেওয়ার পরিকল্পনা সর্বোজন প্রশংসিত যা ছিল মুজিব শতবর্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার -একটি মানুষও থাকবে না গৃহহীন। সারা দেশে ঘুরে ঘুরে সরজমিনে গেলে দেখা যাবে মানুষের মুখে মুখে স্তুতিসূচক বাক্য। যারা কিছুদিন আগেও ঘরের বাইরে রাত কাটাত খোলা আকাশের নিচে তারা আজ অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে সরকারের দেওয়া পাকা ঘরে রাত কাটাচ্ছে। এরকম অসংখ্য উদাহরণের সংমিশ্রনেই সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় আজকের ৫০ বছরের বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

জান্নাতুল ফেরদৌস উর্মি
রোল নং- ৯২৪

শান্তি এবং সম্প্রীতির ভূখন্ড সুজলা সুফলা বাংলার উপর হায়েনারা আঘাত হেনেছে বারবার। বাঙালিও হায়েনাদের রুখে দাঁড়িয়েছে প্রতিবার। মুক্তিকামী সাহসী বাঙালীকে স্বাধীনতার স্বাদ এনে দিতে এই বাংলায় আবির্ভাব হয়েছিল এক দূরদর্শী নেতার, রাজনীতির কবির। শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে দীপ্ত পায়ে হেঁটে কবি এসে দাঁড়িয়েছিল জনতার মঞ্চে। ঘোষণা দিয়েছিলেন-

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,

এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই বজ্রকণ্ঠ ঘোষণায় শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত বাঙালি পেয়েছিল মুক্তির দিশা, দেখেছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন। তাঁর সম্মোহনী নেতৃত্বে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সর্বস্তরের জনগণ। ত্রিশ লক্ষ শহীদ এবং দুই লক্ষ মা বোনের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল সবুজ বাংলা যার বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ আমরা পাই লাল সবুজের পতাকা। বিশ্বের বুকে অঙ্কিত হয় একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের মানচিত্র যার নাম বাংলাদেশ।

ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে স্বাধীনতার পরই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু সে নির্মাণযাত্রা ছিল কণ্টকাকীর্ণ। যুদ্ধবিধ্বস্ত ভৌত-অবকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা, অসংগঠিত প্রশাসন, বৈদেশিক মুদ্রার শূন্য ভাণ্ডার, ভারসাম্যহীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, নিঃস্ব ও সহায়-সম্বলহীন কোটি শরণার্থীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন, বন্যা, খাদ্যাভাব, বিশ্বমন্দা, নানা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে সামাজিক অস্থিরতা, দূর্নীতি সব মিলিয়ে এক নতুন যুদ্ধের সূচনা। নানা প্রতিকূলতা স্বত্বেও খাদ্যাভাব দূরীকরণ, সামাজিক অস্থিরতা নিরসন, আইন-শৃংখলার উন্নতি, বিভিন্ন উন্নয়নমুখী নীতি ও আইন প্রণয়নসহ নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। তবে রক্তপিপাসু হায়েনাদের নির্মমতায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাঙালিকে হারাতে হয় জাতির পিতাকে। জাতির পিতার স্বপ্নকে ধ্বংস করে দিতে হায়েনারা ঘটায় ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড, সপরিবারে হত্যা করে জাতির পিতাকে।

জাতির পিতার স্বপ্ন ও আদর্শ হত্যা করবার নয়। তাই তাঁর অসমাপ্ত স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তারই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায়।

বাংলাদেশ এ বছর স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করতে যাচ্ছে। মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং মুজিববর্ষের মাহেন্দ্রক্ষণে জাতি সাক্ষী হয়ে থাকল বাংলার গৌরবময় এক নতুন অধ্যায়ের। ঐতিহাসিক এ বছরে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে আসার যোগ্যতা অর্জন করেছে। চলতি বছরের ২২-২৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসির (সিডিপির) পর্যালোচনা বৈঠকে বাংলাদেশ এলডিসি তালিকা থেকে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ পেয়েছে। এলডিসি গ্রুপ থেকে আমাদের দেশ আবারো তিনটি মানদণ্ড পরিপূরণে সমর্থ হয়েছে। ওই তিনটি মানদণ্ড হলো মাথাপিছু জাতীয় আয় (জিএনআই), মানবসম্পদ সূচক (এইচএআই) এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক (ইভিআই)। এখন সবকিছু ভালোভাবে চললে ২০২৬ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে আসবে। এর আগে ২০১৮ সালের মার্চে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো তিনটি মানদণ্ড পূরণ করেছিল। বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেটি সবগুলো মানদণ্ড পরিপূরণে সমর্থ হয়েছে।

স্বাধীনতার পরাজিত শক্তিরা বলেছিল—আগামী ১০০ বছরের মধ্যেও বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১ হাজার ডলার ছাড়াবে না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বর্তমানে ২৫৫৪ মার্কিন ডলার যেখানে ১৯৭০-এ মাথাপিছু গড় আয় ছিল মাত্র ১৪০ ডলার। যে বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে আখ্যায়িত করা হত, অতি আশ্চর্যের বিষয় মাত্র ৫০ বছরে বাংলাদেশ নামক ঝুড়িটি আর তলাবিহীন নয় বরং বিশ্বের কাছে তা আজ উন্নয়নের রোল মডেল। করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যেই দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৮ দশমিক ০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের নতুন রেকর্ড ছুঁয়েছে।

অতিমারি করোনাকালীন বিশ্বের সব দেশে যখন প্রবৃদ্ধির হার কমে যাচ্ছে, তখন বাংলাদেশে করোনার ধাক্কা কাটিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি আবার উচ্চ প্রবৃদ্ধির দিকে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। চলতি ২০২১–২২ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ৬ দশমিক ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে সংস্থাটি। চলতি অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে সরকার জিডিপিতে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ৭ দশমিক ২ শতাংশ।

১৯৭২-১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের আকার ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা অথচ জাতীয় সংসদে বৈশ্বিক মহামারি করোনার (কোভিড-১৯) দ্বিতীয় ও তৃতীয় আঘাতের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট অর্থনৈতিক অভিঘাত সফলভাবে মোকাবেলা করে চলমান উন্নয়ন বজায় ও উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য সামনে রেখে ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়েছে।

কোভিডের শুরু থেকেই আশঙ্কা ছিল যে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়ে ধ্বস নামবে। কিন্তু সব আশঙ্কা দূর করে ২০২০ সালে বাংলাদেশ ২২ বিলিয়ন বা ২ হাজার ২০০ কোটি ডলার বা ১ লাখ ৮৪ হাজার ৮০০ কোটি ডলার (১ ডলার= ৮৪ ডলার) রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় পেয়েছে। তাতে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের মধ্যে প্রবাসী আয় প্রাপ্তিতে বাংলাদেশ আরও এক ধাপ এগিয়েছে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ ছিল অষ্টম স্থানে, ২০২০ সালে উঠে এল সপ্তম স্থানে। বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি ৮১ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১.২ বিলিয়ন ডলার। একই সঙ্গে বেড়েছে রপ্তানি পণ্যের সংখ্যাও। স্বাধীনতার পর রপ্তানি আয়ের সত্তর ভাগ ছিল পাটের দখলে। বর্তমানে মোট রপ্তানির ৮২ শতাংশই তৈরি পোশাক খাতের দখলে।

শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক শতভাগ ছাত্রছাত্রীর মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রম, নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেবার জন্য প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত উপবৃত্তি ব্যবস্থা, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষকের চাকরি সরকারীকরণ ও বেতন বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদির ফলে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুর সংখ্যা শতকরা ৯৭.৭ ভাগে উন্নীত হয়েছে । শিক্ষার সুবিধাবঞ্চিত গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছে "শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট"।

কৃষিতে বাংলাদেশের সাফল্য ঈর্ষণীয়। কৃষিজমি কমতে থাকা, জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও বৈরী প্রকৃতিতেও খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উদাহরণ। ধান, গম ও ভুট্টা বিশ্বের গড় উৎপাদনকে পেছনে ফেলে ক্রমেই এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। সবজি উৎপাদনে তৃতীয় আর চাল, মাছ ও ছাগল্ উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে চতুর্থ অবস্থানে, আম উৎপাদনে সপ্তম এবং ফসলের জাত উদ্ভাবনেও আজ শীর্ষে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ, বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও দুর্যোগ সহিষ্ণু শস্যের জাত উদ্ভাবনেও শীর্ষে বাংলাদেশের নাম।

পাওয়ার সেল এর সর্বশেষ হালনাগাদকৃত তথ্যমতে বর্তমানে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৫,২৩৫ মেগাওয়াট। ২০২১ সালের জুলাইয়ের শেষে বাংলাদেশের জনগণের ৯৮ শতাংশেরও বেশি বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে।

বাংলাদেশ অনেক উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে, নিরবিচ্ছিন্ন যাতায়াত নিশ্চিত করতে নির্মিত হয়েছে বড় বড় ফ্লাইওভার, মেট্রোরেল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ চলছে দ্রুতগতিতে, মহাকাশে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয়েছে, সারা দেশজুড়ে রাস্তাঘাট কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে, পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় সম্পন্ন। খাদ্য, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থ-সামাজিক প্রতিটি সূচক ও জরিপে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে দক্ষতার সাথে অতিমারি করোনা মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে এবং বিশ্বের বহু বড় দেশকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ প্রথম সারির দেশ হিসেবে কোভিড-১৯ এর টিকাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে অর্জিত হয়েছে ভিশন ২০২১ যার মধ্য দিয়ে আমরা উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছি, বাস্তবায়িত হয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন। এসডিজি বাস্তবায়নে দেশের প্রতিটি দপ্তর নিরলস কাজ করে চলেছে। মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং মুজিববর্ষের মাহেন্দ্রক্ষণে বাংলার গৌরবময় যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল নিশ্চয়ই তা পূর্ণতা পাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প-২০৪১ এ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। সততা, দক্ষতা এবং নিষ্ঠার মাধ্যমে কাজ করে আমরা নিশ্চয়ই সে লক্ষ্য পূরণে সমর্থ হব। ২০৪১ সালে নিশ্চয়ই বাংলাদেশ পরিণত হবে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলায়।

তথ্যসূত্রঃ

১। জাতীয় তথ্য বাতায়ন

২। দৈনিক প্রথম আলো

৩। দ্য ডেইলি স্টার

৪। দৈনিক ইত্তেকাফ

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

মোঃ তাজবির উদ্দিন
রোল নং- ৯২৮

"এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে, যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না, যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি আমার যুবক শ্রেণি কাজ না পায়।"

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ধ্বংসস্তুপের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে সদ্য স্বাধীন দেশের বিজয়ী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভাবেই তার দ্বিতীয় স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে। দারিদ্র্যের তলাবিহীন ঝুড়ি, বারবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন পিতৃহন্তারক জাতি হারতে হারতেও জেগে ওঠেছে ফিনিক্স পাখির মতো। জাতির পিতার স্বপ্ন, আদর্শ পুঁজি করেই তার উত্তরসূরির নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছেন সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লড়াই। ইতোমধ্যেই প্রত্যাশিত লক্ষে পৌঁছতে পথ-নকশা তৈরি করেছে পঞ্চাশে পা রাখা উন্নয়নশীল বিশ্বের 'রোলমডেল' বাংলাদেশ। বিশ্লেষকদের মতে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মূল বৈশিষ্ট্য বৈষম্যমুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক, অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নিষ্পেষণমুক্ত সামাজিক ন্যায়বিচারভিত্তিক দেশ গড়াই আজকের চ্যালেঞ্জ।বাংলাদেশের অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। কিছুদিন আগেও বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে। যোগ্য নেতৃত্ব, যথাযথ ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, অবকাঠামো ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, বৈদেশিক বাণিজ্যের বিস্তৃতি, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, শক্তিশালী বাজার পরিকল্পনা প্রভৃতির কারণে বাংলাদেশ যেভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তা নজিরবিহীন।

২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের গড় উৎপাদন প্রবৃদ্ধির (জিডিপি) হার ছিল ৫.৪ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ছিল ৫৪৩ মার্কিন ডলার (প্রায় ৪৫,০০০ টাকা)। অথচ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এই হার ৮.১৩ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ১৯০৯ মার্কিন ডলার (প্রায় ১,৬১,০০০ হাজার টাকা)। শুধু মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে তা-ই নয়, বেড়েছে মানুষের গড় আয়ু। বাজেটের আকার রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজেট

বাস্তবায়নে কমছে পরনির্ভরতা। সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির কারণে দারিদ্র্যের হার নিম্নমুখী। বর্তমান সময়ে দারিদ্র্যের হার ১৪ শতাংশেরও কম। জিডিপির হিসেবে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৪৪তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ; ক্রয়ক্ষমতার বিবেচনায় ৩৩তম; আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বিবেচনায় বিশ্বে বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় অবস্থানে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের যে-কোনো সূচকের বিচারে বাংলাদেশের অগ্রগতি অভূতপূর্ব।

একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার দৃশ্যমান দিক হচ্ছে অবকাঠামোগত উন্নয়ন। এর মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও জীবনমানের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। গত এক দশকে বাংলাদেশের এই অবকাঠামোগত উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো। বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অল্প দিনের মধ্যেই চালু হবে বাংলাদেশের জনমানুষের বহু কাঙ্ক্ষিত পদ্মা সেতু। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণের সফলতা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে একটি মাইলফলক। এছাড়া রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশে ছোট-বড় অনেক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব অবকাঠামো যথাসময়ে সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে আরো এগিয়ে যাবে। এছাড়া সড়ক নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন ভবন নির্মাণও বর্তমানে দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানিকে সামনে রেখে পৃথক পৃথক অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সারা দেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশীয় সম্পদ ব্যবহার করে দেশে উৎপাদন ব্যবস্থা সচল হবে, রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন বাড়বে, বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে।

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে আরো গতিশীল করে তুলছে। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্যে দেশের ৪৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি উপজেলাকে ইন্টারনেট সেবার আওতায় আনা হয়েছে। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১২ কোটির অধিক এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করতে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে। থ্রি-জি ও ফোরজি প্রযুক্তির মোবাইল নেটওয়ার্কের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটালাইট-১ উৎক্ষেপণ বাংলাদেশের তথ্য-প্রযুক্তি খাতে যুগান্তকারী ঘটনা। এটি বাংলাদেশের নিজস্ব সম্প্রচার উপগ্রহ। ২০১৮ সালের ১১ই মে যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে এটি উৎক্ষেপণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত ছবি ও তথ্যের মাধ্যমে দেশের সম্প্রচার কার্যক্রম সমৃদ্ধ হচ্ছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হচ্ছে।

বাংলাদেশ বিপুল জনসংখ্যার দেশ। এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে সরকার কাজ করছে। সর্বস্তরে শিক্ষাকার্যক্রম

নিশ্চিত করার ফলে একটি কর্মক্ষম দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে উঠছে। মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রভৃতির মাধ্যমে দেশে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে। দেশে ও দেশের বাইরে উভয় ক্ষেত্রে তাদের কর্মসংস্থানের অনেক ক্ষেত্রও তৈরি হয়েছে। কৃষি শিল্প, পোশাক শিল্প, ঔষধ শিল্পসহ প্রতিটি শিল্পখাতের আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগও বেড়েছে। চাকরি নির্ভরতা কমেছে, উদ্যোক্তার সংখ্যা বেড়েছে। স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নের ফলে মানুষের গড় আয়ু ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষিতে শিক্ষিত উদ্যোক্তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত এক দশকে শুধু তথ্য-প্রযুক্তি খাতে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ১০ লাখ মানুষের। বর্তমানে বিশ্বের ১৫৭টি দেশে বাংলাদেশের ৮৬ লাখের অধিক শ্রমিক কর্মরত আছে। তারা নিয়মিত তাদের কষ্টে উপার্জিত অর্থ দেশে পাঠাচ্ছে। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় মানবসম্পদ এভাবে সবচেয়ে বড় প্রভাবক শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

বাংলাদশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির আকার যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমন বিস্তৃত হয়েছে বৈদেশিক বাণিজ্য। বৈদেশিক পণ্য রপ্তানি আয়ে অর্জিত হয়েছে মাইলফলক। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি হয়েছে চার হাজার কোটি মার্কিন ডলার, যা এখন পর্যন্ত দেশের সর্বোচ্চ পণ্য-রপ্তানি আয়।

১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অগ্রগতিকে প্রথমবারের মতো আটকে দেওয়ার চক্রান্ত হয়। এরপর বহু বছর ধরে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় বাংলাদেশের অগ্রগতি স্থবির হয়ে পড়ে। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের অগ্রগতি ছিল ধীরগতির। গত এক দশকে তা অস্বাভাবিক গতি অর্জন করেছে। তবে দেশে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এই অগ্রযাত্রাকে খানিকটা ব্যাহত করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক সৃষ্টি করে প্রতিবন্ধকতা। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় দুর্নীতিও একটা বাধা। এসব বাঁধা অতিক্রম করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা আরারো অপ্রতিহত হবে, অগ্রগতি টেকসই হবে এবং অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে।

বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা এখন পুরো বিশ্বের জন্য দৃষ্টান্ত। এর নাম দেওয়া যেতে পারে: অদম্য বাংলাদেশ। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও আর্থ-সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে গেছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশকে। বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন সোনার বাংলার স্বপ্ন, চেয়েছিলেন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি, গড়তে চেয়েছিলেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ। বর্তমান সরকার সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। উন্নতির এই ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব হলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ অর্জন করতে পারে উন্নত দেশের মর্যাদা। ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অর্জন

অসামান্য। দারিদ্র্য কমেছে। গড় আয়ু বেড়েছে। শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমেছে। পদ্মা সেতুর মতো প্রকল্প নিজস্ব অর্থায়নে করা সম্ভব হয়েছে। মেট্রোরেলের কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। ব্যাপক দুর্নীতি না হলে বাংলাদেশ এশিয়ার অনেক দেশকে ছাড়িয়ে যেত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ভূমিকা রাখছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে আমাদের সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু আমরা পিছিয়ে পরছি জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায়। গ্লোবাল নলেজ ইনডেক্স ২০২০ প্রকাশিত সূচক অনুযায়ী, ১৩৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১২তম। সুবর্ণজয়ন্তীকে শুধু আত্মপ্রচারমূলক স্মৃতিচারণায় পর্যবসিত না করে আমাদের প্রতীক্ষা হোক শতবর্ষে বাংলাদেশ হয়ে উঠবে একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক ও উন্নত রাষ্ট্র।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

লুৎফা বেগম
রোল নং- ৯২৭

সুদীর্ঘ ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শোষণের শেকল থেকে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশ অর্জন করে স্বাধিকার, বৃহত্তর শান্তি-সৌম্যের জন্য ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগে জন্ম নেয় দুটি রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান। মুসলিম অধ্যুষিত বলে এই বাংলা সুন্দর ভবিষ্যতের একরাশ প্রত্যাশা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত হয় পাকিস্তানের সাথে, নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। মুসলিম ঐক্য-সম্প্রীতি, স্বজাতিবোধের টান, গণতান্ত্রিক সাম্য-সুশাসন, প্রগতির স্বপ্নে বিভোর পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জাতি। কিন্তু নিমিষেই সেই আশা-আকাঙ্খাকে পদদলিত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। ব্রিটিশ পরাধীনতার শোষণ হতে মুক্ত হতে না হতেই আমরা পাকিস্তানী শোষণের শিকার হই। তাদের দু:শাসনে প্রাচুর্য-সম্পদ ও সম্ভাবনায় ভরপুর সোনার বাংলা হতদরিদ্র-রুগ্ন, বিশৃঙ্খল-ভঙ্গুর জনপদে পরিণত হয়। জাতির সেই চরম ক্রান্তিলগ্নে কান্ডারীর ভূমিকায় উপমান হয় শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালি জাতিকে মুক্তি, শক্তি ও শৌর্যের অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত করে, নিজ জীবনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ, ৪৬৮২ দিন কারাভোগ, নির্যাতন ও মৃত্যুদন্ডের চোখরাঙানি অবলীলায় উপেক্ষা করে তিনি আসীন হন আমাদের হৃদয়ের মধ্যকোঠরে 'বঙ্গবন্ধু' ও 'জাতির পিতা'র আসনে । বঙ্গবন্ধুর বলীষ্ঠ নেতৃত্বে বলীয়ান বাঙালি জাতি অসীম সাহসিকতায় ও আত্মত্যাগে দীর্ঘ নয় মাসের মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহীদের জীবন আর দুই লক্ষ মা- বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার নতুন সূর্য উদয় হয়। ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ গৌরাবজ্জ্বল স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করতে যাচ্ছে। এই ৫০ বছরে বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসাবে অবিশ্বাস্য-অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করে সারাবিশ্বের প্রশংসা ও সম্মান অর্জন করেছে।

ব্রিটিশ শাসনামলের পর ১৯৪৭-১৯৭০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে অবকাঠামোগত তেমন কোন উন্নয়ন হয় নাই। আদমজী জুট মিলসসহ কিছু কল-কারখানা গড়ে ওঠে যার মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের কৃষিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ও সাশ্রয়ী শ্রমবাজারকে কাজে লাগিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্প। বিনিয়োগের বেশিরভাগ ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক। পূর্ব পাকিস্তান মোট রপ্তানির ৭০% পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করলেও প্রাপ্ত আয়ের মাত্র ২৫% গ্রহণ করতে পেরেছে। পাকিস্তানি শাসনামলের   শোষণ-বৈষম্য,

বঞ্চনা ও নির্যাতনের জন্যই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশের আপামর জনতা আন্দোলন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চে কালরাত্রিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যে গণহত্যার বিভীষিকা সৃষ্টি করে তার জবাবে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন শুরু হয় এবং দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করার পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

স্বাধীনতার পর থেকে বঙ্গবন্ধু শক্ত হাতে দেশগঠন শুরু করেন। দেশের অর্থনীতির ভিত রচিত হয়, ক্ষুধা-দারিদ্র্য কমতে থাকে, উন্নয়ন চাকা সামনে এগোতে থাকে। জাতির পিতা যে স্বপ্নের সোনার বাংলা তৈরি করতে চেয়েছিলেন, তার সেই অপূর্ণ কাজ অকল্পনীয় গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তারই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে তিনি দেশের অবকাঠামোগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করেছেন।

যেকোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্ব ও প্রথম শর্ত পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক শক্তির যোগান। বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২৫,০০০ মেগাওয়াট। ৯৯% এর বেশি এলাকা বিদ্যুৎ নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে যা অচিরেই শতভাগ হতে যাচ্ছে। বিচ্ছিন্ন হাতিয়া দ্বীপকে জাতীয় গ্রীডে সংযুক্ত করার প্রক্রিয়া চলমান। বিশ্বের ৩২ তম দেশ হিসাবে বাংলাদেশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে যাচ্ছে সরকারের নেয়া অগ্রাধিকারমূলক মেগা প্রজেক্টগুলোর মধ্যে পাওয়ার প্লান্টগুলোর উল্লেখযোগ্য:

- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুত কেন্দ্র- ২৪০০ মেগাওয়াট
- পায়রা তাপবিদ্যুত কেন্দ্র- ৩৬০০ মেগাওয়াট
- রামপাল তাপ বিদ্যুত কেন্দ্র- ১৩২০ মেগাওয়াট
- মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুত কেন্দ্র-১২০০ মেগাওয়াট।

এছাড়া বরিশালের হিজলা উপজেলায় দেশের ২য় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র করার পরিকল্পনা চলমান। দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০২৫ সাল নাগাদ ৩০,০০০ মেগাওয়াট ও ২০৪১ সাল নাগাদ ৪০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার মহাপরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছে।

যোগাযোগ খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি ঈর্ষণীয় । সম্পূর্ণ নিজ অর্থায়নে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মানের দ্বারপ্রান্তে বাংলাদেশ। চট্টগ্রামে কর্ণফুলী টানেল এর নির্মাণ শেষ পর্যায়ে। ঢাকার যানজট নিরসনে এমআরটি-৬ বা মেট্রোরেল প্রকল্প আগামী বছর চালু হবার সম্ভাবনা রয়েছে। গাজীপুর থেকে ঢাকা বিমানবন্দর পর্যন্ত বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি লাইন-৩), এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলসড়ক প্রকল্প চলমান। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ১০ লেনে উন্নীত করা, ভাঙ্গা-পায়রা মহাসড়ক ৪ লেন করা, ঢাকা-সিরাজগঞ্জ মহাসড়ক লেন বর্ধন করার পরিকল্পনা রয়েছে। পায়রা সমুদ্রবন্দর প্রকল্প নির্মাণ প্রায় শেষ, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর বাস্তবায়িত হলে

এদেশের অর্থনীতি ও আমদানি-রপ্তানি ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে যাবে। দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে ৫৫ কিমি এর ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এর সৌন্দর্য ও সুযোগসুবিধা আধুনিক বিশ্বের নামান্তর। বিশ্বের দীর্ঘতম মেরিন ড্রাইভ সেতুর গর্বিত দেশ বাংলাদেশ। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২১ অনুযায়ী দেশে জাতীয় মহাসড়ক ৩৯৪৪ কিমি এবং রেলপথ ৩০১৯ কিমি।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশের উন্নতি অকল্পনীয়। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচীর কল্যাণে দারিদ্রের হার ২০.৫% এ নেমেছ যা ২০০৫ সালে ছিল ৪০%। চরম দারিদ্রের হার ১০.৫%। 'অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫' এবং '২য় বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা' (ভিশন-২০৪১) বাস্তবায়ন হলে দারিদ্রের হার যথাক্রমে ১৫.৬% ও ৫% এবং চরম দারিদ্রের হার যথাক্রমে ৭.৪% ও ০.৬৮% এ নামিয়ে আনা সম্ভব হবে। সাক্ষরতার হার ৭৫.২%। শিশু মৃত্যুহার হাজারে ২১ জন।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২১ ও বিবিএস সূত্রে ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরের একটি তুলনামূলক চিত্রঃ

	১৯৭৩-৭৪ অর্থবছর	২০২০-২১ অর্থবছর	হ্রাস/বৃদ্ধির হার
জিডিপি আকার (কোটি টাকা)	৭,৫৭৫	৩০,১১,০৬৫	+৩৯৭ গুণ
রপ্তানি আয় (মিলিয়ন ডলার)	২৯৭	৩৭,৮৮২	+১২৭ গুণ
মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলার)	১২৯	২২২৭	+১৭ গুণ
দারিদ্রের হার	৭০%	২০.৫%	-৩.৪ গুণ

বর্তমানে দেশের বৈদেশিক রিজার্ভ ৪৬,৩৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৩০ জুন'২১), জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৫.৪৭% যা ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে ৮.৫১% হবার আশা করা যায়। বিগত ২০১৮ সালে বৈদেশিক বিনিয়োগ ২০১৭ সাল অপেক্ষা ৭১% বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৬ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয় (আঙ্কটাড রিপোর্ট-২০২১)। বর্তমানে দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল ও ২১টি হাইটেক পার্ক স্থাপনের কাজ পুরোদমে চলছে।

বাংলাদেশকে এমার্জিং টাইগার বা সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির অন্যতম শীর্ষ দেশ বলা হচ্ছে। ২০৩১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশের কাতারে আসার মহাপরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ।

যেখানে করোনায় প্রায় সকল দেশের অর্থনীতি স্থবির কিংবা উল্টো পথে গিয়েছে সেখানে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি স্থিতিশীল থেকে এগিয়ে গেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন, ইলিশ উৎপাদন, পাট রপ্তানিতে বিশ্বে ১ম; স্বাদু পানির মাছ উৎপাদনে ২য়; পোশাক রপ্তানি, ধান ও সবজি উৎপাদন এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে ৩য়; রেমিটেন্স আয়ে ৮ম এবং উদীয়মান অর্থনীতির দেশের সক্ষমতায় নবম স্থান অর্জন করেছে।

দারিদ্র্য দূরীকরণ, পৃথিবীর সুরক্ষা ও সবার জন্য শান্তি-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সঠিকপথে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্প্রতি 'এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার' এ সম্মানিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের কাঙ্খিত সময়ে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া এবং অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে করোনা মহামারী নি:সন্দেহে বড় একটি বাধা। করোনা অতিমারি, কর্মসংস্থানের সংকোচন সমস্যা, বিনিয়োগে স্থবিরতা, দুর্নীতি, সামাজিক বৈষম্য ও দুর্বৃত্তায়ন ইত্যাদি সমস্যাগুলো শক্ত হাতে সামাল দিয়ে সরকার তার পরিকল্পনামাফিক দেশকে অভীষ্ট সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে বদ্ধ পরিকর। যে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জার তাচ্ছিল্যের সুরে বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুঁড়ি বলেছিলেন, সেই মার্কিন মুলুকের বর্তমান প্রেসিডেন্টের প্রশংসা বাণী আমাদের জন্য সম্মানের ও অনুপ্রেরণাদায়ী। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বাংলাদেশের দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা নিয়ে বলেন, "জন্মের পর থেকে দেশটির মানুষ যতটা অর্জন করেছে, তা অসাধারণ"। আমরা আশাবাদী বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হবেই।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

মাহফুজা আক্তার
রোল নং- ৯১০

২০০ বছরেরও অধিক সময়ের পরাধিনতার শিকল ভেঙ্গে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল একটি ভূখন্ডের, যার নাম বাংলাদেশ। সবুজের জমিনে রক্তিম সূর্যখচিত মানচিত্রের এ দেশটির ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করছি আমরা। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করবে বাঙালি জাতি।

স্বাধীনতার পর 'তলাবিহীন ঝুড়ির' দেশ আখ্যা দিয়ে যারা অপমান-অপদস্থ করেছিল, সেই তাদের কণ্ঠেই এখন বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রশংসা। দারিদ্র্য আর দুর্যোগের বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উত্তরণের পথে। অনেকের জন্য রোলমডেল। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে এসডিজি, এমডিজি, রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন করেছে। এবং আমরা রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের পথে আছি । অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক প্রতিটি সূচকে এগিয়েছে

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় সহযোগী ছাড়া বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের জয় হয়েছিল। বহু ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত বিজয়ের পর সেদিন মানুষ হাঁফ ছেড়ে নিঃশ্বাস নিয়েছিল ।এই জয়ের পেছনে রয়েছে বাঙালির বহু ত্যাগ ও নির্যাতনের ইতিহাস। তবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সেই স্বজন হারানো, সম্ভ্রম হারানোর শোক ও লজ্জাকে শক্তিতে পরিণত করে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে এ দেশের মানুষ। এর মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি ছিল মানুষ্য সৃষ্ট নানা সংকট। তবুও পিছু হটেনি। জয়ী হয়েছে শত বাধা পেরিয়ে। বাধাবিঘ্ন কে পেছনে ফেলেই সৃষ্টি করেছে নতুন ইতিহাস, নতুন গল্পের, নতুন জীবনের, নতুন প্রেরণার। বিজয়ের পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরেন স্বাধীনতার মহানায়ক, বাংলার সবচেয়ে রূপবান পুরুষ,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।দেশে ফিরেই সহযোদ্ধা-সহকর্মীকে নিয়ে শুরু করেন একটি বিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজ। তার সেই সময় নেওয়া উদ্যোগগুলো ছিল বেশ প্রশংসনীয় ও সময়োপযোগী। তিনি চেয়েছিলেন এদেশের মানুষ মাথা উঁচু করে বাঁচুক। গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সোনার বাংলা। এ লক্ষ্যে গ্রহণ করেন নানা অসাধ্য কর্মসূচির।

একটি রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় এমন কোনো বিষয় নেই যে, তিনি স্পর্শহীন রেখেছেন। প্রযুক্তিনির্ভর জাতির ভিত গড়তে তিনি স্বাধীনতার পর রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়ায় স্থাপন করেন ভূউপগ্রহ কেন্দ্র। জোর দেন শিক্ষার ওপর। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগকে বঙ্গবন্ধু সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ বলেছিলেন। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায় রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পদক্ষেপে।

বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে যে সাফল্য, এর পেছনেও বঙ্গবন্ধুর এসব পদক্ষেপের বড় ভূমিকা রয়েছে। এরই আলোকে তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ মানসম্মত শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করছেন।দেশে ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ছিল ৪৭ শতাংশ, এখন তা মাত্র ৬.২ শতাংশ। এ হার আরও কমানোর জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি উভয় সূচকের স্থিতিশীলতার বিচারেও দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম।

বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি ৮১ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১.২ বিলিয়ন ডলার। একই সঙ্গে বেড়েছে রপ্তানি পণ্যের সংখ্যাও। স্বাধীনতার পর রপ্তানি আয়ের সত্তর ভাগ ছিল পাটের দখলে। বর্তমানে মোট রপ্তানির ৮২ শতাংশই তৈরি পোশাক খাতের দখলে। তৈরি পোশাকে বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। ৪০ লাখের বেশি শ্রমজীবী এ খাতের পেশায় নিয়োজিত রয়েছে, যার আশি ভাগই নারী শ্রমিক। ব্যবসা-বাণিজ্যের এ চিত্র বাংলাদেশের অর্থনীতির সক্ষমতা নির্ণয়ে একটি অকাট্য প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে। সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন বাংলাদেশে আমদানি ব্যয়ের চেয়ে রপ্তানি আয় বেশি হবে।

বেড়েছে মাথাপিছু আয়, বৈদেশিক ডলারের রিজার্ভ। কমেছে শিশু মৃত্যুর হার। বেড়েছে গড় আয়ু ও মানবসম্পদের সূচকও অনেক ভালো অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। বেড়েছে অর্থনীতির আকার সমৃদ্ধশালী হচ্ছে আমাদের অর্থনীতি। স্বাধীনতার পর ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রথম বাজেটের আকার ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা। চলতি (২০১৮-১৯) অর্থবছরের বাজেটের আকার চার লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা। যা স্বাধীনতার পর প্রথম বাজেটের তুলনায় প্রায় ৬০০ গুণ বড়।

অর্থনীতির আকারে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে ৪১তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। উন্নয়ন অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০৩৩ সাল নাগাদ বিশ্বের শীর্ষ ২৪তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশের তালিকায় নাম লেখাবে বাংলাদেশ। ৪৮ বছরে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে প্রায় ১৮ গুণ। ১৯৭১ সালের পর দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ছিল ১০০ ডলারের মতো। এখন তা ১৯০৯ ডলার। শুধু মাথাপিছু আয় নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের স্বীকৃতি পেয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭১ সালে দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ছিল ৮ দশমিক ৭৫ বিলিয়ন ডলার। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ডলার। আর দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ তিন হাজার ১৫০ কোটি ডলার।

স্বাধীনতার বছর দেশের ৮০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করত। সর্বশেষ হিসাবে ২১ দশমিক ৮ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। ১৯৭১ সালে গড় আয়ু ছিল ৪৭ বছরের একটু বেশি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে এখন গড় আয়ু ৭২ বছর। এটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর চেয়ে অনেক বেশি।

এছাড়াও বাংলাদেশ ১০ টি মেগা প্রোজেক্ট এর পথে অনেক দুর এগিয়েছে । যার সুফল আমরা ইতিমধ্যে পেতে শুরু করেছি যা আমাদের অর্থনীতি কে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে । পদ্মা বহুমুখী প্রকল্প , পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প , মেট্রোরেল , রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র , দোহাজারি ঘুমধুম রেল প্রকল্প ,মাতারবাড়ী বিদ্যুৎকেন্দ্র , পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর ,এলএনজি টারমিনাল,সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর এই প্রকল্প গুলো নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে ।

আসছে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস । বহু ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় লাল-সবুজের এ বাংলাদেশ। সেদিনের সংগ্রাম শুধু পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার নয়, ছিল অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামেরও। কারণ ওই সময়ে অর্থনৈতিক শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্য ছিল চরমে। ক্ষুধা, অপুষ্টি, স্বাস্থ্যহীনতাসহ নানা কারণে আয়ুষ্কালও ছিল অনেক কম। শিক্ষার হার ছিল নিম্নপর্যায়ে। কর্মসংস্থানও ছিল না পর্যাপ্ত। এমন দশায় যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ একসময় ঘুরে দাঁড়াবে ভাবতে পারেনি অনেকেই। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও অদম্য বাঙালির ঘাম ঝরানো পরিশ্রমের ফলে উন্নয়নের বিস্ময় এখন বাংলাদেশ। একাত্তরে সংকট উত্তরণে নতুন স্বপ্নের নেতৃত্বে ছিলেন জাতির

পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর বিজয়ের ৪৯ বছর পর উন্নত বাংলাদেশের সামনে রয়েছেন তারই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাই এবারও তারুণ্যনির্ভর এই জাতি সব বাধা উপেক্ষা করে ফের আকাশে বিজয় কেতন ওড়াবে।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

নাজমুল হাসান
রোল নং- ১০০১

'স্বাধীনতা' একটি অভিধা মাত্র নয়। এর পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে অগণিত চেতনা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার সফল সমাপ্তি। হাজার বছরের শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছিল বাঙ্গালির সতত নিয়তি। এই শৃংখলের নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য এ অঞ্চলের মানুষ তাঁর মানবীয় শক্তির জোরে যুদ্ধ করে গেছে সর্বদা। এই যুদ্ধ ছিল শোষণের বিরুদ্ধে মুক্তির জন্য কখনো চাপা কান্না, কখনো বিক্ষিপ্ত প্রতিবাদে সীমাবদ্ধ নিষ্পেষিত যাপিত জীবন। সময়ের পরিক্রমায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসই ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বর্তমান বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বছর ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতা বিষয়ে নিজস্ব অভিমত উপস্থাপিত হলো:

সমৃদ্ধি-সমরের গল্প

"এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে, যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না, যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি আমার যুবক শ্রেণি কাজ না পায়"

এ লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তদারকি বৃদ্ধি করতে সেগুলো জাতীয়করণ করেন এবং বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসহ বিদেশী সাহায্যে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। এছাড়াও এক বছরের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন করে এতে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাসহ ৪টি মূলনীতি যুক্ত করে অসাম্প্রদায়িক বৈষম্যহীন সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের পথ রচনা করেন।

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

বাংলাদেশ বর্তমানে উন্নয়নশীল বিশ্বের রোলমডেল। এ অবস্থায় পৌঁছাতে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী সরকারের পর্যায়ক্রমিক নীতি ও বাস্তবায়ন কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল পাঁচ বছর (জুন ১৯৯৬-জুলাই ২০০১): স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুবর্ণ সময়; আওয়ামী লীগ শাসনামল (জানুয়ারি ২০০৯-ডিসেম্বর ২০১৩): সংকট উত্তরণ এবং দিনবদলের পথে যাত্রা; আওয়ামী লীগ শাসনামল (জানুয়ারি ২০১৪-ডিসেম্বর ২০১৮): উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে বিশ্বের বিস্ময় বাংলাদেশ এবং সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ (২০১৯-২০২৩) নামক গ্রহীত ইশতেহারই পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। এর আদলে বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে ডিজিটাল ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০৪১ ও ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে।

অর্জিত সাফল্য ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশের সাফল্যের পথে অন্যতম অর্জন হলো সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাইজেশনের আওতায় নিয়ে আসা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, ভূমি ব্যবস্থাপনা সহ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে অনলাইন ভিত্তিক ডিজিটাল ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়েছে। জাতিসংঘ কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয় জনপ্রশাসন পদক-২০২০ লাভ করে ই-মিউটেশন প্রবর্তনের ফলে। বাংলাদেশ এমডিজি-২০১৫ অর্জনে সক্ষমতা দেখিয়েছে, মাথাপিছু আয় ২২২৭ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। রেমিট্যান্স বৃদ্ধি পেয়ে রিজার্ভ ৪৫ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়ে ২৫ হাজার ২৩৫ মেগাওয়াট হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রা ২৪০০০ হাজার মেগাওয়াট ছড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বছর ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গৃহীত রূপকল্প-২০২১ এ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরপর ৩ বছর সূচক পূর্ণ করে উন্নীত হয়েছে। দেশে জিডিপি হার ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গড় আয়ুষ্কাল প্রায় ৭৪ বছর হয়েছে। জনসংখ্যা বিষয়ক ডিভিডেন্ড এর সুষ্ঠ ব্যবহারে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যায়ে বাংলাদেশের অর্জিত সাফল্য টেকসই করা ও বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে নেয়া পদক্ষেপ:

বিনিয়োগ ও উন্নয়ন

বাংলাদেশের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট ছিল ৬,০৩,৬৮১ কোটি টাকা, যা বাংলাদেশের প্রথম বাজেটের তুলনায় ৭৬৭.০৪ গুণের বেশি। বাজেটের সফল বাস্তবায়নের উপর দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে। দেশে চলমান বড় প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে পদ্মা বহুমুখী প্রকল্প, যা ২২ জুন, ২০২২ সালে উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পাবনা; কর্ণফুলি টানেল; মেট্রেরেল; পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর; রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র; বিভিন্ন উড়াল সেতু; মহাসড়কের বহুমুখী লেনে সম্প্রসারণ; ১০০টি অর্থনৈতিক কেন্দ্র ইত্যাদি। সরকারি, বেসরকারি ও বিদেশি বিনিয়োগের সম্মিলনে বৃহৎ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে।

অর্থনৈতিক অবস্থার বিকাশ

জনসংখ্যার ডিভিডেন্ড কাজে লাগিয়ে দেশে অর্থনৈতিক কার্যক্রম বিকশিত হচ্ছে বিশ্বের তাবৎ দেশের সাথে তাল মিলিয়ে। রপ্তানি বহুমুখীকরণের জন্য রপ্তানিযোগ্য পণ্যের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধিতে একক অংকে সুদযুক্ত লোন প্রদান করা হচ্ছে। তৈরি পোশাক শিল্প ও প্রবাসী আয় বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চাবিকাঠি। এছড়াও আইটি ক্ষেত্রে সহজলভ্যতার কারণে ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে বৈদেশিক রেমিট্যান্স বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ফ্রিল্যান্সিং এ বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। চিংড়ি মাছ, পাটজাত পণ্য, জাহাজ শিল্প, চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কৃষিজাত ও প্রাণিজ সম্পদের উন্নয়ন

২০১৯ সালে কৃষক পরিবারের অনুপাত ৭৩ শতাংশ থেকে ৫৬ শতাংশে নেমে এসেছে। তারপরও বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যে কারণে ১৬.২০ কোটি জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মিটিয়ে খাদ্য উদ্বৃত্ত বিদ্যমান রয়েছে। গরু, মৎস্য, পোল্ট্রি শিল্প ও দুগ্ধজাত প্রাণিজ সম্পদের ঘাটতি চাহিদা পূরণ হয়েছে। পুষ্টিকর খাদ্য চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে দেশের কর্মক্ষম যুবসম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটেছে। যার ফলে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ত্বরান্বিত হচ্ছে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ বিশ্বে অভাবনীয় সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছে।

স্থানীয়করণের পথে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

সমতা ভিত্তিক কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের জন্য বর্তমান শাসক দল সমষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সমতাভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। যার ফলশ্রুতিতে ২০১৮ সালে বর্তমান সরকার দলীয় ইশতেহারের ৩.১০ অনুচ্ছেদে আমার গ্রাম আমার শহর নামক স্লোগান নিয়ে গ্রামে শহরের সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চতকরণের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীব বৈচিত্র্ বজায় রাখার মাধ্যমে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সেবা প্রদান সহজীকরণের জন্য জনবল ও অবকাঠামো নির্মাণের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার দ্বারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সু-স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণের কাজ চলমান। গভীর নলকূপ স্থাপন করে গ্রামিণ জনগণের সুপেয় পানির সংস্থান হচ্ছে। শতভাগ স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রণয়নে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ

বাংগালি জাতির হাজার বছরের সংগ্রামের ইতিহাসে একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্যতীত কোন সশস্ত্র আন্দোলন বা যুদ্ধ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে জাতিরাষ্ট্র গঠনের উদ্দ্যেশে পরিচালিত হয়নি। এজন্যই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাংগালি ও বাংলাদেশের স্থপতি বলা হয়। ২০২১ সালে স্বাধীনতার

সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুশাসন হলো, মুজিববর্ষে কোন ব্যাক্তিই ভূমিহীন ও গৃহহীন থাকবে না। এজন্য আশ্রয়ন প্রকল্প-২ এর অধীনে ২,১৩,২২৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি পরিবার ২.০০ শতাংশ খাসজমি ও পয়ঃনিষ্কাশন, সুপেয় পানিসহ ২ কক্ষ বিশিষ্ট আধা-পাকা বাড়ি পেয়েছে। এতে পুনর্বাসিত পরিবারের জীবনমান উন্নীত হয়েছে।

উপসংহার

বাংলাদেশ শত-সহস্র বাধা অতিক্রম করে সমৃদ্ধির পথে অবস্থান করছে। মাথাপিছু আয় বেড়ে যাওয়ায় জনগনের জীবনমান উন্নীত হচ্ছে এবং উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কিন্তু চলমান কোভিড-১৯ এর প্রভাবে বিশ্বব্যপী অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়েছে। এর থেকে মুক্তির জন্য কার্যকরী নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উপর দেশের ভবিষ্যত অনেকাংশে নির্ভর করছে। এছাড়াও সকল কার্যক্রমে গুণগত মান বজায় রাখার মাধ্যমে সকল প্রতিকূলতা দূর করা সম্ভব। যা আমাদেরকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০; উন্নত বাংলাদেশ-২০৪১; সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ-২০৭১ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ অর্জনে সক্ষম হব। যা পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী দেশে রূপান্তরিত হবে।

উৎস:

১। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ওয়েবসাইট;

২। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবপোর্টাল।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

মো: সায়েম ইউসুফ
রোল নং- ১০২২

১. প্রারম্ভিকা

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এক রক্তস্নাত সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। আজ ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে অসংখ্য বাধা বিপত্তি উপেক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশের অনেক সাফল্য অর্জন এবং লক্ষ্য প্রাপ্তি । বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের অগ্রগামীতা উন্নয়নের নতুন রোল মডেল ও প্রেরণা ।

২. সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা

২.১ আর্থ সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে বিজ্ঞানসম্মত কৃষিকাজ, সেচ সম্প্রসারণ, ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের ঋণ-প্রণোদনা প্রদান, প্রবাসী আয়বৃদ্ধি, দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধি, শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা, ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, শিল্পের সম্প্রসারণ, শ্রমবান্ধব মজুরি কাঠামো গঠন ইত্যাদি পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক খাতে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে ।

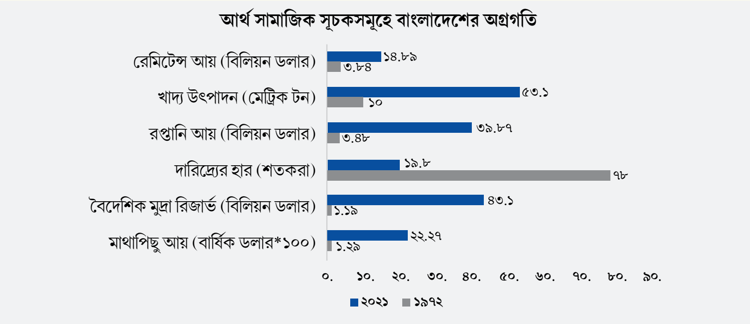

মাথাপিছু আয়, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ, দারিদ্র্যের হার, রপ্তানি আয়, খাদ্য উৎপাদন, রেমিটেন্স আয় বিবিধ সূচকে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অগ্রগতি সুস্পষ্ট।

২.২ মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন, চিকিৎসাসেবার তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তার, গণটিকা কর্মসূচি, স্বাস্থ্য বিষয়ক গণসচেতনতা বৃদ্ধি, নারী শিক্ষা ও সমঅধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা বিস্তার, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ খাবার পানি বিষয়ক ক্যাম্পেইন, বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারের বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ বাংলাদেশকে দিয়েছে মানব উন্নয়ন সূচকে বহুমাত্রিক সাফল্য।

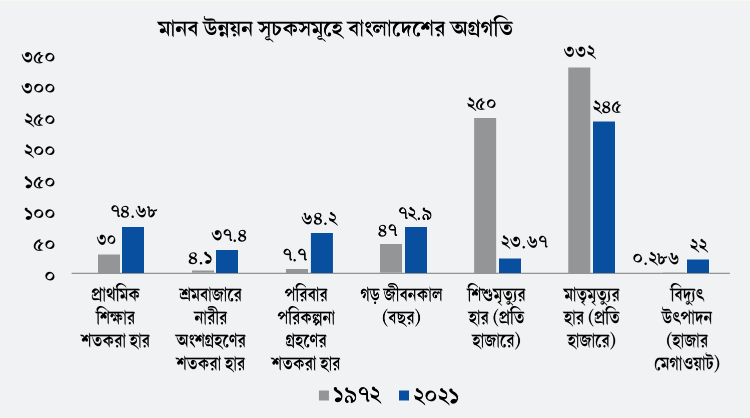

প্রাথমিক শিক্ষার হার, শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণের হার, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের হার, গড় জীবনকাল, শিশুমৃত্যুর হার, মাতৃমৃত্যুর হার, বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি সূচকে বাংলাদেশের ক্রমান্বয় উন্নতি বিশ্ববাসীর কাছে আজ অনুকরণীয়। চলমান কোভিড অতিমারী স্বাস্থ্য সূচকসমূহে কিছুটা ঋণাত্মক প্রভাব ফেললেও বাংলাদেশ তা শীঘ্রই পূরণ করে নেবে।

২.৩ কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলায় সফলতা লাভ

বিশ্বব্যাপী নব্য সংকট কোভিড মোকাবিলায় বাংলাদেশ আশাতীত সফলতা লাভ করেছে। সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ ও টিকাদান কর্মসূচির ফলে কোভিডের করাল গ্রাস বাংলাদেশে অনেকাংশেই স্তিমিত। বিশ্বব্যাপী গড়ে প্রতি মিলিয়নে মৃত্যুর হার ৬৬৯.৬ হলেও বাংলাদেশে তা ১৬৮, উভয়ক্ষেত্রে সংক্রমণের হার প্রতি মিলিয়নে যথাক্রমে ৩৩,৫৯৭ এবং ৯,৪৩৬। টিকা প্রদানের ক্ষেত্রেও সরকার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে – ইতোমধ্যে সকল ১৮ বছরের বেশী বয়সীদের জন্য

টিকাপ্রদান কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সকলকে টিকাপ্রদান কর্মসূচির আওতায় আনা হবে।

২.৪ সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জন এবং স্বল্পোন্নত দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ

২০০০ সালে জাতিসংঘ আয়োজিত সহস্রাব্দ সামিটে এমডিজি গৃহীত হয় ৮টি লক্ষ্যকে উদ্দেশ্য করে : (১) চরম দারিদ্র্য - ক্ষুধা দূরীকরণ (২) সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন (৩) লৈঙ্গিক সমতার উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়ন (৪) শিশু মৃত্যুহার হ্রাস (৫) মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন (৬) এইচআইভি, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন (৭) পরিবেশগত টেকসইতা নিশ্চিতকরণ এবং (৮) উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

বাংলাদেশ প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে এবং ২০১০ সালে এমডিজি অ্যাওয়ার্ড লাভ করে।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক-সামাজিক কাউন্সিলের (ইকোসক) মানদন্ডে নিম্ন মধ্যম আয়ের স্ট্যাটাসে উত্তরণের নিমিত্ত একটি দেশের মাথাপিছু আয় হবে কমপক্ষে ১২৩০ USD যেক্ষেত্রে বাংলাদেশের রয়েছে ২২২৭ USD, মানবসম্পদ সূচকে ৬৬ প্রয়োজন হলেও বাংলাদেশ অর্জন করেছে ৭২.৯ এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক হতে হবে ≤৩২ ভাগ যেখানে বাংলাদেশের রয়েছে ২৪.৮ ভাগ। বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ে উত্তরণের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাবে ২০২৬ সালে।

২.৫ শিল্পায়ন, নগরায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়নে সাফল্য অর্জন

শিল্পায়ন-নগরায়ন একটি দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের অন্যতম পরিমাপক। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে নগর জনগোষ্ঠীর হার যেখানে ছিল ৭.৯%, ২০২০ সালে তা ৩৮.২%। শিল্পায়নে বাংলাদেশ অর্জন করেছে প্রভূত সাফল্য – দেশে বর্তমানে রয়েছে ২৪টি রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা (ইপিজেড) এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) ও বিসিকভূক্ত শিল্প এলাকা। দেশে ১০০ টি ইকোনমিক জোন প্রতিষ্ঠালক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির জন্য বাংলাদেশের পরিচিতি থাকলেও শিল্প উৎপাদনে বাংলাদেশের যাত্রাটি শক্তিশালী।

দেশের অভ্যন্তরীণ অবকাঠামো উন্নয়নকল্পে বিদ্যমান ন্যাশনাল হাইওয়ের প্রায় সম্পূর্ণরূপে চার লেন করা হয়েছে, স্থানীয় প্রকৌশল দপ্তরের (এলজিইডি) মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে আজ পাকা রাস্তার প্রসার ঘটেছে, বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতুসহ সারাদেশে অসংখ্য সেতু নির্মিত হয়েছে। এছাড়া চলমান বড় প্রকল্পসমূহের মধ্যে রয়েছে পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেল, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ইত্যাদি। এসব প্রকল্প দেশের অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়।

২.৬ সরকারি দপ্তরে সেবাপ্রদান ডিজিটালকরণ ও সরকারি কর্মচারীদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধিকরণ

সাম্প্রতিককালে সরকারি দপ্তরে সেবাপ্রদান ডিজিটালকরণ একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ, ফলে সেবাগ্রহণে অর্থ-সময়-ভিজিট কম ব্যয়িত হচ্ছে এবং সরকারি দপ্তরে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

Annual Performance Agreement (APA), Grievance Redress System (GRS), Right to Information (RTI), National Integrity Strategy (NIS), সিটিজেন চার্টার দ্বারা সরকারি দপ্তরের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি সেবা প্রদানকে আরও দ্রুততর ও দক্ষ করেছে আবশ্যিকভাবে।

২.৭ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী নীতি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ নীতি গ্রহণ করা হয় যা সাফল্যের সাথে বাস্তবায়িত হয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীতকরণ, ডেল্টা প্ল্যান নীতি ইত্যাদি গৃহীত হয়েছে যা পরবর্তী সময়েও বাংলাদেশকে উন্নয়নের পথে ধাবিত করবে।

২০১৫	২০২০	২০৩১	২০৪১	২১০০
এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা	নিম্ন মধ্যম আয়ে উন্নয়ন	এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	উচ্চ আয়ে উন্নয়ন	ডেল্টা প্ল্যান
দারিদ্র্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, সমতাসহ ৮টি লক্ষ্য অর্জন	মাথাপিছু আয় ন্যুনতম ১২৩০ মার্কিন ডলার মানবসম্পদ সূচক ৬৬ অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক ৩২ ভাগ বা এর কম	ক্ষুধা, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, সাম্যতা, বিশুদ্ধ পানি, শক্তি, অংশীদারীত্ব বিবিধ বিষয়ে ২৪৭টি সূচকে ১৭টি লক্ষ্য অর্জন	ভিশন ২০৪১ মাথাপিছু আয় ১২,৬৯৬ মার্কিন ডলার ৯% জিডিপি গ্রোথরেট জিডিপির ১৫% ট্যাক্স রেভিনিউ	নদী ভাঙন, নদী ব্যবস্থাপনা, নগর ও গ্রামে পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন

৩. ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় চ্যালেঞ্জসমূহ

৩.১ দূর্নীতি

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দুর্নীতি দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা। দুর্নীতির করাল গ্রাসে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য ম্রিয়মান। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বর্তমান সরকারের শক্ত পদক্ষেপে দুর্নীতির লাগাম অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণ

করা সম্ভব হয়েছে, তারপরও দুর্নীতি এখনও বাংলাদেশের সমৃদ্ধির পথে অগ্রযাত্রায় প্রধান অন্তরায়।

৩.২ জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ দূষণ

জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সমস্যা এবং মানবসম্প্রদায়ের অস্তিত্বের জন্য সবসময় বড় একটি হুমকি। বিশ্ব জনগোষ্ঠীর প্রায় ২.০৯% বসবাস করলেও বাংলাদেশের কার্বন নি:সরণের হার বৈশ্বিক নি:সরণের মাত্র ০.২১%। দূর্ভাগ্যজনকভাবে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির বিরূপ প্রভাব – সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা ডুবে যাওয়া, দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মরুকরণ, লবণাক্ততা, আকস্মিক বন্যা, শীতকালের দৈর্ঘ্য হ্রাস, ফসল উৎপাদন হ্রাস ইত্যাদি সমস্যা বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরেই সম্মুখীন হয়ে আসছে।

এছাড়া, অপরিকল্পিত শিল্পায়ন-নগরায়নের বিরূপ প্রভাব হল পরিবেশ দূষণ যা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে বড় বাধা।

৩.৩ জনমিতির পরিবর্তন

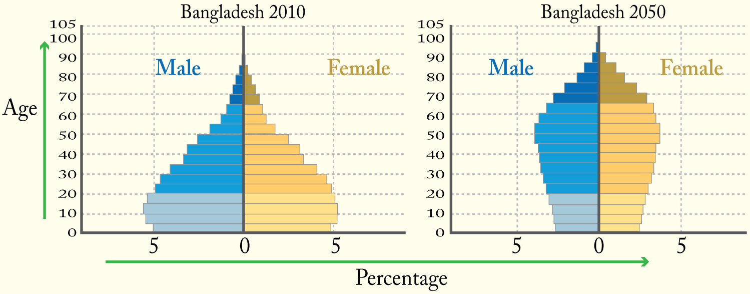

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সাফল্যের অন্যতম কারণ তরুণ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী। জনমিতি পর্যালোচনায় দেখা যায় ২০১০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বড় অংশ ১০-৩০ বছর বয়সী, পক্ষান্তরে ২০৫০ সালে জনসংখ্যার বড় অংশ হবে ৪৫-৬৫ বছর বয়সী। বেশি বয়সী জনগোষ্ঠী স্বাভাবিকভাবে দেশের জিডিপিতে কম অবদান রাখবেন এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তাও হবে অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

৩.৪ ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও জ্বালানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা বিশ্বের প্রতিটি দেশের জন্য প্রযোজ্য হলেও ছোট আয়তনের বাংলাদেশের জন্য তা প্রতিনিয়ত পর্যালোচনার বিষয়। ৮০ দশক থেকে বর্তমান সময়ে মিয়ানমার থেকে আগত ১.১ মিলিয়ন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং বিশ্বের বিভিন্ন পরাশক্তির বঙ্গোপসাগর কেন্দ্রিক বহুবিধ পরিবর্তনশীল নীতির সাথে খাপ খাওয়ানো বাংলাদেশের জন্য ভবিষ্যতের বড় পরীক্ষা।

তেল-গ্যাসসহ জ্বালানি সম্পদের মজুদ নির্ধারণ, উত্তোলন ও তার সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ বাংলাদেশের আরেকটি পরীক্ষা।

৩.৫ অস্থিতিশীল বিশ্ব শ্রমবাজার

প্রবাসী আয় বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জিডিপির ৬.৬% হলেও তা অনিশ্চিত কাঠামোর উপর রয়েছে। বিশ্ব শ্রমবাজারে আরও দক্ষ শ্রমশক্তি বিনিয়োগ করা এবং প্রয়োজনবোধে প্রবাসী শ্রমশক্তির জন্য দেশে বিকল্প কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি বাংলাদেশের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ।

৩.৬ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন

২০১৫ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, সাম্যতা, বিশুদ্ধ পানি, শক্তি, অংশীদারীত্ব বিবিধ বিষয়ে ১৭টি লক্ষ্য ও ২৪৭টি সূচক নির্ধারিত হয় এবং তা অর্জনের জন্য প্রতিটি দেশকে ২০৩০ সালের মধ্যে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। এসডিজি'র এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বাংলাদেশের জন্য হবে একটি মাইলফলক।

৪. পরিশেষ

১৯৭১ সালে যে বাংলাদেশের জন্ম হাটি হাটি পা পা করে সে আজ অনেক দুরন্ত ও অগ্রসরমান। সুযোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশের দৃপ্ত পদচারণা হোক এই পৃথিবীর বুকে – স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এটাই হোক আমাদের প্রত্যাশা।

তথ্যসূত্র

১. *History of Economic Development in Bangladesh, Shamema Akter.*

২. *Bangladesh Rio+20: National Report on Sustainable Development.*

৩. *Bangladesh Development Update (April 2021), THE WORLD BANK.*

৪. *Annual Economic Report of Bangladesh Bureau of Statistics: 2018, 2019, 2020.*

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

মোঃ আতিকুর রহমান
রোল নং- ১০৪৬

উপক্রমণিকাঃ

সবুজের জমিনে রক্তিম সূর্যখচিত মানচিত্রের বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বিজয়ের ৫০ বছরে ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করছে বাঙালি জাতি। স্বাধীনতা অর্জনের ৫০ বছরের পথচলায় উন্নয়নে দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলা বাংলাদেশ একাত্তরে স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ সমৃদ্ধ। ‘তলাবিহীন ঝুড়ি’ খ্যাত দারিদ্র আর দুর্যোগের বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিশ্বে রোলমডেল।

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশঃ

১৯৭১ সালে দীর্ঘ ৯ মাস স্বাধীনতা যুদ্ধে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ ভঙ্গুর নব্য সৃষ্ট এই দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি ছিল মানুষ্য সৃষ্ট নানা সংকট। হাটি হাটি পা পা করে শত বাধা বিপত্তিকে পিছনে ফেলে এই দেশ আজ সৃষ্টি করেছে নতুন ইতিহাস, নতুন গল্পের, নতুন জীবনের, নতুন প্রেরণার। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর কিছু আগে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নীতি সংক্রান্ত কমিটি (সিপিডি) বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের স্বীকৃতি দিয়েছে। এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু আয়, মানব সম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক এ তিনটি সূচকের যে কোন দুটি অর্জনের শর্ত থাকলেও বাংলাদেশ তিনটি সূচকের মানদণ্ডেই উন্নীত হয়েছে।

বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়নয়ের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে উৎক্ষেপণ করেছে দ্রুতগতিসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১। দেশ আজ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হতে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে দেশ অর্জন করেছে এমডিজি, বাস্তবায়ন হচ্ছে নানা দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা।

এখন দেশে এসডিজি বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, কৃষি, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানীমুখী শিল্পায়ন, ১০০ টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, পোশাক শিল্প, ঔষধ শিল্প, রপ্তানী আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সূচক। বাস্তবায়িত হচ্ছে পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, ঢাকা মেট্রোরেল, মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প, কর্ণফুলী টানেল, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট, পদ্মাসেতুতে রেল সংযোগসহ দেশের মেগা প্রকল্পসমূহ।

বাংলাদেশের অর্জনঃ

ক্ষুদ্র আয়তনের একটি উন্নয়নশীল দেশ হয়েও বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সারা বিশ্বের নিকট প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিবিড় সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবহার এবং দারিদ্র দূরীকরণে তার ভূমিকা, বৃক্ষরোপণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকের ইতিবাচক পরিবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে জন্ম নেওয়া এই বাংলাদেশকে আজকের অবস্থানে আসতে অতিক্রম করতে হয়েছে হাজারো প্রতিবন্ধকতা।

শিক্ষাখাতে অর্জনঃ

শিক্ষাখাতে বাংলাদেশ আজ ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছে। শিক্ষার উন্নতি ও শিক্ষাকে সর্বস্তরে পৌছে দেয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে রয়েছে- দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শতভাগ ছাত্রছাত্রীর মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ, মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সকল নারী শিক্ষার্থীর জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষকের চাকুরী জাতীয়করণ ইত্যাদি। তাছাড়া গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য গঠন করা হয়েছে "শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট"। যার ফলে বর্তমানে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুর শতকরা হার দাড়িয়েছে প্রায় ৯৮ ভাগ, যা ১৯৯০ সালে ছিল ৬১।

নারী ও শিশু উন্নয়নে অর্জনঃ

নারীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১"। নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি কার্যক্রম। সমাজের প্রতিটি স্তরে নারী অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে গৃহীত হয়েছে নানামুখী পদক্ষেপ। "জাতীয় শিশু নীতি-২০১১" প্রণয়নের মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হয়েছে শিশুদের সার্বিক অধিকারকে। দেশের ৪০টি জেলার সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থাপন করা হয়েছে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল। দুঃস্থ, এতিম, অসহায় পথ-শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য স্থাপন করা হয়েছে ১৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র।

স্বাস্থ্যসেবায় সাফল্যঃ

শিশুদের টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম আদর্শ দেশ। স্বাস্থ্যখাতকে যুগোপযোগী করতে প্রণয়ন করা হয়েছে "জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা-২০১১"। তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র মানুষদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বর্তমানে রয়েছে ১২ হাজার ৭৭৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক। ৩১২টি উপজেলা হাসপাতালকে উন্নীত করা হয়েছে ৫০ শয্যায়। মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপতালগুলোতে দুই হাজার শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১৯৯০ সালে নবজাতক মৃত্যুর হার ১৪৯ থেকে নেমে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৫৩ তে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনঃ

ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবতায় রূপ দিতে বাংলাদেশ সরকার নিয়েছে যুগান্তকারী সব পদক্ষেপ। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সেবা পৌঁছে দেবার অভিপ্রায়ে দেশের ৪৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার। তৈরি করা হয়েছে বিশ্বের অন্যতম বিশাল ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল। কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত এ পোর্টালের সংখ্যা প্রায় ২৫০০০। দেশের সবক'টি উপজেলাকে আনা হয়েছে ইন্টারনেটের আওতায়। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ১২ কোটি ৩৭ লক্ষ এবং ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ৪ কোটি ৪৬ লক্ষে উন্নীত হয়েছে। সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করতে চালু করা হয়েছে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিং।

কৃষিতে কৃতিত্ব এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনঃ

কৃষিখাতে অভূতপূর্ব কিছু সাফল্যের জন্য বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ বারবার আলোচিত হয়েছে। প্রায় ১৬ কোটি জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে ধানের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন।

প্রবাসী শ্রমিকদের উন্নয়নে অর্জনঃ

বর্তমানে বিশ্বের ১৫৭টি দেশে বাংলাদেশের ৮৬ লক্ষেরও অধিক শ্রমিক কর্মরত আছে। বিদেশে শ্রমিক প্রেরণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ স্থাপন করেছে অনন্য দৃষ্টান্ত। স্বল্প সুদে অভিবাসন ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন করে দেশের ৭টি বিভাগীয় শহরে এর শাখা স্থাপন করা হয়েছে। এই ব্যাংকের মাধ্যমে এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত ২০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অভিবাসন ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎখাতে সাফল্যঃ

বিদ্যুৎখাতে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্জনের মধ্যে রয়েছে জাতীয় গ্রিডে অতিরিক্ত ৬ হাজার ৩২৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সংযোজন, যার ফলে বিদ্যুতের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৭ শতাংশ থেকে ৬২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। একই সাথে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ২২০ কিলোওয়াট ঘণ্টা থেকে বেড়ে ৩৪৮ কিলোওয়াট ঘণ্টায় দাঁড়িয়েছে। নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে ৩৫ লক্ষ গ্রাহককে। নির্মাণ করা হয়েছে নতুন ৬৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

শিল্প ও বাণিজ্য খাতে অর্জনঃ

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের পাশাপাশি প্রসার ঘটেছে আবাসন, জাহাজ, ঔষুধ, ও প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য শিল্পের। বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের তালিকায় যোগ হয়েছে জাহাজ, ঔষুধ এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসামগ্রী। বাংলাদেশের আইটি শিল্প বহির্বিশ্বে অভূতপূর্ব সুনাম কুড়িয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাংলাদেশের অর্জনঃ

হতদরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি বিস্তৃত করতে বয়স্ক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃকালীন ভাতাসহ ভাতার হার ও আওতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০০৮-২০০৯ সালে এই খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৩ হাজার ৮৪৫ কোটি টাকা, বর্তমানে এ কার্যক্রমে বরাদ্দের পরিমাণ ২৫ হাজার ৩৭১ কোটি টাকা। খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ২০১০ এর সমীক্ষায় দেখা গেছে মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৪.৫% সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতাভুক্ত হয়েছে।

উপসংহারঃ

একাত্তরে সংকট উত্তরণে নতুন স্বপ্নের নেতৃত্বে ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর বিজয়ের ৫০ বছর পর উন্নত বাংলাদেশের সামনে রয়েছেন তারই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাই এবারও তারুণ্যনির্ভর এই জাতি সব বাধা উপেক্ষা করে ফের আকাশে বিজয় কেতন ওড়াবে। অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও সাফল্য অর্জিত হয়েছে। প্রসার ঘটেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে। বিশ্বের উন্নত দেশের মতো চতুর্থ শিল্প অবতীর্ণ হতে প্রস্তুতি নিচ্ছে সারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের তরুণটিও। বাংলার ছেলেমেয়েরা এখন সিলিকন ভ্যালিতে উচ্চপদে নেতৃত্ব দিচ্ছে। আবিষ্কারে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে বিশ্বকে। এটা আমাদের গৌরবই বটে।

তথ্যসূত্রঃ

Anon., 2018. *National Web Portal.* [Online]

Available at: http://www.bangladesh.gov.bd/site/page/0c88552f-d7fa-4e4a-938b-044af121f349/বাংলাদেশের-অর্জন
[Accessed 30 11 2021].

ড. সৈয়দ সামসুদ্দিন আহমেদ, উ. ব. শ. ফ. ম. ব. ও. প. ব., 2020. *Alokito Bangladesh*. [Online]

Available at: https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/victory-day-2020/28069/স্বাধীনতার-সুবর্ণ-জয়ন্তী-ও-বাংলাদেশের-অগ্রযাত্রা
[Accessed 30 11 2021].

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

মোঃ মাইনুল ইসলাম খান
রোল নং- ১২৩১

২০২১ সাল বাঙালি জাতির জন্য এক বিশেষ মাইলফলক। স্বাধীনতার ৫০ বছর পেরিয়ে আজ বাংলাদেশ সমৃদ্ধির এক নতুন মডেল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করছে গোটা দেশ। স্বাধীনতা পরবর্তী বটমলেস বাস্কেট আখ্যা পাওয়া দেশটির জি ডি পি আজ ৪০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ রয়েছে সম্মানজনক অবস্থানে।

মহান একাত্তরে পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফসল লাল-সবুজের বাংলাদেশ। বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে অস্ত্র হাতে নয়মাস যুদ্ধ করে করে তিরিশ লাখ প্রাণের বিনিময়ে এসেছে কাঙ্খিত বিজয়। পঞ্চাশ বছরে দরিদ্রতার তকমা ঘুচিয়ে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তর ঘটেছে। রূপকল্প ২০৪১ সালে উন্নত দেশের স্বপ্নে বিভোর জাতি।

এক দশকে দারিদ্র্য কমেছে ১৫ শতাংশের বেশি। মাথাপিছু আয় বেড়েছে ১৪ দশমিক ৭৫ গুণ আর জিডিপি বেড়েছে ৩০ গুণ। ১৯৭০ সালে এই অঞ্চলের মানুষের মাথাপিছু গড় আয় ছিল ১৪০ ডলার, ২০২১ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৫৫৪ মার্কিন ডলারে। ১৯৭২-১৯৭৩ সালের তুলনায় বাজেটের আকার বেড়েছে প্রায় ৭২২ গুণ। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আজ ৫০ বিলিয়ন ডলার ছুঁই ছুঁই।

এদিকে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর ইকোনমিক অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ (সিইবিআর) এর সর্বশেষ রিপোর্টের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক বিকাশ অব্যাহত থাকলে ২০৩৫ সাল নাগাদ দেশটি হবে বিশ্বের ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২১ মোতাবেক উল্লেখযোগ্য সূচক সমূহ নিম্নরুপ-

মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন – ২১,৭৭৮ মেগাওয়াট

২০২১ সালে বিদ্যুৎ বিতরণ- ৬.০৩ লক্ষ কিলোমিটার

মোট বিদ্যুৎ গ্রাহক- ৩.৯৬ কোটি

মোট শ্রমশক্তি- ৬.৩৫ কোটি

সাক্ষরতার হার- ৭৫.২%

প্রত্যাশিত গড় আয়ু- ৭২.৮ বছর (পুরুষ-৭১.২ বছর, নারী- ৭২.৯ বছর)

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, জুলাই-নভেম্বর পাঁচ মাসে মোট ১০ দশমিক ৯০ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স এসেছিল। এই হিসাবে ২০২০-২১ অর্থবছরের ১ জুলাই থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে দেশে মোট ১১ দশমিক ৭০ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে রেমিট্যান্স বেড়েছে ৪৩ শতাংশ। করোনাভাইরাস মহামারির মাঝেই অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে ২ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলারের রেমিটেন্স এসেছিল দেশে, যা এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ।

মেগা প্রকল্প

মহামারি করোনার কারণে লকডাউন আর বিদেশি শ্রমিক-প্রকৌশলীদের অনেকে দেশে ফিরে যাওয়ায় এ বছর সরকারের অগ্রাধিকারে থাকা পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল ও কর্ণফুলী টানেলের মতো বড় প্রকল্পের কাজ এগোতে পারেনি কাঙ্ক্ষিত দ্রুততায়। তবে ২০২২ সালের মধ্যে এ তিনটি প্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এছাড়া কক্সবাজার পর্যন্ত রেলপথের কাজ প্রায় ৭০ শতাংশ ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ৩১ শতাংশের বেশি ভৌতকাজ এ পর্যন্ত শেষ হয়েছে। রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসনে বর্তমান সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে মোট ৬ টি রুটে মেট্রোরেল নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। এছাড়া অন্যসব মেগা প্রকল্পের কাজও চলছে দ্রুত গতিতে।

জিডিপি প্রবৃদ্ধি

দুর্দান্ত গতিতে বাংলাদেশের এগিয়ে চলা শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে ২০১৫ সালেই। অতিমারি করোনাকালে যেখানে বিশ্বের বড় বড় অর্থনীতির দেশে কোনও প্রবৃদ্ধিই হচ্ছে না, সেখানে টানা তিন মাস লকডাউনের কারণে সব কিছু বন্ধ থাকার পরও গত অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫ দশমিক ২৪ শতাংশ।

জাতিসংঘের হিসাবে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের সিঁড়িতে পা দেবে ২০২৪ সালে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বলছে, ২০২০ সালে পঞ্জিকাবর্ষে মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ভারতকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আইএমএফ বলছে, ২০২০ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি হবে ১ হাজার ৮৮৮ ডলার, একই সময়ে ভারতের মাথাপিছু জিডিপি হবে ১ হাজার ৮৭৭ ডলার।

রফতানি আয়

করোনাভাইরাস মহামারিতে বিশ্বের অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ায় গত এপ্রিলে বাংলাদেশের রফতানি আয় তলানিতে ঠেকেছিল। ওই মাসে সব মিলিয়ে মাত্র ৫২ কোটি ডলারের পণ্য রফতানি হয়েছিল। পোশাক রপ্তানি থেকে আয় হয়েছিল মাত্র ৩৬ কোটি ডলার। এর পর মে মাসে রপ্তানি আয় বাড়তে শুরু করে। জুনে তার চেয়ে অনেক বাড়ে। এরপর চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসেও সেই ইতিবাচক ধারা অব্যাহত ছিল। প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি ওই তিন মাসে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি আয় দেশে আসে।

ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, গত নভেম্বর মাসে ৩০৭ কোটি ৮৯ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। এই অঙ্ক ২০১৯ সালের নভেম্বরের চেয়ে দশমিক ৭৬ শতাংশ বেশি। গত বছরের নভেম্বরে আয় হয়েছিল ৩০৫ কোটি ৫৮ লাখ ডলার। সব মিলিয়ে চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) এক হাজার ৫৯২ কোটি ৩৫ লাখ ডলারের বিভিন্ন ধরনের পণ্য রফতানি করেছে বাংলাদেশ, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে প্রায় ১ শতাংশ বেশি। ২০১৯-২০ অর্থবছরের এই পাঁচ মাসে পণ্য রপ্তানি থেকে এক হাজার ৫৭৭ কোটি ৭০ লাখ ডলার আয় করেছিল বাংলাদেশ।

এছাড়া ১০০ টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এর কাজ দ্রুত চলমান রয়েছে। ২০৩০ সাল নাগাদ এগুলো সম্পূর্ণ রুপে চালু হলে বাংলাদেশ ৩০০ বিলিয়ন ডলারের অধিক রপ্তানি করতে পারবে।

অসম্ভব মনে হলেও সত্য, বাংলাদেশ আইসিটি খাতে রপ্তানি শুরু করেছে। ২০১৯ সালে আইসিটি খাতে রফতানি থেকে আয় হয়েছে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটি ২০২৩ সাল নাগাদ ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হতে পারে।

খাদ্য উৎপাদন

২০২০ সালে দেশের খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ৪ কোটি মেট্রিক টনের বেশি। দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ । দেশের চাহিদা মিটিয়ে বর্তমানে কৃষি পন্য, হিমায়িত খাবার, মাছ ও ফল রপ্তানি হচ্ছে। বাংলাদেশ আম উৎপাদনে বিশ্বে সপ্তম, আলু উৎপাদনে বিশ্বে সপ্তম, মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ, ধান উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ, সবজি উৎপাদনে

বিশ্বে তৃতীয় এবং ইলিশ উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম। বিগত ১০ বছরে ইলিশ উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৭৮%।

সারাদেশে ১৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে যেখানে ৩০ রকমের ওষুধ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া ৫৬০ টি মডেল মসজিদ নির্মাণ ও সারাদেশে ৫০০ এর অধিক মডেল ফার্মেসি স্থাপন করা হয়েছে। সরকার প্রতিটি জেলায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ নির্মাণে কাজ করছে। বেকারত্ব নিরসনে যুব প্রশিক্ষন কেন্দ্র ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া ৩২তম নিউক্লিয়ার নেশন হিসেবে বিশ্ব পরমাণু ক্লাবে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ।

একটি দেশের উন্নয়নের অন্যতম মাপকাঠি হল মানবসম্পদের উন্নয়ন সূচক। বর্তমানে বাংলাদেশ ০.৬৩ স্কোরে উপমহাদেশে দেশগুলোর মধ্যে একটি সম্মানজনক অবস্থানে আছে। এর পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান গড় আয়ু বৃদ্ধি দেশের উন্নয়নের এক প্রতিফলন। সম্প্রতি বাংলাদেশ বিদেশে বিনিয়োগ শুরু করেছে। কেনিয়ায় বাংলাদেশ প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। এছাড়া মালদ্বীপে একটি বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণে সহায়তা করছে।

বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে উন্নয়নের রোল মডেল। স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশ আজ ৪০০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি। রাজনিতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ সম্মানের জায়গায় আসীন। আমরা আশা রাখি উন্নয়ন অবাহত থাকবে আর ২০৪১ সালে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা উন্নত বাংলাদেশ হবে।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

সাকিব হাসান খান
রোল নং- ১২৩৮

স্বাধীনতা বাঙালি জাতির জন্য একটা আবেগ, অনুভূতি যার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে বাংলার স্বাধীন মানচিত্র। ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের কাছ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ৫০ বছর পূর্তিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্মরনীয় করতে বাংলাদেশ সরকার ২৬ মার্চ ২০২১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের ঘোষণা দেয়।

সবুজ জমিনে রক্তিম সূর্যখচিত মানচিত্রের এ দেশটির স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর এ দিনটি উদযাপনেও যোগ হয়েছে ভিন্ন মাত্রা। এর সাথে আর একটি নতুন পালক যোগ হয়েছে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ির' দেশ আখ্যা দেয়া হয়েছিল। স্বাধীনতার ৫০ বছরে এসে দারিদ্র্য আর দুর্যোগের বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উত্তরণের পথে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক প্রতিটি সূচকে এগিয়েছে বাংলাদেশ। এ প্রাপ্তি নিয়েই এবার জাতি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করবে।

"এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে, যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না, যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি আমার যুবক শ্রেণি কাজ না পায়।"

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ধ্বংস্তুপের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে সদ্য স্বাধীন দেশের বিজয়ী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভাবেই তার দ্বিতীয় স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে। দারিদ্রের তলাবিহীন ঝুড়ি, বারবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন পিতৃহন্তারক জাতি হারতে হারতেও জেগে ওঠেছে ফিনিক্স পাখির মতো। জাতির পিতার স্বপ্ন, আদর্শ পুঁজি করেই তার উত্তরসুরির নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছেন সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লড়াই। ইতোমধ্যেই প্রত্যাশিত লক্ষে পৌছতে পথ-নকশা তৈরি করেছে পঞ্চাশে পা রাখা উন্নয়নশীল বিশ্বের 'রোলমডেল' বাংলাদেশ। 'যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের এই উত্তরণ - বন্ধুর পথ পাড়ি দেওয়া'

সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের এটি একটি বড় অর্জন। এটি সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাহসী এবং অগ্রগতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে এসেছে। বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় উঠে আসে জন্মের ৫০ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে কীভাবে বাংলাদেশ দ্রুতগতিসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মতো সফলতা দেখাতে যাচ্ছে। উঠে আসে জাতির পিতা কীভাবে সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার জন্য একতাবদ্ধ করেছিলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ থেকে কীভাবে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হতে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব, দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা, এমডিজি অর্জন, এসডিজি বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, কৃষি, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানীমূখী শিল্পায়ন, ১০০ টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, পোশাক শিল্প, ঔষধ শিল্প, রপ্তানী আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সূচক। পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পসমূহ। এতে প্রদর্শন করা হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদাত্ত আহ্বান, ‘আসুন দলমত নির্বিশেষে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত, সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি।’

বাংলাদেশের অর্জন ক্ষুদ্র আয়তনের একটি উন্নয়নশীল দেশ হয়েও বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সারা বিশ্বের নিকট প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিবিড় সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবহার এবং দারিদ্র দূরীকরণে তার ভূমিকা, জনবহুল দেশে নির্বাচন পরিচালনায় স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুতা আনয়ন, বৃক্ষরোপণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকের ইতিবাচক পরিবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে জন্ম নেওয়া এই বাংলাদেশকে আজকের অবস্থানে আসতে অতিক্রম করতে হয়েছে হাজারো প্রতিবন্ধকতা। যুদ্ধ বিধ্বস্ত প্রায় সর্বক্ষেত্রে অবকাঠামোবিহীন সেদিনের সেই সদ্যজাত জাতির ৪৩ বছরের অর্জনের পরিসংখ্যানও নিতান্ত অপ্রতুল নয়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আটটি লক্ষ্যের মধ্যে শিক্ষা, শিশুমৃত্যুহার কমানো এবং দারিদ্র হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। নোবেল বিজয়ী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের করা মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বকে চমকে দেবার মতো সাফল্য আছে বাংলাদেশের। বিশেষত শিক্ষা সুবিধা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার ও জন্মহার কমানো, গরিব মানুষের জন্য শৌচাগার ও স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান এবং শিশুদের টিকাদান কার্যক্রম অন্যতম।

শিক্ষাখাতে অর্জন শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো- শতভাগ ছাত্রছাত্রীর মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রম। নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেবার জন্য প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক

স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি ব্যবস্থা। বর্তমান ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নতুন করে জাতীয়করণ করেছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষকের চাকরি সরকারীকরণ করা হয়েছে। ১৯৯০ সালে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুর শতকরা হার ছিল ৬১, বর্তমানে তা উন্নীত হয়েছে শতকরা ৯৭.৭ ভাগে। শিক্ষার সুবিধাবঞ্চিত গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে, গঠন করা হয়েছে "শিক্ষা সহায়তা ট্রান্ট"।

স্বাস্থ্যসেবায় সাফল্য শিশুদের টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যের জন্য এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম আদর্শ দেশ হিসেবে তার স্থান করে নিয়েছে। স্বাস্থ্যখাতকে যুগোপযোগী করতে প্রণয়ন করা হয়েছে "জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা-২০১১। তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র মানুষদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে গড়ে তোলা হয়েছে ১২ হাজার ৭৭৯টি(১) কমিউনিটি ক্লিনিক। ৩১২টি(২) উপজেলা হাসপাতালকে উন্নীত করা হয়েছে ৫০ শয্যায়। মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপতালগুলোতে দুই হাজার শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার এবং জন্মহার হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। ১৯৯০ সালে নবজাতক মৃত্যুর হার ১৪৯ থেকে নেমে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৫৩তে(৩)। স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার লক্ষ্যকে সামনে রেখে নির্মাণ করা হয়েছে নতুন ১২টি(৪) মেডিকেল কলেজ, নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ৪৭ হাজারেও বেশি জনশক্তি।

নারী ও শিশু উন্নয়নে "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১"। নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি কার্যক্রম। সমাজের প্রতিটি স্তরে নারী অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে গৃহীত হয়েছে নানামুখী পদক্ষেপ প্রযুক্তি জগতে নারীদের প্রবেশকে সহজ করতে ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্রের মতো ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্যসেবায় উদ্যোক্তা হিসেবে একজন পুরুষের পাশাপাশি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে একজন নারী উদ্যোক্তাকেও। "জাতীয় শিশু নীতি-২০১১" প্রণয়নের মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হয়েছে শিশুদের সার্বিক অধিকারকে। দেশের ৪০টি জেলার সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থাপন করা হয়েছে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল। দুঃস্থ, এতিম, অসহায় পথ-শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য স্থাপন করা হয়েছে ১৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের নারী ও শিশুর উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভূষিত করা হয়েছে জাতিসংঘের সাউথ–সাউথ এওয়ার্ডে।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে। বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে অস্ত্র হাতে নয়মাস যুদ্ধ করে করে তিরিশ লাখ প্রাণের বিনিময়ে এসেছে কাঙ্খিত বিজয়। পঞ্চাশ বছরে দরিদ্রতার তকমা ঘুচিয়ে উন্নয়নশীল দেশে রুপান্তর ঘটেছে। রূপকল্প ২০৪১ সালে উন্নত দেশের স্বপ্নে বিভোর জাতি। এক দশকে দারিদ্র্য কমেছে ১৫ শতাংশের

বেশি। মাথাপিছু আয় বেড়েছে ১৪ দশমিক ৭৫ গুণ আর জিডিপি বেড়েছে ৩০ গুণ। ১৯৭০ সালে এই অঞ্চলের মানুষের মাথাপিছু গড় আয় ছিল ১৪০ ডলার, ২০২০ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৬৪ মার্কিন ডলারে। ১৯৭২-১৯৭৩ সালের তুলনায় বাজেটের আকার বেড়েছে প্রায় ৭২২ গুণ। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ঘরে ঘরে বিজলি বাতির চমক, শিল্পায়ন, গৃহায়ণ, নগরায়ণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, দারিদ্র্য বিমোচন, দুর্যোগ প্রশমনে বদলে গেছে বাংলাদেশ। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের এই উত্তরণ- যেখানে রয়েছে এক বন্ধুর পথ পাড়ি দেয়ার লড়াই সংগ্রামের সুবিশাল ইতিহাস। বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথেই দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, কৃষি, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন, পোশাক শিল্প, ওষুধ শিল্প, রপ্তানি আয় বাড়াসহ অর্থনৈতিক সূচকে অগ্রগতি, পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, বঙ্গবন্ধু টানেল, মেট্রো রেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পে অগ্রগতিতে বদলে গেছে বাংলাদেশের চেহারা।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশকে শুভেচ্ছায় সিক্ত করছেন; বাংলাদেশে এবং অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রাকে উন্নয়নের বিস্ময়, বিস্ময়ের বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে মহিমান্বিত করছে। একাত্তরে স্বাধীনতার মহানায়ক ববন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি, আর তারই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গড়ে তুলতে চলেছি ২০৪১ এর ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, আধুনিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ; বিস্ময়ের বাংলাদেশ।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

নাবিলা ফেরদৌস
রোল নং- ১২৩৬

আজ থেকে ৫০ বছর আগে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে বাঙালি জাতি এই কাঙ্খিত স্বাধীনতা অর্জন করে। বিশ্বের মানচিত্রে জন্ম লাভ করে বাংলাদেশ নামে নতুন রাষ্ট্র। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখন অনেকেই আমাদের দেশটিকে A test case for Development বলে অভিহিত করেছিলেন। যা অনেকটা ছিল বাংলাদেশকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেওয়া উন্নত দেশের একটি চ্যালেঞ্জের মতো। উন্নত দেশগুলোর ধারণা ছিল যে, বাংলাদেশে উন্নয়নের পথে এমন অনেকগুলো বাঁধা রয়েছে, যা ডিঙিয়ে বাংলাদেশের উন্নত হওয়াটা হবে অসম্ভব একটি ব্যাপার। সবাই ভেবেছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে দুই দিনও টিকতে পারবে না। দেশে দুর্ভিক্ষ হবে। অর্থনীতি আর উঠে দাড়াতে পারবে না। পাকিস্তানিরাও তাই আশা করেছিলো।

৫৬,০০০ বর্গমাইল আয়তনবিশিষ্ট দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ নামক ভূখন্ডের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে যাওয়া মানুষটির নাম শেখ মুজিবুর রহমান। পারিবারিকভাবে আদর করে ডাকা হতো খোকা, আপামর জনতার দেয়া নাম “বঙ্গবন্ধু', কেউ বলে স্বাধীনতার মহানায়ক, কেউ বলে রাজনীতির কবি, বাংলাদেশের সংবিধান দিয়েছে জাতির পিতার স্বীকৃতি। ১৯৭১ সালের এই দিন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা, সর্বকালের সবশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীন হওয়া আমাদের এই দেশটি দেখতে দেখতে ২০২১ অর্থাৎ ৫০ বছরে পদার্পণ করল। কোন কিছুর ৫০ বছর পূর্ণ করলে তাকে বলা হয় সুবর্ণ জয়ন্তী। এই ৫০ বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত ও গরীব বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে উন্নয়নশীল দেশে। আজ বাংলাদেশ দাবি করতে পারে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে যে, বাংলাদেশ ধ্বংস হয়ে যায়নি। মাথা তুলে সে বিশ্বের মাঝে বুক ফুলিয়ে উন্নত দেশ হওয়ার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি এবং বলিষ্ঠ নেতৃতে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর সবুজের বুকে লাল সূর্য খচিত পতাকার রাষ্ট্র হিসেবে যে ভূখন্ডটির আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল তার নাম বাংলাদেশ। জাতির পিতার অন্যতম স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা বিনির্মাণ। কিন্তু স্বপ্নের সোনার বাংলা

নির্মাণযাত্রা ছিল নানাভাবে কণ্টকাকীর্ণ ও বিপৎসংকুল। একদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ, ভৌত-অবকাঠামো, রাস্তাঘাট-ব্রিজ-যানবাহন, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, প্রায় সবকিছুই বিনষ্ট, বিধ্বস্ত! প্রশাসন ছিল অসংগঠিত। বৈদেশিক মুদ্রার শূন্য ভান্ডার ও ভারসাম্যহীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, নিঃস্ব ও সহায়-সম্বলহীন কোটি শরণার্থীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন চ্যালেঞ্জ, বন্যা, খাদ্যাভাব। অন্যদিকে বিশ্বমন্দা ও নানা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে সামাজিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল।

এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু যখন খাদ্যাভাব দূরীকরণ, সামাজিক অস্থিরতা নিরসন, আইন- শৃংখলার উন্নতিতে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমুখী নীতি ও আইন প্রণয়ন করে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে তার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে দেয়নি ঘাতকেরা। ওরা ভেবেছিল মুজিবকে হত্যা করলেই হয়ে যাবে সব শেষ কিন্তু ওরা বুঝতে পারেনি মুজিব মানেই বাংলাদেশ। একজন ব্যক্তি মুজিবকে হত্যা করা যায়, কিন্তু তার আদর্শ এবং স্বপ্নকে হত্যা করা যায না।

জাতির পিতার অসমাপ্ত স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করে চলেছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, দেশরত্ন শেখ হাসিনা। স্বাধীনতার পরাজিত শক্তিরা বলেছিল– আগামী ১০০ বছরের মধ্যেও বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১ হাজার ডলার ছাড়াবে না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মাত্র ৫০ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ২০৬৪ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। অথচ ১৯৭০-এ মাথাপিছু গড় আয় ছিল ১৪০ ডলার। হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু অতি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ৫০ বছরে বাংলাদেশ নামক ঝুড়িটি আর তলাবিহীন নয়; ঝুড়ি এখন সাফল্যে পরিপূর্ণ । বর্তমানে বাংলাদেশের রিজার্ভ ৪৪ বিলিয়ন ডলার।

অতিমারি করোনাকালীন সময়ে বিশ্বের সব দেশে যখন প্রবৃদ্ধির হার কমে যাচ্ছে, তখন বাংলাদেশে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার নির্ধারণ করা হয়েছে ৮.২ শতাংশ এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বলছে, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ অর্জিত হতে পারে। করোনাকালীন কঠিন সময়েও বাংলাদেশে গত ফেব্রুয়ারি, ২০২১ এ ১৭৮ কোটি ডলার রেমিটেন্স এসেছে; যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ঘটনা। ১৯৭২-১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের আকার ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা অথচ জাতীয় সংসদে ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকার বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি ৮১ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১.২ বিলিয়ন ডলার। একই সঙ্গে বেড়েছে রপ্তানি পণ্যের সংখ্যাও। স্বাধীনতার পর রপ্তানি আয়ের সত্তর ভাগ ছিল পাটের দখলে। বর্তমানে মোট রপ্তানির ৮২ শতাংশই তৈরি পোশাক খাতের দখলে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ভিশন ২০২১ দিয়েছেন এবং বাস্তবায়ন করেছেন যার মধ্য দিয়ে আমরা উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছি এবং ভিশন ২০৪১

এর মাধ্যমে আমরা আধুনিক এবং উন্নত দেশে পরিণত হব। বাংলাদেশ অনেক উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে, বড় বড় ফ্লাইওভার করা হয়েছে, মেট্রোরেল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, মহাকাশে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয়েছে, সারা দেশজুড়ে রাস্তাঘাট কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে, দেশের সর্ববৃহৎ পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ নিজস্ব অর্থায়নে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। কৃষি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ, নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থ- সামাজিক প্রতিটি সূচক ও জরিপে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণেই দক্ষতার সাথে মহামারি করোনা মোকাবেলা করা সম্ভব হচ্ছে এবং বিশ্বের বড় বড় দেশকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ প্রথম সারির দেশ হিসেবে কোভিড-১৯ এর টিকাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে এবং প্রয়োগ শুরু হয়েছে।

সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনে বাংলাদেশের প্রস্তুতির মধ্যেই উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ পাওয়ার সুখবরটি আসে। আর স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এসেছে উদযাপনের দ্বিগুণ প্রাপ্তি হয়ে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ প্রাপ্তি মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর সন্ধিক্ষণে জাতির জন্য এক “অনন্য উপহার'।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা ভারত ছাড়লে মুক্তি মেলেনি বাংলার মানুষের। জীবন ছিল পাকিস্তানি শেকলে বাঁধা। সেই শেকল ভাঙার মন্ত্র দিয়ে বাঙালিকে জাগিয়ে তোলেন শেখ মুজিব। বাংলার মানুষ যাকে ভালবেসে নাম দেয় বঙ্গবন্ধু। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা পাওয়া বাঙালির গত ৫০ বছরের চলার পথও মসৃণ ছিল না। শত বাঁধা অতিক্রম করেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আর এই এগিয়ে যাওয়ার অফুরন্ত প্রাণশক্তি এ দেশের কৃষক, শ্রমিক, দিনমজুর, প্রবাসী কর্মীরা । খেটে খাওয়া মানুষের শ্রমে-ঘামে গড়ে উঠছে অর্থনীতির ভিত।

আজকের এই অর্জন এ দেশের সাধারণ মানুষের! এ দেশের কৃষক-শ্রমিক-পেশাজীবী, আমাদের প্রবাসী ভাইবোনেরা, এ দেশের উদ্যোক্তাগণ–তাদের শ্রম, মেধা এবং উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে দারিদ্র্য নিরাময়ের অসম্ভব কাজকে সম্ভব করে তুলেছেন। এ কথা অনেকবার প্রমাণিত হয়েছে, বাংলাদেশের মানুষ অনুকূল পরিবেশ পেলে যে কোনো অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে। গণহত্যার রাতে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশ এখন পার করছে মহামারির চ্যালেঞ্জ । সাম্প্রদায়িকতা আর দুর্নীতির ভাইরাসও দূর হয়নি। কিন্তু তো এ দেশ তো মাথা নোয়াবার নয়!

সবুজের মাঝে রক্তিম আভার যে পতাকা, সেই পতাকার সম্মান ৫০ বছরে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে নয়; অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিসহ সব ক্ষেত্রে এগিয়েছে বাংলাদেশ। টেকসই উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে মাথা উচু করে দাড়াবে।